দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে

গবেষণা-সহ সফল কৃষকদের সাথে

নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে

উৎপাদন বৃদ্ধির নয়া কৌশল

নিরূপণ করা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী স্থির

করা নির্ধারিত লক্ষ্যে কতটা সাফল্য

আসছে তা নির্নপণ ও নিবিড়

পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ

করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য

সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে

ধানের প্রতি কেজি সহায়কমূল্য হতে

চলেছে ১৯ টাকা ৪০ পয়সা। প্রতি

মাসে কৃষকদের আয় ৬,৫৮০ টাকা

থেকে বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে

১১,০৯৩ টাকা। কৃষক কল্যাণে

বর্তমানে গুচ্ছ প্রকল্পের সুফল

হিসেবে এখন আর জমি পতিত

থাকছে না। আধুনিক প্রযুক্তির

ব্যবহার • এরপর দুইয়ের পাতায়

ফেব্রুয়ারতেহ

থার্ড ওয়েভ!

হায়দরাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর।।

করোনার তৃতীয় ঢেউ আসবেই।

সাফ জানিয়ে দিলেন জাতীয়

কোভিড সুপারমডেল কমিটির

প্রধান তথা আইআইটি

হায়দরাবাদের অধ্যাপক এম

বিদ্যাসাগর। কার্যত দিনক্ষণও

জানিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর কথায়,

'ওমিক্রনের হাত ধরেই করোনার

থার্ড ওয়েভ আছড়ে পড়বে দেশে।

এই মুহূর্তে দেশে গড়ে রোজ সাড়ে

সাত হাজারের মতো কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট আসছে। কিন্তু

করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন

একবার ডেল্টার জায়গা নিলেই হু হু

করে বাড়বে সংক্রমণ।' আগামী

বছরের শুরুতেই দেশে তৃতীয় ঢেউ

আছড়ে পড়তে পারে বলে জানান

তিনি। ফেব্রুয়ারিতে তা শিখর

ছোঁবে সম্ভবত। তার মানে আবার

ডেল্টা বিপর্যয়ের মতো মৃত্যু

মিছিল? হয়ত না। আশ্বাস দিয়েই

তিনি বলেছেন, 'ওমিক্রনের ধাক্কায়

তৃতীয় ঢেউ এলেও তা হয়ত দ্বিতীয়

ডেউয়ের মতো মারাত্মক হবে না।

দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৪ লক্ষ দৈনিক

সংক্রমণের সাক্ষী থেকে ছিল দেশ।

তবে বিদ্যাসাগরের দাবি, তৃতীয়

ঢেউয়ে খুব বেশি হলে এর অর্ধেক

কিংপিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে

তপন সাহাকে গ্রেফতার করা ও

জেরার পর। এখন পর্যন্ত প্রায়

পনেরোজন গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্যাং-এ একাধিক ডাক্তার জড়িত

আছেন। তপন সাহাকে গ্রেফতার

করেছে সারানাথ থানা। ন্যশনাল

টেস্ট(নিট)-এ জালিয়াতির

অভিযোগে ত্রিপুরার এক ওষুধ

ব্যবসায়ী এবং তার মেয়েকেও

গ্রেফতার করেছে বারাণসীর পুলিশ।

বাবাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে

এবং মেয়েকে একটি হোমে

পাঠানো হয়েছে। বারাণসীর পুলিশ

কমিশনার এ সতীশ গণেশ

**इ** लि जि वि लि ि

এরপর দুইয়ের পাতায়

# श्विम क्लय



CMYK

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 341 Issue ● 20 December, 2021, Monday ● ৪ পৌষ, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষক

নিয়োগের ক্ষেত্রে (প্রথম শ্রেণি

থেকে অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত) ন্যাশনাল

কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন

(এনসিটিই)-র নোটিফিকেশন

(২৮ জুন, ২০১৮) বেআইনি বলে

ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের

প্রাক্তন প্রধান বিচার পতি তথা

রাজস্থান হাইকোর্টের বর্তমান

বিচারপতি অখিল কুরেশি এবং

বিচার পতি সুদেশ বনসল'র

ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষক

নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিটিইকে

কার্যত ধুইয়ে দিয়েছে। এনসিটিই

২০১৮ সালের নোটিফিকেশনে

বলেছিলো প্রথম শ্রেণি থেকে

অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের

ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক

হতে হবে এবং অবশ্যই বিএড ডিগ্রি

মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট তথা

হেড অফ সুপারের কাছে নিজের

অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন

ডক্টর রেডিড। এই চিঠির

প্রতিলিপি দাফতরিকভাবে

কয়েকটি জায়গায় ছড়িয়ে

পড়তেই রাজ্যের স্বাস্থ্য

দফতরের এক শীর্ষ কর্তার

বিরুদ্ধে তুমুল অভিযোগ

উঠতে শুরু করলো। ডক্টর

রেডিড স্পষ্টভাবে নিজের

চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে,

সম্প্রতি মহাকরণের একটি

বৈঠকে সচিব পর্যায়ের এক

আধিকারিক উনার বিরুদ্ধে

মিথ্যে, বানানো অভিযোগ

করেছেন। তাতে তিনি

অপমানিত, লজ্জিত ও আহত

বোধ করেছেন। সরকারি

উনাকে মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত

করা হয়েছে বলে ইস্তফার চিঠিতে

বহুদিন ধরে। ফাইল আসে ফাইল

যায়, কিন্তু গাড়িটির আর ব্যাটারি

কেনা হয় না। গাড়িও চলে না। এই

গাডিটির প্রয়োজন কোনওদিনই না

পড়ুক এটা যে কেউ-ই চান। কিন্তু

কোনওদিন জরুরিকালীন ভিত্তিতে

যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে এর

অভাব পূরণ করার মতো দ্বিতীয় আর

গাড়ি রাজ্যে নেই। একইভাবে

রাজ্যের বিভিন্ন দমকল কেন্দ্রেই

অতি সাধারণ মেরামতির জন্য গাড়ি

নম্ট হয়ে পড়ে আছে। তা সারাইয়ের

কোনও উদ্যোগ নেই। জানা গেছে,

এই দফতরটিতে ভূত বাসা বেঁধেছে

২০১৯ সাল থেকেই। কিন্তু সেই

ভূত আর তাড়াতে পারেননি

দফতরের তৎকালীন ওঝা। বর্তমান

ওঝা'র নাকি একই অবস্থা। অফিস

আছে, চেম্বার আছে, গাড়ি আছে,

পুলিশ 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

হাজার বছর ধরে মানুষের অবর্ণনীয়

এরপর দুইয়ের পাতায়

থাকতে

# সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় কৃষকদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়: মুখ্যমন্ত্রী



ত্রাণ তহবিলে ৫১ হাজার টাকা

প্রেস রিলিজ

তুলে দেওয়া হয়। সমিতির ১০ম সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত কৃষি ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের আধিকারিকদের সাথেও রাজ্যে পাশাপাশি কৃষকদের মধেও কৃষিক্ষেত্রের সাফল্য, অগ্রগতি ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় কৃষিক্ষেত্রে চিরাচরিত চাষাবাদের করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে বদলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। রবিবার আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লাব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে সমিতির স্মরণিকার আবরণও উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর

গিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, কৃষক কল্যাণে নিযুক্ত আধিকারিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রাথমিক ক্ষেত্রের ভিতকে সুদৃঢ় করার অন্যতম কারিগর।রাজ্যের কৃষি আধিকারিক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের আত্মসন্তুষ্টির উধের্ব উঠে প্রাথমিক ক্ষেত্রের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে মনোনিবেশ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির বদলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ বদ্ধির উপর গুরুত্ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। বিজ্ঞান এই দাবিকে নস্যাৎ করবে। কিন্তু ধর্মের কাছে যদি বার বার এসে কেউ পরাজয় স্বীকার করে, তাহলে সেটি বিজ্ঞান-ই। মৃত্যুর ছয় মাস পরও মৃতদেহ রয়ে গেছে। গত জুলাই মাসে মৃত্যু হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারি মাসে দাহ হবে। মগ সম্প্রদায়ের এক ধর্মগুরুর প্রয়াণ নিয়ে এখন তোলপাড় দক্ষিণ জেলার বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণ। ঘটনাটি রবিবার প্রকাশ্যে আসতেই,



দিনভর সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম নতজানু, না ধর্মের কাছে বিজ্ঞান? লৌকিক এবং অলৌকিকতার মধ্যে কত যোজন মাইলের দূরত্ব তা এখনও হলফ করে বলতে পারেননি কোনও বিজ্ঞানী। ঠিক একইভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কত হাজার মাইলের, তাও অনুমান করা যায়নি আজ পর্যস্ত। রবিবার সকালে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার কাছে এমন একটি ঘটনার প্রমাণাদি এলো, যা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করে বেঁচে থাকা আসলে প্রতিদিনের নতুন অভিজ্ঞতা। এদিন রাজ্যের দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের অন্তর্গত রত্নগিরি বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণের এক ঘটনা রাজ্যবাসীকে চমকে দেবে। এই প্রাঙ্গণেই বর্তমানে নিথর অবস্থায় শায়িত আছেন মগ সম্প্রদায়ের

# নিট জালিয়াতি ঃ বারাণসীতে

### গ্রেফতার শিবনগরের তপন



১২ সেপ্টেম্বর এক ডাক্তারি ছাত্রী ত্রিপুরারই এক মেয়ের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে গিয়ে ধরা পড়েন। তাকে জেরা করে এক গ্যাং-র খোঁজ পাওয়া যায়। সেই গ্যাং-র বলেছেন, 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ছেলেকে প্রতারকদের মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দিতে গিয়ে উত্তর প্রদেশে গ্রেফতার হয়েছেন শিবনগরের তপন সাহা। আগে ধলাইয়ের বাবা-মেয়ে আটক হয়েছিলেন। সেই গ্যাং-র ত্রিপুরার এজেন্ট মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ, তপন সাহাকে 'ব্যবস্থা' করে দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর পুলিশ কমিশনারেট নিট-এ কোনও পরীক্ষার্থীর জায়গায় অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষায় উত্তর লেখানোর ব্যবস্থা করা নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে তদন্ত করছে। সেই তদন্তের জেরেই তপন গ্রেফতার হয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

প্রেম করে ছেলের বিয়ে হয় স্বপ্না নামে এক মেয়ের সঙ্গে। বেঁচে থাকার সমস্ত 'স্বপ্ন' ছারখার হয়ে যায় বৰ্ত মানে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনের এক নোংরা কোণে কোনওক্রমে দিন কাটছে তার। রবিবার ওই স্টেশনে উনার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উনার ছেলে রাহুল তার বাবার গাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু একটি পয়সাও বাবাকে দেয়নি। ছেলের বউ ধুর ছাই ব্যবহার করেন শৃশুরমশাইয়ের সঙ্গে। অবশেষে বাধ্য হয়ে রেলস্টেশনের এক কোণে শীতের রাতেও 'জীবন' পার করার

ইন্দ্রজিৎবাবুর। এরপর দুইয়ের পাতায়

লড়াই। একটু বেঁচে থাকার জন্য, প্রাণের আনন্দে বেঁচে থাকার জন্য, সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই 'জীবন' নানা প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক যেমন দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রজিৎবাবুর বেঁচে থাকায়। সাড়ে আট গন্ডার বাড়ি, চার ভাইয়েদের মধ্যে সবার ছোট। বিয়ে করেছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। নিজের একমাত্র পুত্রসন্তানকে ভাড়া গাড়ি চালিয়ে এবং পরবতীকালে নিজে গাড়ি কিনে, সেটি চালিয়ে দিনভর পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়েছেন।

# পাতালকন্যা

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পাতালকন্যার দল এখন কোথায় বা

বুবাগ্রার যে লড়াই তাতে মথা ভাঙছে এবং মথার একটি অংশ এসে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা মথা এবং পাতালকন্যার তত্ত্ব জানেন তারা বুঝেছেন খুমুলুঙ-এ বুবাগ্রার ওপর হামলার ঘটনায় পাতালকন্যার সংগঠন এখন থরহরি কম্পমান। পাতালকন্যার দলে এখন চলছে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। ঘটনা হল রাজ্যে উপজাতি রাজনীতিতে এখন চলছে আইকন নির্মাণের খেলা। বুবাগ্রা আইকন, তিনি রাজা। তার পেছনে। সবাই দেবজ্ঞানে ছুটছে। আবার রাজাও ছুটছেন। কিসে ছুটছেন তার বিচার হচ্ছে না। তিনি ভাবছেন এই সওয়ারি ঘোড়া কিংবা হাতির। বাস্তবে এই সওয়ারি বাঘের। তাই তিনিও থামতে পারছেন না। বাঘ ছুটে ছুটে একেবারে গিয়ে পাতালকন্যার সমাবেশের সামনে থামলো, যেখানে ভাঙা হল তার গাড়ি। তার সিকিউরিটির গাড়ি। নিগৃহীত হলেন বুবাগ্রা। কাঁদলেন বুবাগ্রা। আবার সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে পাতালকন্যার বিরুদ্ধে মিছিল হল সারা রাজ্যে। পাতালকন্যাকে বলা হল হিজড়া। রাজার জয়ধ্বনি দেওয়া হল। আর পাতালকন্যার অনুগামীরা তাকে লুকিয়ে রেখে প্রচার করলেন তিনি নাকি কলকাতা চলে গেছেন। পরে জানা গেল কলকাতা যাননি। আত্মগোপনে ছিলেন ত্রিপুরাতেই। কথা হল— পাতালকন্যা নিজেও বাঘের সওয়ারি করছেন। তার বাঘের আকৃতি বুবাগ্রার তুলনায় কম হলেও বাঘ তো বাঘই। এ কথা ঠিক যে পাতালকন্যারও অন্ধ অনুগামী রয়ে গেছে, যারা তাকে মিথ ভাবেন। মিথ ছিলেন দশর্থ দেব। এবার সেই মিথ বানানোর চেষ্টা হচ্ছে প্রদেশত কিশোর দেববর্মা কে। একইভাবে মিথ বানানো হয়েছে পাতালকন্যাকে, যদিও বুবাগ্রার তুলনায় তার ফলোয়ার সংখ্যা কম। আগরতলা সংলগ্ন কিছু এলাকায়, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়ায়

রয়েছে এরপর দুইয়ের পাতায় পৃষ্ঠা ৬

৪০ হাজার বছর ধরে সব ভারতীয়'র ডিএনএ এক, দাবি

# প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

পাতালকন্যা কি অবস্থায় আছে, এই নিয়ে বিজেপি সমর্থিত নানান মহলের যে বক্তব্য তাতে বুঝা যাচ্ছে পাতালকন্যার সঙ্গে মথা প্রধান



মোহন ভাগবতের

গণধর্ষণে কঠোর সাজা ১৩ জনের ২০ বছরের কারাদণ্ড

রাজধানী সহ সকল বাতানুকূল ট্রেনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

### ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফের করতে হবে। তবে গোটা বিষয়টি An Initiative by Joyjit Saha ALL IN ONE

এখন নির্ভর করছে সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন ডক্টর সম্প্রতি জিবিপি হাসপাতালের

কেন্দ্রবিন্দুতে নিউরোসার্জন ডক্টর বিভিন্ন মহলের চাপে উনি পুনরায় বৈঠকে অনেকের উপস্থিতির মধ্যেই

কদের মাথার উপ

'শনি' ঘুরছে প্রাথমিক

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বি এড পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর অর্জন

9774414298 53 Shishu Uddyan Bipani Bitan সতর্ক্তর্যার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুলপ্রকাশনী-র বই কিন্ন!

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সিব্বা রেড্ডি। নিউরো সার্জারির

সরকার থেকে লক্ষাধিক টাকা দেবতুল্য এই চিকিৎসক সেবার

মাইনে নিতেন প্রতি মাসে। কিন্তু অব্যাহতি চেয়েও পার পাননি।

ডিএলএড কোর্স করিয়ে চাকরি সুনিশ্চিত করতে পারবে। তবে উপর। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজস্থান বিএড ডিথিপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হাইকোর্টের যোধপুর বেঞ্চের বিএলএড কোর্স করতে হলে মাননীয় প্রধান বিচারপতির

অন্যদিকে, নিজের মাইনে

থেকেই পাঁচজন নার্সকে

মাসিক ৫০ হাজার টাকা

হাসপাতালের অপারেশন

বিভাগে কাজ করাতেন

তিনি। লিখিত না হলেও,

মুখে মুখে ফেরা এই ঘটনা

জিবিপি হাসপাতালে কান

পাতলেই শোনা যেতো।

এ-হেন এক মানবদরদি

চিকিৎসক জিবিপি

হাসপাতালের অন্যতম

এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

পালনে নিজের অনিচ্ছা

প্রকাশ করেছেন। ঘটনার

দিয়ে

জিবিপি

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রাজস্থান হাইকোর্টের এক রায়ের প্রেক্ষিতে বুনিয়াদি শিক্ষকদের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। রাজস্থান হাইকোর্টের রায় স্পাম কোটে বহাল থাকলে নিশ্চিতভাবেই গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায় কর্মরত বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষকরা যারা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এড়কেশন-র গাইডলাইন মোতাবেক বি এড উত্তীর্ণ তারা বিপাকে পড়তে পারেন।

তবে হাইকোর্ট এনসিটিই'র গাইডলাইনকে অনৈতিক আখ্যায়িত করে বাতিল করে দিলেও শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে জানিয়েছে, শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯-র ২৩ নং ধারার ২

# খরচ প্রায়

২৯ লক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,১৯ ডিসেম্বর।।**রাজ্যের উন্নয়ন নাকি এখন কাগজে দৌড়াচ্ছে। খাতায়পত্রে কোথাও নির্মিত হয়ে যাচ্ছে সড়ক, কোথাও বসে যাচ্ছে ইট, কোথাও-বা দালান কোঠায় ভরে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে একটি ইটও পড়েনি গত প্রায় ৪৩ মাসে, সেখানে নাকি খরচ হয়েছে বহু লক্ষ টাকা। বিষয়টি নিয়ে জানাজানি হলেও রাজ্য সরকার না এর বিরুদ্ধে কোনও তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে, না এ নিয়ে কোনও কথা বলছে। অথচ কথায় কথায় সরকারের বুলি এই সরকার স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছতার মাধ্যমেই যাবতীয় কাজকর্ম সাধিত হচ্ছে। অথচ বহু লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারির কোনও হদিশ নেই এই সরকারের আমলে। এমনকী, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে যে সোশ্যাল অডিট করা হয় সেখানেও ধরা পড়ছে না এই জালিয়াতি। সব জায়গাতেই 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

### চেয়েছিলেন জিবিপি হাসপাতালের হয় আর শেষ রক্ষা হলো না! উল্লেখ 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় ওঝার কেরামতিতে বিপদের মুখে রাজ্য

সিব্বা রেড্ডি। কয়েক মাস আগে জিবিপি হাসপাতালে এসে

নিজের কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি যোগদান করেন। তবে এবার বোধ

### নির্বাপক দফতর

হাইড্রোলিক মেশিনের সাহায্যে মানুষদের নামিয়ে আনার পক্ষেও পৌছে যায়। শুধু অগ্নি নির্বাপকই এই গাড়িটি অত্যন্ত কার্যকর। গাড়িও নয়, জরুবিকালীন ভিত্তিতে আছে কিন্তু শুধুমাত্র একটি ব্যাটারির সাততলা পর্যন্ত পৌছে গিয়ে জন্য গাডিটি অকেজো হয়ে আছে

জরুরি বিজ্ঞপ্তি সম্মানিয় গ্রাহক ও প্লাম্বারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বৎসরের বহু প্রচারিত একমাত্র BRAND Ori- Plast নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগ্রাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা Ori- Plast

> Ori-Olast is Ori-Olast We have no any 2nd BRAND Tool free number 18001232123 www.oriplast.com

লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নেই।

পরিষেবা দফতরটি এখন যেন কার্যতই আগুন এবং অপ্রয়োজনীয় দফতরে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দফতরটিকে প্রায় সম্পূর্ণরাপে অকেজো এবং অহেতুক দফতরে পরিণত করার পেছনে দফতরেরই কতিপয় করিৎকর্মা (!) কর্মী-আধিকারিকরা যুক্ত রয়েছেন। অন্তত এমনটাই জানাচ্ছে দফতরের সূত্র। যে কারণে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাইড্রোলিক গাড়িটি স্থবির হয়ে থাকা। পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের হাইড্রোলিক গাড়িটি আজ তিনতলা,

চারতলা, পাঁচতলা এমনকী

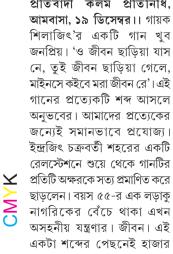
ছয়তলার উপর পর্যন্ত বাইরে থেকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা

অগ্নি নির্বাপক এবং জরুরিকালীন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আমবাসা, ১৯ ডিসেম্বর।। গায়ক শিলাজিৎ'র একটি গান খুব









### সোজা সাপ্টা

### বধির পুলিশ

পুর ভোটে শব্দ দস্যুদের কম অত্যাচার পোহাতে হয়নি। পুর ভোটের ফলাফলের পর প্রতিদিন বিজয় মিছিলের নামে শব্দ দস্যদের তাণ্ডব দেখা গেছে। এখন চলছে ধর্মের নামে শব্দ দস্যুদের মহা অত্যাচার। উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। কিন্তু বিভিন্ন বাজার কমিটি বা বিভিন্ন সংস্থার উৎসবে মাইকের আওয়াজে পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনা তো দুরের কথা, ঘরে বসে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু না পুলিশ প্রশাসন না পুর প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিচেছ। থানায় অভিযোগ জানানোর অর্থ হলো, বাড়িঘরে হামলা-হুজ্জতি ডেকে আনা। সুতরাং অভিভাবকরা নিরুপায় হয়ে মুখ বুজে এসব অত্যাচার সহ্য করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারি দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর জন্য পুলিশ প্রশাসন যদি মামলা করতে পারেন তাহলে বিভিন্ন বাজারে যে উচ্চস্বরে মাইক বেজে যাচ্ছে তা কেন বন্ধ করতে পারছেন না? পরীক্ষা হলে পর্যন্ত কীর্তন বা উৎসবের মাইকের আওয়াজে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা কাহিল। ভয়ে কেউ কিছু বলেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পুলিশ প্রশাসন বা পুর প্রশাসন চোখ বুজে থাকবে। অভিভাবকদের বক্তব্য, মাইক ছাড়া কি উৎসব বা কীর্তন সম্ভব নয়? বাজার কমিটির ভূমিকা নিয়েও অভিভাবক মহল প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের কি এটা বোধগম্য হচ্ছে না যে, এত উচ্চস্বরে মাইকের আওয়াজে ছাত্র-ছাত্রীদের কতটা কষ্ট বা সমস্যা হচ্ছে? অবশ্য পুলিশ প্রশাসন বা পুর প্রশাসন যদি বধির হয় তাহলে তাদের তো এই উচ্চস্বরে কীর্তন বা উৎসবের আওয়াজ শোনা সম্ভব নয়। হয়তো তাই। মানুষ কিন্তু এর প্রতিকার চাইছেন। মহকুমা প্রশাসন যেন বধির হয়ে না থাকে।

### সব জায়গায় প্রার্থী দিতে না পেরে নাটক করছে, বিরোধীদের খোঁচা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর।। কলকাতা পুরসভার সব ক'টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে না পেরে অশান্তির নাটক করছে বিজেপি। রবিবার বিজেপি-র নাম না করে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরভোটে শাসকদলের বিরুদ্ধে সম্ভ্রাসের অভিযোগ করেছে বিজেপি। তবে বিরোধী দলের সে দাবি নাকচ করে দিয়েছেন মমতা। তাঁর মতে, শান্তিপূর্ণভাবে কলকাতায় পুরভোট হয়েছে। রবিবার দুপুর ৩টে নাগাদ মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দাবি, "কলকাতায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে।" পুরভোটে গন্ডগোল হচ্ছে বলে বিজেপি-র দাবি নস্যাৎ করেছেন তিনি। বিজেপি-কে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, "কেউ যদি ১৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারে, তা হলে তাঁরা নাটক করবে। ওদের পাত্তা না দেওয়াই ভাল। আমি খুশি যে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে।" যদিও মমতার এ দাবি মানতে নারাজ রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দক্ষিণ দিনাজপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে তাঁর দাবি, ''আমরা এই নির্বাচনকে নির্বাচন বলেই মনে করছি না। সে পরিবেশ নেই। সব ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচন হওয়া উচিত।" কলকাতা তথা রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, "গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের প্রতিবাদ চলছে। যে ধরনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা পরিবেশ তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায়, তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা আগেও বলেছিলাম, কলকাতা পুলিশ তথা রাজ্য পুলিশকে দিয়ে সুষ্ঠু ও অবাধ পুরভোট করানো সম্ভব নয়। সে জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুরভোট করানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছিলাম।" পুরভোটে শাসকদলের সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সুকান্তর দাবি, "বোমা পড়লে পুলিশ বলছে, 'চকোলেট বোমা।' অথচ স্থানীয়েরা বলছেন যে বোমায় আঘাতে আহত হতে পারতাম। তবে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা বলছেন, 'এ নিয়ে তদন্ত হবে। কেউ তো মারা যাননি।' এই হচ্ছে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বোমার সংজ্ঞা। বুথে সিসিটিভি-র মুখ ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এজেন্টদের মারধর করে তাডিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার পরেও বলা হচ্ছে যে. শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে!"

### ছয় মাস পর মৃতদেহ সৎকার

বেণুবন বিহারের অধ্যক্ষ বড়পান্তে করা হয় এবং তার কনভেনর ভিক্ষ অক্ষয়ানন্দ মহাস্থবির। একজন ধর্মগুরুর দেহ একটি বৌদ্ধ বিহারে সকল অংশের মানুষকে আগামী শায়িত আছে, এ আর এমন কী ৮ তারিখ এই আয়োজনে শামিল ঘটনা? কিন্তু অবাক করার মতো থাকতে অনুরোধ করছি। এই হলেও এটাই সত্য, ধর্মগুরু বিষয়টিকে ঘিরে স্বভাবতই বড়পান্তে অক্ষয়ানন্দ গত জুলাই কয়েকটি প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। প্রথম মাসের ২০ তারিখ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আগামী জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ উনার দাহকার্য সম্পন্ন হবে। জুলাই মাসে প্রয়াত এক মানবের দেহ প্রায় ছয় মাস পর আগুনের লেলিহান শিখায় বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের জন্যে পঞ্ভূতে বিলীন হবে, একথা এরকম? তৃতীয় যে প্রশ্নটি এই শুনতেও কেমন ভৌতিক লাগে। কিন্তু ঘটনা এটাই যে, মগ সম্প্রদায়ের শ'য়ে শ'য়ে ধর্মপ্রাণ না করে রেখে দেওয়ার অনুমতি মানুষ রবিবার থেকে রতনপুর দেওয়া যায় ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এডিসি ভিলেজের একটি সুনির্দিষ্ট

• প্রথম পাতার পর ধর্মগুরু তথা ইউনিটের তরফে একটি কমিটি কিমাসরু স্পষ্ট বলেন, রাজ্যের প্রশ্নটি অবশ্যই হাজার লাখো রাজ্যবাসীর একইরকম হবে। কি করে এতদিন একজন মানুষের দেহ মৃত্যুর পরেও 'ঠিক' রাখা যায় ? এই রীতিটি কি মগ সম্প্রদায়ের ? নাকি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, প্রশাসনিক স্তরে কি একটি মৃতদেহকে এতদিন দাহ বাইখোড়া মগ সম্প্রদায়ের থেকেই বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম প্রশাসনিক নির্দেশ জারি হয় কিনা?

দিতে লেগে পড়েছেন উক্ত এলাকার মগ সম্প্রদায়ের বহু নাগরিক, তাতে এটা সহজেই অনুমেয় যে, আগামী ৮ তারিখ ওই এলাকায় ব্যাপক শোক-আবহ নেমে আসবে। বিষয়টি স্পর্শকাতর। বিষয়টি ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্প্রক্ত। কিন্তু এই কথাও ঠিক, একটি মৃত্যুকে ঘিরে এমনভাবে ছয় মাস পর সেই মৃতদেহটিকে নিয়ে আয়োজন সম্পন্ন হবে, এই কথাও মানা কম্টকর। যেভাবে উক্ত এলাকার মগ সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের ধর্মগুরুর দেহকে ঘিরে থাকছেন প্রতিনিয়ত, তাতে নিঃসন্দেহে এই দাবি করা যায়, আগামী বছরের শুরুতেই উক্ত এলাকায় জন্চল নামবে। বিলোনিয়া মহকুমায় প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টিকে যদি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে না দেখা হয়, যাই হোক নতুন বছরের প্রথম তাহলে এই নিয়ে ব্যাপক জায়গায় নিজেদের শ্রম দিয়ে সপ্তাহে রত্নগিরি বৌদ্ধ বিহার তর্ক-বিতর্ক শুরু হতে পারে। আগামী ৮ তারিখের প্রস্তুতিতে প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ যে দেখার, এই খবর প্রকাশের পর শামিল হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই শামিল হবেন, এ নিয়ে কোনও প্রশাসনিক স্তব্রে প্রয়াত ধর্মগুরুর দাহকার্য সম্পন্ন করার জন্য সন্দেহ নেই। যেভাবে রবিবার নিথর দেহকে যুক্ত করে কোনও

### 'মাইনসে কইবে মরা জীবন রে'

• প্রথম পাতার পর দেখছেন ইন্দ্রজিৎবাবু। রেল যাত্রীদের দান দক্ষিণায় গত চারদিন পার করেছেন তিনি। রবিবার নিজেই স্পষ্ট বললেন, ' গাড়ি বিক্রি করে আমাকে পঞ্চাশ পয়সাও দেয়নি আমার ছেলে রাহুল। আজকে আমি ঘর ছাড়া।' শুধু তাই নয়, জীবনের এরকম একটি পরিণতিতে এসেও এদিন নিজের সন্তানের জন্যে পিতার অভিমান —'রাহুল ও তার বউ ভালো থাকুক। ভাত চাইলেও দুর্ব্যবহার পেয়েছি। আমার মাথায় যত চুল, সেই আয়ু পাক রাহুল। গত চারদিন ধরে রেল স্টেশনে এমন একজন নাগরিক এসে শুয়ে আছেন। হেলদোল নেই রেল পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের। যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বেই পুলিশ স্টেশন। রেলস্টেশনে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে যাত্রীদের ভিড়। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ইন্দ্রজিৎবাবু স্টেশনেই পড়ে আছেন গত চারদিন ধরে। এই খবর প্রকাশের পর কোনওভাবে যদি পুলিশ প্রশাসন বা কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তরফে উনাকে উদ্ধার করা হয় তাহলে সাময়িকভাবে অন্তত 'জীবন' খুঁজে পাবেন ইন্দ্রজিৎবাবু। দেখার, সোমবার সকাল ইন্দ্রজিৎবাবুর বেঁচে থাকার সংজ্ঞাটিকে এতটা হলেও পাল্টে দিতে পারে কিনা ? রাজ্যের প্রতিটি রেলস্টেশনে পুলিশ দায়িত্বে থাকার কথা। রেল পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশেরকর্মীরা নিয়মিতভাবেই স্টেশনগুলোতে টহল দেওয়ার কথা। এ যাবতীয় ঘটনাগুলো কি করে স্টেশন চত্বরের দায়িত্বরত পুলিশ কর্মীদের নজর এড়িয়ে যায়, তা বোঝা মুশকিল। আসলে বারো মাসের তের মাসের বেতন পেলে এমনটাই তো হওয়ার কথা, তাই না?

### পুরভোটে উত্তেজনার আবহাওয়া

 ছয়ের পাতার পর
 ওয়ার্ডে মারধর করা হয় কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ পাঠকের এজেন্টকে। প্রতি ক্লেত্রেই অভিযোগের আঙুল শাসক দলের দিকে। সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে বুথে বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বেলেঘাটার ৩৬ নম্বর ওয়ার্চের খান্না হাইস্কুলের বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার জন্য সেই সিসি ক্যামেরাকেই ঢেকে দেওয়া হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কিছু কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটলেও বুথ দখলের কোনও ঘটনা ঘটেনি। খান্নার ওই বুথে সিসি ক্যামেরা ঢেকে দেওয়ার কথাও জানায়নি কমিশন। তবে ৪৫৩টি অভিযোগ জমা পড়ার কথা জানিয়েছে কমিশন কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, গোলমাল বাঁধানোর অভিযোগে শহরে ১৯৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বিরোধীদের তোলা অশান্তির অভিযোগ খারিজ করে রবিবার বিকেলে বলেন, ''ভাল ভাবেই ভোট হচ্ছে।'' অন্য দিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আশ্বাস', ''অশান্তির ভিডিও ফুটেজ থাকলে আনুন। তৃণমূলের কেউ, কোথাও, কোনও জড়িত আছে প্রমাণ দিতে পারলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দল ব্যবস্থা নেবে।" তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় পুরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ খারিজ করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, "রাজ্য নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে।"

#### গুণধর পিআই

সাতের পাতার পর হয়েছিলেন। কিন্তু ওই ঘটনার কোন সুষ্ঠ বিচার পাননি ওই মহিলা। তারপর ওই গুণধর পিআই-র ঘটনা। অভিযোগ, বাম নেতাদের ঘনিষ্ঠ ওই জুনিয়র পিআই এখন শাসক দলের এক বিধায়কের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অন্যতম রামভক্ত। আর অতিমাত্রায় রামভক্ত সেজে তিনি এখন দফতরের মহিলা কর্মী বা মহিলা পিআই-দের নানা কপ্রস্তাব পাঠান বলে অভিযোগ। মোবাইলে তার অশ্লীল প্রস্তাবে নাকি অনেক মহিলা কর্মীর সংসার ভাঙার উপক্রম। ক্রীড়া মহলের দাবি, ক্রীড়ামন্ত্রী যেন দফতরের ইমেজ এবং দফতরের মহিলা কর্মীদের কথা ভেবে ওই অভিযুক্ত পিআই-কে কঠোর শাস্তি দেন। তবে খবরে প্রকাশ, শাসক দলের এক নেতা যিনি জিমনাস্টিক্স সংস্থায় আছেন তিনি নাকি আবার ওই অভিযুক্ত পিআই-কে আড়াল করতে চাইছেন। কেননা ওই গুণধর জুনিয়র পিআই নাকি ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। এখন দেখার, ক্রীড়ামন্ত্রী কি করেন। না হলে তো মুখ্যমন্ত্রীর দরবার খোলাই আছে।

#### হারলো ত্রিপুরা

 সাতের পাতার পর বেশ সাবলীল মেজাজে ইনিংস শুরু করে। বিদর্ভ -র বোলারদের সাবলীলভাবে মোকাবেলা করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্লেট গ্রুপের ফর্মই এদিন বজায় রাখলো বিশাল। তার ৪৪ রানের ইনিংসটি বুঝিয়ে দিলো অতীতে পেছনে ফেলে ফের ফিরে আসছে। প্রথমবার সুযোগ পেয়েই দুর্দান্ত অর্ধশতরান করলো বিক্রম।তার ৬১ রানের ইনিংসটি ত্রিপুরাকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়। ওয়ানডাউনে নামা সমিত গোয়েল-র উপর ভরসা ছিল। শুরুটা ভালো করলেও ৩২ রানে ফিরে যায় সমিত। এরপর ব্যাট করতে নামলো দলনায়ক কেবি পবন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন অধিনায়কের ব্যাট ঝলসে উঠার কথা তখনই শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলো। মাত্র ৯ রানে পবন ফিরে যাবার পর চাপে পড়ে যায় গোটা দল। এরপর শুভম, অমিত অজয়-রা আপ্রাণ চেষ্টা করলো বটে তবে ত্রিপুরার ইনিংস থেমে গেলো ২২৪ রানে। ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালো বিদৰ্ভ। বিজয়ী দলের হয়ে ওয়াই ঠাকুর তুলে নেয় ৪টি উইকেট। ক্রিকেটপ্রেমীদের দাবি, এই মানের পেশাদার ক্রিকেটারদের নিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নামলে সেখানেই ভরাডুবি হবে। পবন, রাহিল-দের বিকল্প হিসাবে স্থানীয়দের তৈরি করা উচিত টিসিএ-র।

#### খুনে উত্তেজনা

• আটের পাতার পর - ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে **माँ**ज्ञाना ১১৮ জনে। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতা কমল দেব এই ঘটনায় জানিয়েছেন, অনুপকে খুন করে কুয়োতে ফেলা হয়েছিল। তার মৃত্যুর ঘটনায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা মর্মাহত। হত্যাকারীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শান্তির ব্যবস্থা করতে দাবি করা হয়েছে পুলিশ মন্ত্রীর কাছে। গোটা রাজ্যেই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের উপর নৃশংস আক্রমণ হচ্ছে এরই অঙ্গ হিসাবে খুন হলেন অনুপ। নিহত চাকরিচ্যুত শিক্ষকের পরিবারে সরকারি চাকরির দাবি তুলেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি।

#### নিরাপদ উপায়

• **ছয়ের পাতার পর** করে সম্ভাব্য ফলাফল এবং সেগুলো একটির ওপর একটি রেখে স্ট্যাক পাইলিং করতে থাকেন, তাহলে যে কাগজের স্তম্ভটা পাওয়া যাবে, সেটার পুরুত্ব হবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ১২ ভাগের ১ ভাগ। একবার ভাবুন তো, আপনাকে এ রকম একটা বিশাল কাগজের স্তম্ভের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রতিটি কাগজ পরীক্ষা করতে বলা হলো, এর মধ্যে মাত্র একটি হচ্ছে সমাধান? হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আপনার আর কী করার আছে?

মোটামুটিভাবে বলা যায়, এটার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব, এই পরিমাণ বিশাল তথ্য নিয়ে প্রতিটির শুদ্ধতা যাচাই করে দেখাটা বাস্তবসম্মত নয় কোনোভাবেই। কাজেই বিশুদ্ধ গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইলে এটাই সর্বোত্তম পস্থা। ওয়ান টাইম প্যাড হচেছ আমাদের সেই গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

### মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

• ছয়ের পাতার পর অশ্বিনী বৈঞাে আরও জানিয়েছেন, প্রবীণ পুরুষ ও ৪৫-উর্ধ্ব মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ভাবনাও বাস্তবায়িত করা হয়েছে। যেকোনও ট্রেনের স্লিপার ক্লাস বগিতে ছয় থেকে সাতটি ও থ্রি-টিয়ার বাতানুকূল বগিতে তিন থেকে চারটি লোয়ার বার্থ প্রবীণ পুরুষ এবং ৪৫ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকছে এবার থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, এই আসনগুলির সুবিধা পাবেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও।

#### গ্রেফতার শিবনগরের তপন

• প্রথম পাতার পর ১২ সেপ্টেম্বরে এক বিডিএস ছাত্রীকে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে-ই আসল পরীক্ষার্থী ত্রিপুরার। গণেশ বলেছেন, ত্রিপুরারই দুইজন প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য এবং মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ'র মাধ্যমে নিট-এ অন্যকে দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ১২ সেপ্টেম্বরে বারাণসীর সারানাথ'র সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি'র ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) পড়ুয়া এক ছাত্রী ও তার মাকে গ্রেফতার করে। তাদের জেরা করে এক ডাক্তার সহ আরও অনেককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সেই ছাত্রীর মা পুলিশকে বলেছিলেন যে, তাদের পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে, অন্যের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য।

পি কে নামে চিহ্নিত একজন এই গ্যাং-এর মধ্যমণি। সেই গ্যাং-এর জন্য তিনটি দল কাজ করে। একটি দল শেষ দুই-এক বছরে যারা ভাল করে নিট পাশ করেছেন তাদের তালিকা বানায়। আরেকটি দল খুঁজে বের করে সেই ভাল ছাত্রদের মধ্যে কাদের পরিবারের রোজগার সামান্য। আর তিন নম্বর দল খুঁজে বের করে কারা নিট দিয়েও সুবিধা করতে পারেনি, কিন্তু টাকা দিয়ে সিট পেতে আপত্তি করবে না। পি কে বা প্রবীণ কুমার বা নিলেশ গ্রেফতার হয়েছেন। তার জন্য পুলিশ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

বিডিএস পড়ুয়া যে ছাত্রীটিকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়েছিল, তিনি ৫২০ নম্বর পেয়েছিলেন নিট-এ। তার বাবা সামান্যই একটি সবজির দোকান চালান। তাকে পাঁচ লাখ দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা দিয়ে দিতে। সিবিআইও আলাদাভাবে বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

### শিক্ষকদের মাথার উপর

• প্রথম পাতার পর হবে। বিএড ডিগ্রিসম্পন্ন শিক্ষকেরা বুনিয়াদি স্তরে চাকরি পাওয়ার দুই বছরের মধ্যেই ছয় মাসের ব্রিজ কোর্স বাধ্যতামূলকভাবেই শেষ করতে হবে। এনসিটিই আইনের ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী কোনও নিয়মনীতি চালু করতে হলে এনসিটিইকে অবশ্যই সংসদে আইন পাশ করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১৮ সালের ৩০ মে এনসিটিই'র চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতির উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিলো ২০১০ সালের ২৩ আগস্ট এনসির্টিই যে নোটিফিকেশন জারি করেছিলো, সেই নোটিফিকেশনে সংশোধনী এনে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিএড কোর্স ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ছয় মাসের ব্রিজ কোর্স করা বাধ্যতামূলক করতে একটি খসড়া রিপোর্ট যেন মানবসম্পদ উন্নয়ন মঞ্চকে জমা দিয়ে দেয়। রাজস্থান হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯'র ২৩ নং ধারার ১ নং উপধারা উল্লেখ করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সূপারিশ কার্যত নাকচ করে দিয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র এনসিটিই'র। ওই ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পরামর্শ দেওয়ার কোনও অধিকারই নেই। ফলে ২০১০ সালের ২৮ জুন তারিখে এই বিষয়ে এনসিটিই যে নোটিফিকেশন জারি করেছিলো, সেটিকে অসাংবিধানিক এবং বেআইনি বলে বাতিল করার পাশাপাশি ২০১৮ সালের ৩০ মে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক যে চিঠি জারি করেছিলো সেটিকেও বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে। তবে বর্তমানে গোটা বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের উপরই নির্ভর করছে। নিশ্চিতভাবেই রাজস্থান হাইকোর্টের এই রায়ের পরে এনসিটিই, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এমনকী রাজস্থান সরকারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থান হাইকোর্টের রায় ছুঁড়ে দিলে যেমন আছে তেমনই চলবে। কিন্তু রায় বহাল রেখে দিলে বিপাকে পড়বেন বিএড ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা। যার আঘাত এসে পড়বে এই ত্রিপুরায়ও। সে কারণে রাজস্থান হাইকোর্টের রায় নিয়ে ত্রিপুরার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও এক অজানা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

### ওঝার কেরামতিতে বিপদের মুখে রাজ্যবাসী

• প্রথম পাতার পর আছে, লটবহর আছে, অনুষ্ঠানে অতিথির জন্য আমন্ত্রণ আসে, এতটুকুই সার। জনকল্যাণে নতুন কিছু করার মতো ক্ষমতা কিংবা উদ্যম কোনওটারই সদিচ্ছা আছে বলে অন্তত এখন পর্যন্ত মানুষ দেখতে পাননি। আগের ওঝা, পরের ওঝা সব ওঝারই একই অবস্থা। তন্ত্রমন্ত্র আর বুলবুলিতে সবাই একই গুরুর শিষ্য। নইলে ২০১৯ সালে অগ্নি নির্বাপক গাড়ি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম মেরামত ও ক্রয়ের জন্য টেন্ডার হয়েছিলো। ২০২০ সালে আবার টেন্ডার হয়, আবার বাতিল হয় নিজগুণেই। ফলে ২০১৯ সালে যিনি টেন্ডার পেয়েছিলেন তাকেই সমস্ত জিনিসপত্র সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২১ সালে আবার টেন্ডার ডাকা হয়, আবার বাতিলও হয়ে যায়। পরে আবার ডাকা হয়। সেই টেন্ডার এখনও অনুমোদিত হয়নি। টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট সঞ্জিত দাস। তিনি স্কুটিনি করে দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মার অনুমতি নিয়ে পাঠিয়ে দেন অধিকর্তা এ কে ভট্টাচার্যের কাছে। অধিকর্তা আবার আরও ওস্তাদ তাই তিনি তার নিজের কাছে না রেখে পাঠিয়ে দেন স্বরাষ্ট্র সচিব অপূর্ব রায়ের কাছে। অপূর্ববাবু তা অনুমোদন করে ফের অধিকর্তার কাছে পাঠান। সেখান থেকে ফাইল আসে টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জিত দাসের কাছে। সঞ্জিতবাবুও কোনও বাঁকি না নিয়ে আগে যিনি এই দফতরে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করতেন সেই শিবপদ ভট্টাচার্যকেই ডেকে পাঠান। তার সঙ্গে সেটিং করে এবার আবার টেন্ডার বাতিলের চেষ্টা শুরু করেন। এদিকে বছরের ৯ মাস শেষ। স্টেশনে স্টেশনে গাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। খোদ আগরতলা স্টেশনেই দুটো গাড়ি নতুন করে অক্কা গেছে। হাইড্রোলিক মেশিনটির অবস্থা আগেই বলা হয়েছে কি নিদারুণ দুদর্শায় রয়েছে। অথচ ৭০ লক্ষ টাকা এখনও দফতরের ফান্ডে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কর্তৃপক্ষ সঠিক পদক্ষেপ নিলে তবেই দফতরটি দৌড়াতে শুরু করতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে নির্ধারিত সময়ে দমকলের গাড়ি পৌছাতে পারে না বিভিন্ন স্থানে। আর প্রত্যেক জায়গাতেই দমকলের কর্মীরা যখন ছটে যান তখন সেখানকার অবস্থা আর জল দিয়ে নেভানোর মতো কিছই থাকে না। যে কারণে বিভিন্ন সময়ে দমকল কর্মীরা আক্রমণের শিকারও হয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। দফতরের ভূলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে সাধারণ কর্মীদেরকেই। আর উপর মহলের কর্তারা সেটিং-এর জন্য শুধু অপেক্ষাই করছেন।

### আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়: মুখ্যমন্ত্রী

 প্রথম পাতার পর করে স্বল্পমেয়াদি অর্থকরী ফসল চাষের ফলে লাভের মুখ দেখছেন অন্নদাতাগণ। আনারস, সুগন্ধি লেবু, কাঁঠাল, পান, তেঁতুল-সহ অন্যান্য কৃষিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরতার পথ খুঁজে পেয়েছেন কৃষকগণ। রাজ্যে তৈরি হওয়া আনারস নির্ভর বাণিজ্যিক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নির্ধারিত জমিতে অধিক চারা রোপণ-সহ অসময়েও আনারস উৎপাদনের মাধ্যমে বেড়েছে গড় ফলনের পরিমাণ। কৃষকদের সাথে জমিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ও ড্রোন টেকনোলজি-সহ বিভিন্ন অত্যাধনিক প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি আনার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষক কল্যাণে নানা সুযোগ সন্প্রসারণের পাশাপাশি কর্মচারীদের স্বার্থেও ডিএ, অ্যাডহক পদোন্নতি-সহ একাধিক সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কৃষিক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সবার আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, সম্প্রতি অকাল বর্ষণে কৃষকদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বিষয়টির প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি রয়েছে সরকারের। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরা মাটি ও জলবায়ুর নিরিখে কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কথা না থাকলেও বিগত দিনে কৃষকদের কল্যাণে আন্তরিকতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। কৃষি পরামর্শ পেতে এখন আর কৃষি আধিকারিকদের। পেছনে বা কৃষি কার্যালয়ে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না কৃষকদের। কৃষক সহায়করা নিজেরাই পৌঁছে যাচ্ছেন জমিতে বা কৃষকদের কাছে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তার যথার্থ বিপণনেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে সরকার। সয়েল হেলথ কার্ড, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কিষাণ সম্মান নিধি-সহ গুচ্ছ পরিকল্পনার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। অর্গানিক ফার্মিং-এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রাজীব ঘোষ ও সুজিত দাস প্রমুখ।

### ক্ষোভে, অপমানে ইস্তফা ডক্টর রেডিডর

• প্রথম পাতার পর করেছেন দেশবরেণ্য চিকিৎসক ডক্টর রেডিও। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। গত প্রায় চার বছরে ডক্টর রেডিড শ'য়ে শ'য়ে অপারেশন নিজের হাতে করেছেন। নিউরো সার্জারি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়জনিত নানা অপারেশন ও চিকিৎসার জন্যে যেসব রোগীদের অবশ্যম্ভাবী বহির্রাজ্যে যেতে হতো তিনি জিবিপি হাসপাতালে তাদের সকলকে সুস্থ করে তোলার অঙ্গীকার নিয়েই গত কয়েক বছর যাবৎ কাজ করেছেন। উনার ইস্তফাপত্রটি জমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা উঠতে শুরু করেছে, বেসরকারি একটি হাসপাতালকে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা পাইয়ে দিতে এবং স্বাস্থ্য দফতরের কয়েকজনের কমিশন বাণিজ্য কায়েম রাখার জন্যেই কি ইচ্ছাকৃতভাবে ডক্টর রেডিডকে সরকারি বৈঠকে অপমান করা হয়েছিলো। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজকের তারিখেও কোন্ তলানিতে আছে তা জিবিপি হাসপাতালে পা রাখলেই টের পাওয়া যায়। ডক্টর রেড্ডি অত্যন্ত মানবিক হৃদয় নিয়ে উক্ত হাসপাতালটিতে পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন — 'যত দ্রুত সম্ভব আমাকে অব্যাহতি দিতে হবে। যেটুকু পরিকাঠামো আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি পরিষেবা প্রদানের। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই রোগীর প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছি। আমি যে বিশ্বাস পোষণ করি সেই বিশ্বাস যদি আমার কর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান না রাখে, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানে আমি নিজেকে দেখতে চাই না।' ডক্টর রেডিড উনার ইস্তফাপত্রে জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি এমএসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, হাসপাতালের সুপার আমার সঙ্গে অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করে আসছিলেন। এর পেছনে শাসক দলের এক নারীনেত্রীও আছেন বলে অনুমান। শুধু তাই নয়, পত্র মোতাবেক দফতরের সচিব পর্যায়ের একাধিক আধিকারিক মিথ্যে অভিযোগ তোলায় ইস্তফা দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ডক্টর রেডিও। তিনি চিঠিতে বলেছেন, যেসব রোগীদের অপারেশন তিনি করবেন। বলে রোগী বা তাদের পরিবারকে কথা দিয়েছেন, সেগুলো করেই তিনি হাসপাতাল থেকে অব্যাহতি নেবেন। তবে এই মাসের পর যে ডক্টর রেড্ডিকে আর জিবিপি হাসপাতালে পাওয়া যাবে না তা মোটের উপর পরিষ্কার।

#### পরিষেবা প্রদান

• **তিনের পাতার পর** থ্রি-ডি সিআরটি ছাড়াও তাঁরা ব্রেকি থেরাপি এবং কোবাল্ট থেরাপি রোগীদের প্রদান করছেন। প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন রোগীদেরকে রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে রেডিওথেরাপি ট্রিটমেন্টের জন্য বহির্বাজ্যে ক্যানসার রোগীদের রেফার করার প্রয়োজন হয় না। স্বাস্থ্য দফতর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

#### পাতালকন্যা

 প্রথম পাতার পর তার অনুগামীরা। বুবাগ্রার ওপর হাঙ্গামার পর এইবার মূলের খবরবিহীন বিজেপির মুখপত্র হিসাব কষছে, পাতালকন্যা যেসব এলাকায় শক্তিশালী সেইসব এডিসির আসনগুলি নাকি মথা থেকে সরে এসে বিজেপির সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, ঘটনার তিনদিন পর অন্তরীন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছেন পাতালকন্যা এবং সারা রাজ্যেই পাতালকন্যার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে তাতে গুটিয়ে আছে পাতালকন্যার দল। জেনেই হোক বা না জেনে, বুবাথা নিজেকে যেভাবে পাতালকন্যার সভার সামনে ছুড়ে দিয়েছেন তাতে পাতালকন্যা এখন অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছেন রাজনৈতিকভাবে।

উল্টে মথার এখন একটাই জানার, কে টাকা দেয় পাতালকন্যার দলকে? তার সন্ধানে কখনো আরএসএস আবার কখনো বহির্রাজ্যের ট্রাস্টের পেছনে ছুটছে মথার লোকজন।

#### ২৯ লক্ষ

 প্রথম পাতার পর নাকি ছুঁ মন্তর ছঁ'র মায়া মোহিনী খেলা। সিপাহিজলা জেলার উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং কালিখলা ভিলেজে পাকা রাস্তা ও ইট রাস্তা মিলিয়ে ২৮ লক্ষ ৯১ হাজার ১৭৮ টাকা খরচ হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনও ভিত্তিই নেই। জানা গেছে, উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য ২৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৯২ টাকা খরচ হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। কালিখলা ভিলেজে ইটের রাস্তার জন্য খরচ হয়েছে নাকি ৪ লক্ষ ১ হাজার ৩৮৬ টাকা। কিন্তু এই টাকা খরচ হয়েছে কাগজে-কলমে। এই মুহূর্তেও এলাকায় তদন্তে গেলে ধরা পড়ে যাবে জালিয়াতি। কিন্তু কার খবর কে রাখে? কাগজে-কলমে খরচ হয়েছে মানে খবচ হয়েছে। এখানে তদন্ত করে দেখার আর প্রয়োজন নেই। ফলে উন্নয়ন এখানে কাগজে-কলমে দৌড়াচ্ছে যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। অভিযোগ, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ধরার জন্য সোশ্যাল অডিট একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলেও এ রাজ্যে সোশ্যাল অডিটে ভূত বাসা বেঁধেছে। যে কারণে মুখথুবড়ে পড়েছে সোশ্যাল অডিটের তদন্তকার্যও। গ্রামের মানুষেরা টের পাচ্ছেন উন্নয়ন নামক বস্তু কত কঠিন। অথচ উন্নয়ন হয়েছে বলে জাহির করে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এরই নাম যদি স্বচ্ছতা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই স্বচ্ছতার প্রতীক এই সরকার।

### থার্ড ওয়েভ!

• প্রথম পাতার পর পারে দৈনিক সংক্রমণ। কমিটির আর এক সদস্যের দাবি, 'সংখ্যাটা বড়জোর এক লাখ হতে পারে।' তবে বিদ্যাসাগরের হুঁশিয়ারি, 'বারবার বলছি, এগুলি অনুমান। কোনওভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ঠিক সেই কারণেই অকারণ ভিড়ভাট্টা, জমায়েত এড়িয়ে ফের কোভিড---বিধি পালনে জোর দেওয়ার কথা বলছে কেন্দ্র। বিদ্যাসাগরের কথায়, ভারতীয়দের উপর ওমিক্রন কেমন প্রভাব ফেলছে, তা জানা গেলে তবু কিছুটা প্রেডিকশন করা যেতে পারে। টেস্ট পজিটিভিটি রেট ৫ শতাংশের উপরে, দেশের এমন ২৪টি জেলার প্রতি বিশেষ নজর রাখছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দেশে রোজই বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। তবে ওমিক্রনের হাত ধরে তৃতীয় ঢেউ যে মারাত্মক হবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? কোভিড সুপারমডেল কমটি অবশ্য বলছে, দিতীয় ডেউয়ের সময় বেশি মানুষের টিকাকরণ না হওয়ায় সাধারণ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সে তুলনায় এখন মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বেশি।

# হিংসা নিয়ে উচ্চ আদালতের মামলায় সময় চাইল সরকার

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপরায় হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের নেওয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত মামলায় সময় চাইল সরকার। আদালত তদন্তের অবস্থা, হিংসাত্মক ঘটনায় যারা জীবিকা কিংবা সম্পদ হারিয়েছেন, কী পদ্ধতিতে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিমাণ ঠিক করা হয়েছে, ইত্যাদি নিয়ে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল ১৯ নভেম্বরের নির্দেশে। সরকারি উকিল অয়স্তিকা চক্রবর্তী আদালতের নির্দেশ মানার জন্য সময় চেয়েছেন। আদালত হলফনামা দাখিল করার জন্য আরও দুই সপ্তাহের সময় দিয়েছে। আবার মামলাটি ২১ জানুয়ারি উঠবে আদালতে। ২৬ অক্টোবরে উত্তর জেলার পানিসাগরে বিশ্ব হিন্দ পরিষদ (ভিএইচপি) বাংলাদেশে দুর্গাপূজার সময়ে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে। সেই মিছিল চলার সময়ে সংখ্যালঘুদের দোকান, উপাসনার জায়গা আক্রান্ত হয়। দোকান আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কাগজে সেসব খবর বের হলে আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত মামলা নেয়। সংবাদমাধ্যমের, বিশেষত প্রিন্ট মিডিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেছে আদালত। আদালতে ২৯ অক্টোবর তারিখে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান যে,"২৬ অক্টোবর উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটি প্রতিবাদ জমায়েত করে। ৩৫০০ লোক অংশ নিয়েছিলেন। জমায়েতে অংশ গ্রহণকারীরা পানিসাগর, রৌয়া অঞ্চলে মিছিল করে দামছড়া রাস্তার দিকে যান। উত্তর ত্রিপুরা উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক অতীতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জেলা পুলিশ প্রয়োজনীয় পুলিশি তেমন কোনও হিংসাত্মক ঘটনাই ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রতিবাদ মিছিল চলাকালে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ করে উভয় গোষ্ঠী। দুইটি মামলার নম্বর, ইত্যাদি দিয়ে অ্যাডভোকেট জেনাবেল জানান. এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে মুসলিম গোষ্ঠীর তিনটি দোকান পুড়েছে, তিনটি বাড়ির ক্ষতি করা হয়েছে। মসজিদে ক্ষতি করার অভিযোগও করা হয়েছে। সম্পত্তি চুরি করা এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগও আনা হয়েছে। পাল্টা অভিযোগের এফআইআর-এ বলা হয়েছে জমায়েতকে গালাগালি করা, মারাত্মক পরিণতির হুমকি দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ মিছিলে আক্রমণের কথা।" সামাজিক মাধ্যমে জাল ফটো, ভিডিও দিয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ জানিয়েছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাছাড়াও, বাংলাদেশে দুর্গাপূজার সময়ের ঘটনার পর বিভিন্ন থানায় আরও কিছু মামলা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। কাঁকড়াবন, টাকারজলা, মেলাঘর,বিশালগড়,পূর্ব আগরতলা থানায় নেওয়া মামলার উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব মামলায় দুইজনকে

আটক করা হয়েছে, এবং দুই জনকে

নোটিশ করা হয়েছে। আদালত

সেদিন নির্দেশ দেয়, হিংসা

আটকাতে আগাম ব্যবস্থা কী করা

হয়েছে , অথবা সাম্প্রদায়িকতা

আটকাতে পরিকল্পনা কী তা জানিয়ে

হলফনামা দিতে। তারপর ১৯

নভেম্বরে আদালত আবার

হলফনামা দিতে বলে। সরকার

সময় চেয়েছে গত শুক্রবারে।

কর্তার হুলিয়ার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

সেই সময়সীমা কমিয়ে ৩০ মিনিট

থেকে ১ ঘন্টা করেছেন। বালিগুলি

যদি লোকাল কোন গ্রাহককে

দেওয়া হয় তাহলে ৩০ মিনিট সময়

এবং বাইরে কোনো গ্রাহককে দিলে

এক ঘন্টা সময় দেয়া হচ্ছে। এতে

করে বালি বোঝাই যান চালকরা ও

শ্রমিকরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন

হতে হচ্ছে। সকলের অভিযোগ, বন

দফতর থেকে ভাট্টাইল কেটে নদীর

ঘাটে গিয়ে গাড়িতে বালিবোঝাই

করতেই বন দফতরের দেওয়া

সময়সীমা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী

সময় বালি বোঝাই করে নিতে

গেলেই রেঞ্জার শিবু দাস গাড়ি

আটক করে রাখছে। যান চালকদের

অভিযোগ, জোলাইবাড়িতে একটি

মাত্র বালি তোলার লাইসেন্স রয়েছে

যার মধ্যে উনার কাছে পর্যাপ্ত

পরিমাণে বালি নেই। অন্যত্র থেকে

হয়নি বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিবতি দেয় নভেম্বর মাসেই। একাধিক আইনজীবী ও সাংবাদিকের নামে মামলা করা হয়, দুই সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। ভুয়ো খবর ছড়ানোর, দুই গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব লাগানোর অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে সারা দেশে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, অনেক সংস্থা প্রতিবাদ জানায়। পিসিআই গ্রেফতারের ঘটনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত মামলা নিয়েছে। দুই মহিলা সাংবাদিক প্রথম দিনেই জামিন পেয়ে যান। তারা পরে সুপ্রিম কোর্টে গেলে, আদালত তাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে। একাধিক আইনজীবী এবং সাংবাদিকসহ অনেকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায়ও মামলা নেওয়া হয়। আইনজীবী ও সাংবাদিক সুপ্রিম কোর্টে যান, সর্বোচ্চ আদালত তাদের গ্রেফতার করা যাবে না বলে দিয়েছে। দুই মহিলা সাংবাদিক যখন জামিন পেয়ে গেছেন, তখন তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে সাংবাদিকরা রাজনৈতিক দলের হয়ে এসেছেন। অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এমনকী তারা এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মান্যদের সংগঠিত করছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।পানিসাগরের ঘটনায় বিজেপির এক যুবনেতা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী রানু দাস প্রধান অভিযুক্ত বলে নিউজলন্ড্রি খবর করেছে। তার ভাইও বিজেপি নেতা, তার বৌদি পানিসাগর পুর সংস্থার কর্ত্রী ছিলেন, তেমন লেখা হয়েছে। খবরে দেখা যায়, পুলিশ গ্রেফতার করেনি, তবে তিনি নিউজলন্ডিকে

### আক্রান্ত নামলো ৫-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। করোনা আক্রান্ত হলেন আরও ৫জন। তার মধ্যে তিনজন গোমতী এবং দু'জন পশ্চিম জেলার। রবিবার স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৪৩৪জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩জন আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পজিটিভ শনাক্ত হন। বাকি দু'জন অ্যান্টিজেন টেস্টে। ২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন ১২জন।রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ৫৯জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭ হাজার ৮১জন পজিটিভ রোগী

# দুর্ঘটনায় পাঁচ যাত্ৰী

শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা

গেছেন ২৬৪জন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। নাইট সূপার এবং অটোরিকশার সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পাঁচজন যাত্ৰী। চুরাইবাড়ি থানাধীন ৮নং জাতীয় সডকে শনিছডা এলাকায় এই দুর্ঘটনা। রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ টিআর০৫-২৯১৬ নম্বরের অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে শনিছড়া এলাকায় যাচ্ছিল। তখনই রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে গুয়াহাটি থেকে এএস০১এলসি১৪১২ নম্বরের নাইট সুপার বাসের সাথে



অটোটিকে রক্ষা করতে একেবারে রাস্তার পাশে চলে যায়। তা না হলে এদিন দুর্ঘটনায় আরও বড় ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারতো। দুটি গাড়ির সংঘর্ষে অটোতে থাকা ৫ জন যাত্রী আহত হন। যাদের মধ্যে অটোচালকও আছেন। আহতদের উদ্ধার করে শনিছড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে কয়েকজনকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত অটো চালককে জেলা হাসপাতাল থেকে শিলচরে রেফার করা হয়েছে বলে খবর। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন ফরমান আলি, শাবানা বেগম, সুনাহা বেগম, রেশমা বেগম এবং হানাম উদ্দিন। অপরদিকে বাস চালক নরেশ সিং'কে আটক করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

### পুলিশের বাড়া ভাতে ছাই দিল নেতারা

কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।।** উভয় পক্ষ যখন কেউ কারোর প্রস্তাব মেনে নিতে পারছিলেন না ততই যেন লোভ বাড়তে থাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থিত হওয়া পুলিশবাবুদের। কারণ ঝামেলা যত বাড়বে তাদের পকেট ততই স্ফিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এক পক্ষ তার প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার জন্য পুলিশকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তবে পুলিশবাবুরা এত সহজে অন্যের ঢাল হতে নারাজ। তাই দুই পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক যত বাড়ছিল পুলিশের পক্ষে সুবিধা হয়ে যায় উভয় ক্ষেত্রে সুবিধা আদায়ের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। কারণ, তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে দেন শ্রমিক নেতারা। রবিবার মেলাঘরের সাগরমহলের সামনে একটি ছোট গাড়ির সাথে বাসের সংঘর্ষ ঘটে। ওই বাসে করে। পিকনিক করতে গিয়েছিলেন সাব্রুমের মনুবাজার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের কর্মীরা। টিআর০১বিপি০২৫৪ নম্বরের ছোট গাড়িটিও পিকনিকের উদ্দেশে যায়। কিন্তু ছোট গাড়িটির সামনের অংশ বাসের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দিনভর উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া

চলতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর সেই ঝামেলা চলে আসে থানা পর্যন্ত।কারণ এক পক্ষ অপর পক্ষকে দোষারোপ করতে থাকে এই ঘটনার জন্য। বাস চালকের দাবি ছিল, ছোট গাড়ির চালকের ভুলের কারণেই ক্ষতি হয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় বাসের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাই ছোট গাড়ির চালকও কোনোভাবে বিষয়টি মানিয়ে নিতে নারাজ ছিলেন। তিনি জানিয়ে দেন বাস চালকের বিরুদ্ধে মামলায় যাবেন। অপরদিকে, বাস চালক বিষয়টির মীমাংসা করে নেওয়ার পক্ষেই কথা বলতে থাকেন। তাই পুলিশেরও সুবিধা হয়ে যায় দু'পক্ষের ঝামেলার মধ্যে নিজেদের উদরপূর্তি করার। অভিযোগ, মেলাঘর থানার পুলিশের তরফ থেকে এই ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য ৪০ হাজার টাকার রফার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো পক্ষই এতে রাজি হচ্ছিল না। তাই পুলিশবাবুরাও রফার অঙ্ক কিছুটা কমিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু বাস চালক প্রথম থেকেই রফার পক্ষে ছিলেন, তাই পুলিশের জন্য কাজটি অনেকটাই সহজ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনাটি রফা হলেও পুলিশের ক্ষেত্র কোনো সুবিধা হয়নি। কারণ

পুলিশের যাবতীয় প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দেন স্থানীয় শ্রমিকরা নেতারা। মনু বাজার থেকে আসা বাস চালকের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায় শ্রমিক নেতাদের। তাদের উপস্থিতিতে থানাতেই মীমাংসা হয় ছোট গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির অর্থ ভাগাভাগি করে নেওয়া হবে। অর্থাৎ বাসের তরফ থেকে গাড়ি সারাইয়ের জন্য খরচের ৪০ শতাংশ অর্থ প্রদান করা হবে। আর ৬০ শতাংশ অর্থ দিতে হবে ছোট গাড়ির চালককেই। এদিনের ঝামেলার জেরে দীর্ঘ সময় ধরে সাগরমহল চত্তুর এবং পরে মেলাঘর থানার সামনে হইচই চলতে থাকে। দু'পক্ষের পিকনিক পার্টির লোকজন থানার সামনে এসে ভিড় জমায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক নেতাদের হস্তক্ষেপেই ঝামেলা মিটেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে পুলিশ কিভাবে চালকদের অর্থের বিনিময় রফা করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ? প্রশ্ন এও উঠেছে, নেতার থানায় এসে কিভাবে ঘটনাটি মীমাংসা করলো? যেহেতু চালকরা থানায় এসেছিলেন, তাই আইনি পথেই ঝামেলা মীমাংসা করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ এবং নেতারা যেভাবে আইনকে বৃদ্ধাগুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন তা নিয়েই সমালোচনা চলছে।

### "ধর্মঘটে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের"

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৯ **ডিসেম্বর।।** ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের ডাকে বৃহস্পতি ও শুক্রবার গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও দু'দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের সরকারি, আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক কর্মীরা। ফলে ভোগান্তির শিকার হতে হয় রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। রবিবার আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ নিয়ে অসস্তোষ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রীর স্পন্ত বার্তা, নিজেদের দাবি দাওয়া আদায় করার জন্য দাবি সন্দ পেশ, কতৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ-সহ একাধিক পথ রয়েছে। কিন্ত দাবি আদায়ের নামে প্রতিষ্ঠান বা পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া. এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবেনা। কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করে খেপিয়ে তুলে ধর্মঘটের মতো জনদুর্ভোগকারী কর্মসূচিতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই ধর্মঘট করে কি লাভ হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলা বাহুল্য দু'দিনের ব্যাক্ষ ধর্মঘটের ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। মুখথুবড়ে পড়েছিল প্রায় এটিএম পরিষেবাও।

### আডভান্সড রেডিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট পরিষেবা প্রদান

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৯ **ডিসেম্বর।।** অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যানসার সেন্টারে গত ১৮ ডিসেম্বর পর্যস্ত মোট ১৫০ জন ক্যানসার রোগীর লিনিয়ার অ্যাকসিলারেটর মেশিনের মাধ্যমে অ্যাডভান্সড রেডিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। প্রফেসর পি কে মাইতির তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত ১০২ জন আইএমআরটি এবং ৪৮ জন থ্রি-ডি সিআরটি পরিষেবা লাভ করেছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যানসার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপারিনটেনভেন্ট ডাঃ গৌতম মজমদার রেডিওথেরাপি টিমের এই শ্রমসাধ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য এবং কাজের প্রতি অদম্য স্পহাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রেডিওথেরাপি টিমে ১০ জন রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট, পাঁচজন মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও আটজন রেডিওথেরাপি টেকনোলজিস্ট কর্মরত রয়েছেন। আইএমআরটি এরপর দুইয়ের পাতায়

### বন দস্যু ও বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য



প্রতিনিধি, ফটিকিরায়, ১৯ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বরাদ্দকৃত ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে অতি সামগ্রীগুলির আকাশছোঁয়া মূল্যে নাজেহাল সাধারণ নাগরিকরা। কেননা ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে ইট, রড, সিমেন্ট, বালির অত্যধিক মূল্যে নাজেহাল ঘর প্রাপকরা। এক্ষেত্রে একাংশ স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের মতো রে ব্যবসা চালিয়ে গেলেও প্রশাসনিক কর্তারা ক্স্তুনিদ্রায় আছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন নদী ও ছড়া থেকে করিডর বানিয়ে

উত্তোলন করছে। ঊনকোটি জেলার নদীগুলি থেকে অবাধে অবৈধ উপায়ে বালি তোলার প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু বন দফতর নীরব ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ প্রশাসনও এসব ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ রেখেছে। তাই তো বালি উ তোলনকারীরা নিজেদের খুশিমত দাম ধার্য করছে। একে তো বাঁকাপথে বালি উত্তোলন করা হয় তাও আবার বিক্রি হয় বাজার মুল্যের চাইতে অনেকটা বেশি দরে। অসহায় নাগরিকরা বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় বালি পেয়ে যাচেছন বলে প্রতিবাদ করেও

হচ্ছে। অন্যদিকে, ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর থেকে ফটিকরায় হয়ে কমলপুর বাইপাস জাতীয় সম্প্রসারণের কাজ নতুন করে চলছে। এতে রাস্তা প্রশস্ত করার ফলে বহু মূল্যবান গাছ কাটা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় সডক নির্মাণে দু'নম্বরী কাজের অভিযোগ উঠছে এলাকাবাসীর তর্ফে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয়, বিভিন্ন রাস্তার পাশে মূল্যবান গাছ কেটে রাখা হয়েছে। সেই গাছ বাঁকাপথে বিক্রি করে

বাড়তি মুল্যেই বালি কিনতে

#### বিভিন্ন অসাধ ব্যবসায়ী অবাধে বালি কোনো কাজ হচ্ছে না। তাদেবকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

রানিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর ।। আসাম আগরতলা সড়কে আবারও বাজেয়াপ্ত নেশা ভর্তি একটি গাড়ি। তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা আসার পথে একটি স্করপিও গাড়ি আটকে পুলিশ উদ্ধার করলো প্রচর পরিমাণে উত্তেজক নেশা সামগ্রী। কিন্তু টিআর-০১-এইচ-০৬৪৮

করলেও চালককে খুঁজে পায়নি পুলিশ। গাড়িটি আটক করা হয়েছে জিরানিয়ার সৎসঙ্গ আশ্রমের কাছে। পুলিশের কাছে খবর ছিল এই



দিক থেকে আগরতলায় প্রচর পরিমাণে নেশা সামগ্রী আনা হয়েছে। গাড়িটি সৎসঙ্গ আশ্রমের কাছেই পার্ক করা ছিল। পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি শুরু করে। গাড়ির ভেতর দুটি প্যাকেট দেখা যায়। প্যাকেটগুলির মধ্যে পাঁচটি ছোট ছোট রঙিন কাগজে মোড়া বান্ডিল

গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযক্তকে আটক করতে পুলিশের তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে, রাজ্যের বাইরে থেকেই এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি আনা হয়েছিল। যদিও আগে থেকে সেটিং থাকায় অভিযুক্ত চালককে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়েছে বলে

অসম্মান করার মতো ঘটনা জিবিপি

হাসপাতালে রবিবার সামনে

হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়

#### নম্বরের স্করপিও গাড়িটি আটক ছিল। এগুলি খোলার পরই ২০ অভিযোগ উঠেছে।

এবং রোগীর পরিজনদের। এই ধরনের রক্তের দালালি ফের ত্রিপুরাকে ২০ বছর আগে পিছিয়ে ছিল যখন সামনে কমে গেছে শিবির। উৎসবের মেজাজে রক্তদান অনেকটাই কমে গেছে রাজ্যে। রক্তের সংকট প্রায় প্রত্যেকটি হাসপাতালেই কান ভাড়ার টাকা কেউ দিচ্ছিল না।

পাতলে শোনা যায়।এই পরিস্থিতির মধ্যে রক্ত নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। রবিবার জিবিপি হাসপাতালে উদিত বর্মণ নিজেই জানান তিনি মেলাঘরের আর্জেন্ট ব্লাড গ্রুপ নামে একটি সংস্থার সাথে যুক্ত। যদিও এই এনজিওটি'র কোনও রেজিস্ট্রেশন নেই। এনজিও'র সম্পাদক ইস্যু মিয়া এবং সভাপতি সুরজিৎ সাহা। ইস্যু ডোনারদের চাহিদা অনুযায়ী

#### ধৃত ১

পাঠান। ডোনারদের মেলাঘর, বিলোনিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে হাসপাতালগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন উদিত বর্মণ। তিনি জানিয়েছেন, ডোনারদের জিবিপি হাসপাতালে মেলাঘর থেকে পৌঁছানোর পরিবর্তে ১২০০ টাকা তাকে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। তিনি এই কারণেই ডোনারদের পৌছে দেওয়ার পর তার ভাড়ার টাকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু যাদের জন্য রক্ত দিতে জুয়েল এবং সম্রাট নামে দু'জনকে এনেছিলেন ওই রোগী জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রক্তের জন্য আগেই তারা তিন হাজার টাকা ইস্যু মিয়ার কাছে দিয়েছেন। তাদের বলেছিল বিলোনিয়া থেকে রক্তদাতা আনা হচ্ছে এই কারণে ৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। অথচ রক্তদাতা এসেছে মেলাঘর থেকে। রক্তদানের নামে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে এই এনজিওটি বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় তদন্তের দাবি উঠেছে।কারণ পুলিশের কাছে ধৃত উদিত বর্মণ দাবি করেছেন, এর আগেও টাকার বিনিময়ে তিনি ব্লাড ডোনারদের হাসপাতালে পৌছে দিয়েছেন। এই টাকা নেওয়া হয় রোগীর পরিজনদের থেকে। অথচ এই রাজ্যেই রক্তদাতারা কোনও স্বার্থ ছাড়াই তাদের রক্তদান করে থাকেন। এখনও বহু মহান রক্তদাতা প্রত্যেক তিন মাস অন্তর অন্তর কোনও ধরনের স্বার্থ ছাড়া রক্তদান করছেন। এমনকী কাদের রক্ত দিচ্ছেন এই কথাও কখনো জিজ্ঞেস করেন না। এমন রক্তদাতা রাজ্যে

এলো। যদিও জিবি ফাঁড়ির পুলিশ আর্জেন্ট ব্লাড গ্রুপ নামে সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনত ব্যবস্থাও নেয়নি। টিএসআর এবং পুলিশই এদিন রক্তদানের নামে এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। জানা গেছে এদিনও বেশ কয়েকজন রক্তদাতা জিবিপি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে রক্ত দিয়ে গেছেন। এর বিনিময়ে তারা রোগীর পরিজনদের থেকে ধন্যবাদ পর্যন্ত নেননি। এদিনই জিবিপি হাসপাতালে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে রক্তদানের বিষয়টি সামনে এসেছে। এই ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরও বড় ধরনের প্রশ্ন চিহ্ন তুলে ধরলো। এখনই রক্তদান নিয়ে যদি গোটা রাজ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি করা না যায় তাহলে আগামীদিনগুলিতে এমন বহু ঘটনা সামনে আসতে পারে বলে এদিন প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন।

### আজাদি কা অমৃত মহোৎসব

### আমবাসায় বসছে ঐতিহাসিক চাঁদের হাট

ইভেন্টের উদ্যোক্তা হচ্ছেন পূর্ব

ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৯ ডিসেম্বর।। চাঁদের হাট বসতে চলেছে আমবাসায়। আগামী ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর গোটা বিশ্ব যখন মেরি ক্রিসমাস উদযাপনের আনন্দে উদ্বেলিত থাকবে তখনই দশমীঘাট মাঠে বসবে রাজ্যের বুকে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক বিশাল চাঁদের হাট। অন্তত ৪ থেকে ৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ভিন রাজ্যের বেশ কয়েকজন সাংসদ সেই সাথে বলিউডে সাড়া জাগানো প্লে ব্যাক গায়ক গায়িকা আর সকলের মধ্যমণি হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপলক্ষ ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উদ্যাপন। আর এই মেগা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

শান্তিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর।।বন

দফতরের তুঘলকি সিদ্ধান্তের জেরে

বিপাকে বালি বোঝাইকারী যান

চালকরা। এর প্রতিবাদে জাতীয়

সড়ক অবরোধে বসে পণ্যবাহী যান

চালক ও শ্রমিকরা। ঘটনার বিবরণে

জানা যায়, শান্তিরবাজার মহকুমার

অন্তর্গত জোলাইবাড়ির বালি

বোঝাই গাড়ি গুলি প্রতিনিয়ত

কাকুলিয়া বন দফতরের রেঞ্জার শিবু

দাস দ্বারা হেনস্তার শিকার হতে

হচ্ছে বলে অভিযোগ। বালি

বোঝাই যান চালকরা জানান, বিগত দিনে বালি বোঝাই করে এক

জায়গা থেকে অন্য জায়গায়

যাতায়াতের জন্য বন দফতর থেকে

ভাট্টাইল কাটলে তিন থেকে চার

ঘণ্টা সময় দেওয়া হতো। বর্তমানে

জেলার বন দফতর আধিকারিক

রেবতী ত্রিপুরা। ব্যবস্থাপনায় বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়েছেন আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। রবিবার এই নিয়ে সাংসদ বিধায়ক আমবাসায় বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি প্রস্তুতি মিটিং করেন। জানা গেছে, দুই দিনব্যাপী মহোৎসবের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে কারা কারা আসছেন তা নিশ্চিত করে এখনো জানা না গেলেও জানা গেছে কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ ও ৩৫ এ বাতিলের স্বপক্ষে

সংসদে ভাষণ দিয়ে গোটা দেশের

হৃদয় জয় করে নেওয়া লাদাখের

তরুণ সাংসদ জামইয়াং শেরিং নামগেল আসছেন এই মেগা ইভেন্টের শোভাবর্ধনে। দুই দিনই দিনের প্রথম ভাগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির, কৃষি ভিত্তিক কর্মশালা ইত্যাদি জনসেবা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির পর অপরাহ্ন থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে কৃষ্ণকলি সাহার মতো রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি আসছেন সলমন আলি, অন্বেষা দত্তের মতো বলিউড জয় করা শিল্পীরাও। উদ্যোক্তারা এখনো চেষ্টা করছে জুবিন নটিয়ালকে পাওয়ার জন্য। আর রাজ্যের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলার বুকে সবচেয়ে বড়ো তারকা সমাবেশ ধারণ করতে এখন দিবারাত্র প্রস্তুতি নিচ্ছে দশমীঘাট মাঠ।

বালিবোঝাই করতে গিয়েও

সকলের অসুবিধার সম্মুখীন হতে

হচ্ছে। বর্তমানে সারা রাজ্য জড়ে

ব্যাপক পরিমাণে প্রধানমন্ত্রী আবাস

যোজনার ঘর দেয়া হয়েছে।

সঠিকভাবে বালি সরবরাহ না হলে

ঘর নির্মাণে সকলকে বিশেষ

অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই

সকলে চাইছে এই বিষয়ে রাজ্য

সরকার যেন নজর দেয়। অবরোধের

পরবর্তী সময় বন দফতর থেকে

শ্রমিক ও যান চালকদের জানানো

হয় আগামীকাল জেলা বন

আধিকারিক'র উপস্থিতিতে সমস্ত

বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এরপরই

শ্রমিকরা ও যান চালকেরা পথ অবরোধ মুক্ত করে। এই সমস্যার

সমাধান না হলে আগামী দিনে

আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল

হবেন বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন।

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। রক্তদানের বদলে রাজ্যে শুরু হয়েছে দালালি ব্যবসা। রক্ত বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে। যে রাজ্য বেশ কয়েক বছর ধরে রক্তদানে দেশে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। এই রাজ্যেই এখন প্রধান রেফারেল হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে রক্ত। এই ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই লজ্জায় মাথা ডুবলো মহান রক্তদাতাদের। রবিবারই এই ধরনের ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জিবিপি হাসপাতালে। পুলিশ এবং টিএসআর মেলাঘরের উদিত বর্মণ নামে এক দালালকে আটক করে মারধর করেছে।তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। উদিত নিজেই পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন রক্তের জন্য তিন হাজার টাকা নিয়েছে তার এনজিও গ্রুপের সম্পাদক। এভাবে আরও অনেকের কাছ থেকে রক্তের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা জিবিপি হাসপাতালে চাউর হতেই

রবিবার ভিড় জমে যায় স্বাস্থ্যকর্মী

নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। কারণ একটা সময় হাসপাতালগুলির ডোনাররা টাকার বিনিময়ে রক্ত দিতেন। রক্তের গুণমান ভালো থাকতো না। একেকজন কয়েকদিন পর পরই রক্ত টাকার বিনিময়ে দিতেন। আবারও সেই অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে ত্রিপুরায় বলে অনেকে অভিযোগ তুলছেন। এই জন্য রাজ্যের সব অংশকেই দায়ী করা হচ্ছে। বিষয়টি যে গোটা দেশের কাছে রাজ্যের সুনাম নষ্ট করার মতো তা পরিষ্কার। কারণ বাম আমলে রক্তদানে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। খোদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু রক্তদানে আক্রমণের মতো ঘটনার পর থেকে

### আরও ১৪ বিচারক নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরার আদালতগুলোতে আরও ১৪জন জুডিশিয়াল অফিসার নিযুক্ত হচ্ছেন। ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিসের গ্রেড থ্রি অফিসার হিসাবে উচ্চ আদালত ১৪জনের নাম ঘোষণা করেছে। এরা হলেন, ফরহাদ ইসলাম, বৈশালী চৌধুরী, মোহনা দেব, দীপান্বিতা গাঙ্গুলী, বিশ্বতোষ ধর, সৃষ্টি ব্যানার্জী, রঞ্জবতী রায়, অল্লান মুখার্জী, দেবাঞ্জনা ভট্টাচার্য, সুশোভন দাস, সমীর বাগ, চিরস্মিতা চক্রবর্তী, পূরবী জমাতিয়া এবং

### জনজাতি মোর্চার সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. গভাছড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। বিজেপি রাইমাভ্যালি মন্ডলের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে রবিবার পঞ্চরতন বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি'র ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদিকা সতী চাকমা, রাইমাভ্যালি মন্ডল সম্পাদক প্রীতি কুমার চাকমা, জনজাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি খজেন্দ্র রিয়াং, ভক্ত চাকমা, শান্তিময় চাকমা প্রমুখ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সতী চাকমা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিগত সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বাম আমলে জনজাতিদের কোনো উন্নয়ন হয়নি। অথচ জনজাতিদের নিয়ে সিপিএম বছরের পর বছর রাজনীতি করেছে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে জনজাতিরা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। রাজনীতির উধের্ব উঠে এবার যেভাবে বিজেপি সরকার সাধারণ পরিবারের মধ্যে ঘর বিলি করেছে তা ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই

রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য

দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের

ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের

পথে কোন বাধা থাকবে না।

আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ

একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে।

গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার

জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের

ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য

উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে।

দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ

ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি

পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে

**মিথুন :** দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়।

হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে

অশুভত্বকে জয় করতে হবে।

অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্ৰু 📗

হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য

চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত

**কর্কট :** দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে

লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের

ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল

করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক

🕠 চিন্তা কেটে যাবে।

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।

🚃 ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

ক্ষেত্রে

সমস্যা দেখা যাবে।

🦳 প্রেমের

শান্তি থাকবে।

করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

থাকবে। কর্মের ব্যাপারে

কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা

রাশির

চেষ্টা করতে হবে।

: এই

শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি

# প্রথম মহিলা দায়রা বিচারক হচ্ছেন শঙ্করী

**আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর** ।। রাজ্যে সম্ভবত এই প্রথম একটি জেলার জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারকের দায়িত্ব নিচ্ছেন কোনও মহিলা বিচারক। এই দায়িত্ব নিচ্ছেন বিচারক শঙ্করী দাস। শঙ্করী দাসকে উচ্চ আদালত এক নির্দেশে দ্রুত এই পদের দায়িত্ব নিতে বলেছে। শঙ্করী দাস এখন গোমতী জেলা পারিবারিক আদালতের বিচারকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। জেলা ও দায়রা বিচারক-সহ আদালতে গ্রেড ওয়ান পর্যায়ে জুডিশিয়াল অফিসারদের মধ্যে ব্যাপক রদবদল হয়েছে। খোয়াই, ধলাই, ধর্মনগর, গোমতী, কৈলাসহরের জেলা ও দায়রা বিচারক বদলি হয়েছেন। খোয়াই ও দায়রা বিচারক হচেছন। উপ-অধিকর্তার দায়িত্বে আছেন।

পুরকায়স্থকে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির অধিকর্তা করা হয়েছে। ধলাই জেলার দায়রা বিচারক হচ্ছেন গৌতম সরকার। ধলাই জেলার বর্তমান দায়রা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক যোগিন্দর বিচারক শুভাশিস শর্মা রায়কে ধর্মনগরে জেলা ও দায়রা বিচারক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। কৈলাসহরের দায়রা বিচারক অরিন্দম পালকে গোমতী জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। গোমতী জেলার দায়রা বিচারক এ কে নাথ ৩১ ডিসেম্বর চাকরিতে অবসরে যাচ্ছেন। এর পরই এই দায়িত্বে বিচারক (কোর্ট নম্বর ৪) র দায়িত্ব যোগ দেবেন অরিন্দম পাল। বিচারক দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন ত্রিপুরা শঙ্করী দাস খোয়াই জেলার জেলা জুডি শিয়াল অ্যাকাডে মির

ঊনকোটি জেলার দায়রা বিচারকের ঊনকোটি জেলায় অতিরিক্ত দায়রা দায়িত্ব নেবেন প্রকাশ কুমার। তিনি এই জেলাতেই অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিচারক হিসেবে বর্তমানে দায়িত্বে গোমতী জেলায় সহকারী দায়রা আছেন। পশ্চিম জেলা থেকে বিচারক হিসাবে দায়িত্ব নেবেন তপন দেববর্মা। তার জায়গায় পালকে ধর্মনগরে পারিবারিক জেলা আইন সেবা কর্তৃ পক্ষের আদালত এবং অতিরিক্ত দায়রা সচিবের দায়িত্ব নেবেন বিচারক বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মটম দেববর্মা। উদয়পুরের গ্রেড ওয়ান হিসেবে পদে পদোন্নতি সিজেএম'র দায়িত্ব নেবেন দেবলীনা পাওয়া বিচারক শুভ্র নাথকে উদয়পুর কিলিকদার। বিচারক লোপামুদ্রা পারিবারিক আদালতের দায়িত্ব দাসগুপ্ত ঊনকোটি জেলায় সহকারী দেওয়া হয়েছে। অপর পদোন্নতি দায়রা বিচারকের দায়িত্ব সামলাবেন প্রাপ্ত গ্রেড ওয়ান দেবাশিস করকে তিনি ঊনকোটি জেলায় জেলা পশ্চিম জেলায় অতিরিক্ত দায়রা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতামোহন জমাতিয়া এই নির্দেশিকা জারি করেছেন।

### নব নির্বাচিতদের সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ধর্মনগর. ১৯ ডিসেম্বর।।** রবিবার ধর্মনগর বাজার কমিটির পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত পুর পরিষদের সব সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পুর চেয়ারম্যান প্রদ্যোত দে সরকার, শ্যামল নাথ প্রমুখ। বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, পুর এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদেরকে নগরের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই কর দিতে হবে। শুধুমাত্র হাস পাতাল

সরকারি-বেসরকারি সবাইকে সম্পদ কর, জল কর, বিদ্যুৎ কর দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে বিল আনা হয়েছে। পূর্বতন পুর পরিষদকে বাটপারে'র সরকার বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তার অভিযোগ, মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ওই সময় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বাঁকাপথে টাকা নেওয়া হয়েছিল। আগের সরকারের একটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'তোরা যা খুশি তাই কর, যেকোনো নির্বাচনে শুধু কাস্তে হাতুড়ি ধর'।

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, থেকে বের করে দেয়। ঘরে থাকা রানিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর ।। পুর সিপিএম'র বিশেষ তহবিল সংগ্রহের নির্বাচন কেটে গেলেও সম্রাসের কিছু রসিদ ছিনিয়ে নেয়। দুটি বাইক অভিযোগ বন্ধ হচ্ছে না রাজ্যে। ভাঙচুর করে। আক্রমণকারীদের কলকাতায় পুরভোটে সন্ত্রাসের নেতৃত্বে ছিল মানিক দেবনাথ, অভিযোগে রাজ্যে একের পর এক সৈকত সাহা, তন্ময় ভৌমিক, বিশ্বজিৎ সাহা, প্রশান্ত বণিক, তোপ দাগা হচ্ছে, এই সময়ে জয়দীপ চৌধুরী-সহ আরও সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠলো শাসক অনেকে। আক্রমণের ঘটনায় গোটা দলের বিরুদ্ধেই। সিপিএম'র সভায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে সিপিএম'র দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এলেও তাদের পাশেই ছিল আক্রমণকারীরা। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতেও পুলিশ সাহায্য করেনি। সিপিএম'র পশ্চিম জেলা কমিটি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। পার্টির বক্তব্য, এই ধরনের সন্ত্রাস জনগণ বেশিদিন মানবেন না। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই খয়েরপুর বাজারে প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র

বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে জখম ৮

বাইক বাহিনী আক্রমণে প্রাক্তন চেয়ার্ম্যান-সহ ৮জন জখ্ম হয়েছেন। ঘটনায় পুলিশ আহতদের হাসপাতালে পর্যন্ত পৌছে দিতে সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে রানিরবাজার এলাকাতে। ঘটনায় আহত অন্ততপক্ষে ৮জন সিপিএম নেতা-কর্মী। এর মধ্যে রানিরবাজার নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান চুনিলাল সাহা রয়েছেন। তিনজন গুরুতর আহতকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের দেখতে ছুটে যান প্রাক্তনমন্ত্রী মানিক দে, রতন দাস, তপন দাস, পবিত্র কর, রাধাচরণ দেববর্মা-সহ অনেকেই। প্রাক্তনমন্ত্রী মানিক দে দাবি করেছেন, এলাকার মন্ত্রীর আশ্রিত দুর্বৃত্তরা এই হামলা করেছে। হামলায় আহত হয়েছেন চিরঞ্জিত দেব, ভাস্কর দত্ত, টিংকু সাহা, দীপক্ষর দেব, চুনিলাল সাহা-সহ আরও কয়েকজন। রানিরবাজার ঘোড়ামারা এলাকায় সিপিএম'র সভা চলাকালীন এই আক্রমণ করা হয়েছে। গীতা চক্রবর্তীর বাড়িতে এই সভা করা হচ্ছিল। এমন সময় বাইক বাহিনী আক্রমণ করে। জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ভাক্ষর দত্ত, চিরঞ্জিত দেব-সহ রানিরবাজারে তিনজন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান চুনিলাল সাহা। মানিক দে'র দাবি আরও কয়েকজন আহত দুষ্কৃতি বাহিনীর হুমকির মুখে হাসপাতালে চিকিৎসা পর্যস্ত করাতে পারছেন না। কোনও ধরনের সহযোগিতা

করছে না পুলিশ। সিপিএম'র

অভিযোগ বিজেপির আশ্রত

দুর্বৃত্তরা রড, ছুরি, ব্যাট, স্টাম্প-সহ

অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করা

হয়। আক্রমণকারীরা সিপিএম'র

সভার পর আক্রমণ করে এলাকার

শিক্ষক টিংকু সাহার বাড়িতে ঘরের

মধ্যেই টিংকুকে প্রচণ্ড মারধর করে।

দুষ্কৃতিরা গীতা চক্রবর্তীকে বাডি

করের এক নিকট আত্মীয়কে আক্রমণ করা হয়। তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায়ও এখন পর্যন্ত প্লাশ কাউকে থেফতার করতে পারেনি। এই ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার রানিরবাজারে সিপিএম'র সভায় আক্রমণের অভিযোগ উঠলো। তবে রানিরবাজার এলাকাতে সিপিএম'র সভাটি ডাকা হলেও উপস্থিত ছিলেন না প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। তিনি হাসপাতালে ছুটে গেছেন। প্রসঙ্গত, গত ৮ সেপ্টেম্বর বিজেপির মিছিল থেকে প্রতিবাদী কলম, পিবি ২৪ সংবাদমাধ্যমে গোটা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন আক্রমণ করা হয়। প্রকাশ্য দিনের আলোতে পুলিশের উপস্থিতিতে সম্পাদকের গাড়ি এবং পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই ধরনের ঘটনার পরও পুলিশ অভিযুক্তদের 'খোঁজে পায় না'। এতটাই অন্ধ হয়ে রয়েছে ত্রিপুরার 'দালাল' পুলিশ। যে কারণে আক্রমণকারীদের সাহস দিনদিন আরও বেড়েছে। এ নিয়ে অবশ্য রাজ্য পুলিশের কর্তাদের মুখে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায় না। তারা ব্যস্ত নিজেদের পদোন্নতির সুবিধা আদায়ে। এমনই অভিযোগ রয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনার রেশ ধরে এবার রানিরবাজারেও প্রকাশ্যে দিনের বেলাতে আক্রমণ করা হয়েছে বাড়িঘরে ঢ়কে। এই ঘটনায়ও পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে সব কিছু দর্শকের মতো দাঁডিয়ে দেখেছে।পদোন্নতি পেয়ে পুলিশ

অফিসারদের এর থেকে বেশি কিছু করার

আশাও দেখছেন না সাধারণ নাগরিকরা।

# পুলিশের মুখে চুনকালি মেখে ফের চুরি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ।। শহরের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাস এলাকাও নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাস থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে আবারও চুরি। ডিসেম্বর মাসেই এ নিয়ে ৬দিন চুরি হয়ে গেছে। হাই সিকিউরিটি জোনে চুররির ঘটনায় বিরিক্তি প্রকাশ করেছেন উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকরা। বারবার পশ্চিম থানায় জানিয়েও কোনও লাভ পাচেছন না। স্কুল থেকে

খোজ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের

সহক্ষাদের সাবধান। ব্যবসায়ীদের

তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র

ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের

প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে

শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ

ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে।

শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ

বৃশ্চিক: স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে

পারে। কর্মস্থলে নানান

ঝামেলার সম্মুখীন হতে

📗 না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে

পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

শুভ। ব্যবসায়েও শুভ।

তুলতে পারবে না।

বজায় থাকবে।

পেশায় সাফল্য আসবে।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে।

দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে

মকর: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি

সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থভাগা সম্প্র

প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ

কুম্ভ: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল

দিতে পারে। কর্মে মধ্যম

রলক্ষিত হয়।শত্রুরা মাথা

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে

মানসিক । দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে

আজকের দিনটি কেমন যাবে

একের পর এক কম্পিউটার-সহ দামি সামগ্রী চুরি হয়ে যাচেছ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। রাজ্য সরকার উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলকেও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে বাছাই করেছে। অথচ এই স্কুলই নিরাপত্তাহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাস, পাশে বিরোধী দলনেতার সরকারি ঘর, অন্যদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষের সরকারি আবাস, মাঝে দুটি বনেদি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, ২৪ ঘণ্টা এই জায়গায় পুলিশ এবং টিএসআর ঘোরাফেরা করে। সাদা পোশাকে স্পেশাল ব্ৰাঞ্চ এবং ডিআইবি'র পুলিশিও ২৪ ঘণ্টা ঘোরাফেরা করে। অথচ এই জায়গাই স্কুল থেকে চুরি হচ্চে। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। একের পর এক উমাকান্ত স্কুল এবং শিশুবহার স্কুলে চুরির ঘটনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসও নিরাপতাহীন বলে মস্তব্য করছেন অভিভাবকরা। ত্রিপুরা পুলিশ কতটা আধুনিক এবং দায়িত্বশীল এই ঘটনায়

তারাই এখন আধুনিকীকরণ থেকে বঞ্চিত হচেছন অনেকেরই দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনেই যদি বনেদি স্কুল নিরাপদ না থাকে তাহলে গোটা রাজ্যের কি অবস্থা তা সহজেই বোঝা যায়। রবিবার উমাকান্ত স্কুলে অংক পরীক্ষা ছিল। অংকের মেধাবীছাত্র বাছাই করতে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। যথারীতি সকালে স্কুল খোলা হলেই কম্পিউটারটি গায়েব দেখতে পান শিক্ষকরা। কম্পিউটারের সিপিও নেই। এই ঘটনা জানানো হয় পশ্চিম থানায়। স্কুলের প্রধানশিক্ষক অলক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সম্প্রতি সময়ে এ নিয়ে ছয় বার চুরি হয়েছে। লক্ষ টাকার উপর জিনিস চুরি হয়ে গেছে। আমরা সব সময়ই পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করছি। কারণ ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রদের পড়াশোনায় তারাই রাজ্যের ভবিষ্যৎ। আজও পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু আমরা তবুও আশা করে যাচ্ছি প্রশাসন হয়তো বা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। স্কুলের আরেক শিক্ষক জানান, ডিসেম্বর মাসেই ৩, ৬, ৮, ১৩, ১৫ এবং ১৯ তারিখ চুরি হয়েছে। প্রত্যেকবারই থানায় জানানো হয়েছে। কিন্তু কখনোই লাভ হয়নি। চুরি যাওয়া সামগ্রীও উদ্ধার হয় না। আমরা আশাবাদী সরকার এখনই একটা ব্যবস্থা করবে। কারণ রাজ্য সরকার এই স্কুলটিকে ২০টি স্কুলের মধ্যে আধুনিকীকরণের জন্য বাছাই করেছে।এভাবে চুরি হলে সরকারের পরিষ্কার। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও লক্ষ্য পূরণ হবে না। একের পর এক পুলিশ প্রশাসনের উপর ভরসা চুরি নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন

বক্তব্য, ভবিষ্যতের জন্য যে

ছাত্রছাত্রীদের গডে তোলা হবে

হারি য়ে ফেলছেন। তাদের স্কুলের অভিভাবকরাও। আজ রাতের ওষুধের দোকান

### তিপ্রা মথায় ২৭৫ ভোটার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চডিলাম, ১৯ ডিসেম্বর।। শুধুমাত্র জনজাতিরাই নয়, সংখ্যালঘু অংশের ভোটারদেরও ধীরে ধীরে দলে টেনে আনছেন তিপ্রা মথার নেতারা। চড়িলাম বুকের অভুগতি বাঁশতলা এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ ননজলা এলাকায় রবিবার তিপ্রা মথার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দল ছেড়ে ৫২ পরিবারের ২৭৫ ভোটার তিপ্রা মথায় যোগদান করেন।

উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল যোগদানকারীরা সবাই সংখ্যালঘ অংশের। নবাগতদের দলে বরণ করে নেন রঞ্জিত দেববর্মা এবং সুরন দেববর্মা। তারা জানান, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়াই করবে তিপ্রা মথা। তাই সব অংশের ভোটারদের এখন একত্রিত করার চেষ্টা চলছে। আগামী দিনে সোনামুড়া মহকুমারও একাধিক জায়গায় এই ধরনের কর্মসূচি দেখা যাবে বলে রঞ্জিত দেববর্মা জানিয়েছেন।



### যুব সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক

২১ ডিসেম্বরের যুব সম্মেলনকে কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি**, সজল মল্লিক, সুজতি দাস প্রমুখ। গভাছড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। আগামী আগামী ২১ ডিসেম্বর গভাছড়া টাউন হলে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত সামনে রেখে রবিবার রাইমাভ্যালি হবে। সেখানে প্রতিটি বুথ থেকে মন্ডলের যুব মোর্চার প্রস্তুতি বৈঠক যুব কর্মীরা অংশ গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠিত হয়। যুব মোর্চার স্থানীয় সম্মেলনে জেলা এবং রাজ্য স্তরের নেতাদের উপস্থিত থাকার কথা আছে বলে সজল মল্লিক জানান।

কমলপুর, ১৯ ডিসেম্বর।। গত ১৬ ডিসেম্বর খুমুলুঙ-এ তিপ্রা মথা এবং টিপিএফ'র সংঘর্মের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয় কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে। তিপ্রা মথার উদ্যোগে এই মিছিল বের করা হয়।

পাতাল কন্যা জমাতিয়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। তিপ্রা মথার নেতারা দাবি জানান, তাদের দলীয় প্রধান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে ওইদিন যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে তার জন্য পাতাল কন্যা জমাতিয়াকে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি তিনি ক্ষমা না চান তাহলে তিপ্রা মথা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এদিনের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মত।



# বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিষয়ে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এদিকে, চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা নিজেদের চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত। করার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে রবিবার উদয়পুরে শিক্ষক সংগঠনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা ভিত্তিক কনভেনশনে বিভিন্ন অংশের চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা অংশ নেন। কনভেনশনের প্রথম পর্বে চাকরিচ্যুত হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শিক্ষক সংগঠনের কথা অনুযায়ী চাকরিচ্যুত হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ১১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন। কনভেনশনে তাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় পেশাগত দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা। প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কনভেনশনে অংশ নেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতা বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কমল দেব-সহ অন্যান্যরা। তারা জানান, যদি সরকার শীঘ্রই তাদের চাকরির ব্যবস্থা না করে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই সেই আন্দোলন শুরু হবে বলে তারা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন। অনির্দিষ্ট কালের জন্য তারা গণ অবস্থানে বসতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন জেলাস্তরে কনভেনশনের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর  3 2466 4637955
প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর    3   2   4   6
সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
সংখ্যা ৩৮২ এর উত্তর
4 6 3 7 9 5

_
5

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৩									
	3	6	1		2		9		
1	8	9		ფ	5	6	2	7	
	5				9	1	3		
	9	1	2	4	7	5			
					8	9			
5		3	6						
			5		1	3	6		
	6		7	2	3	4	5		

#### হবে। তবে সব কিছুর ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭ সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে শক্র জয়ী আপর্নিই হবেন। আয় ভাব

সাহা মেডিসিন সেন্টার

### আজ রাজ্য জুড়ে একযোগে ময়দানে তৃণমূল



ধারাবাহিকভাবে তাদের আন্দোলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পুর নির্বাচনের পর ফের একযোগে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের পূর্ব ঘোষিত রাজভবন অভিযান কর্মসূচির আগে সোমবার রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট মহকুমার মহকুমাশাসকদের কাছে দাবি সনদ তুলে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচিকে সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রবিবার দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকের বাড়িতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের ফাঁকে সুবল ভৌমিক

কর্মসূচি চলতে থাকবে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এ রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তাই সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং দাবিগুলো নিয়ে সোমবার রাজ্য জুড়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। মিছিল করে তারা মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করবেন। আগামী ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবস। সেই কর্মসূচিকেও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করবে সাংবাদিকদের জানান, এখন থেকে দল। এরপর ৫ জানুয়ারি রাজভবন

অভিযান। এর মাঝেও কর্মসূচি আন্দোলনের পাল্টা দিতে অবশ্যই

ময়দানে থাকবে বিজেপিও।

#### পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে <mark>অনুকূ</mark>লে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না।

দাম্পত্য জীবনে সুখের | শাস্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

থাকবে। ঊর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে। অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ । সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য

থাকছে। এসব কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যে দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে শনিবার বৈঠক করেছেন সুবল ভৌমিক। এক কথায় সুবল ভৌমিক বুঝাতে চেয়েছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস ময়দান ছাড়বে না। স্বাভাবিক কারণে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমন্ডল ফের সরগরম হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি সিপিআইএম-সহ দলগুলিও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব

3 8 1 9 6 2

8 9 2

1 3

#### লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ। পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে কন্যা: শরীর কস্ট দেবে। । স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাস্পত্য

## মামলা দায়ের হওয়ার পরই আন্দোলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পোস্টার লাগানোর জেরে বাম কর্মচারী সংগঠনের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শহরে গণ-অবস্থান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শাসকের উদ্দেশে বার্তা ছুড়ে দিল টিইসিসি। এদিনের গণ-অবস্থান কর্মসূচি পূর্ব নির্ধারিত হলেও আগের দিন রাতে দায়েরকৃত মামলার রেশ যেন খুঁজে পাওয়া গেল নেতা-নেত্রীদের ভাষণে। আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে তারা যেভাবে সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছিলেন এদিন গণ-অবস্থান মঞ্চে দাঁড়িয়ে আরও বেশি জোড়ালোভাবে সেগুলো তুলে ধরা হয়। তিন ঘন্টার গণ-অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় সিটি সেন্টারের সামনে। সেখানে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বহু বাধাবিপত্তির জেরে বাম কর্মচারী সংগঠনের কর্মসূচি এক প্রকারে বন্ধ



হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টেছে। তাই বাম সমর্থিত শিক্ষক-কর্মচারীরা যেকোনো আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। এদিনের গণ-অবস্থানে তাদের উপস্থিতি দেখে সবাই মনে করছেন আগের দিনের মামলার পাল্টা দিতেই প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী সেখানে হাজির ছিলেন। নেতা-নেত্রীদের ভাষণে ফের সরকারের ব্যর্থতার বিষয়গুলো

উঠে আসে। কর্মচারী নেত্রী মহুয়া রায় জানান, সারা দেশে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটে শামিল হচ্ছেন। রাজ্যের বাম সমর্থিত কর্মচারী সংগঠনগুলিও সেই ধর্মঘটের পক্ষে আছে তা নেত্রীর কথাতেই স্পষ্ট। এদিকে টিইসিসি'র সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল বলেন, মোট ১০ দফা দাবিতে তাদের এই আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত

উল্লেখযোগ্য হল --- পুরোনো পেনশন স্কিম সারা দেশে পুনরায় চালু করা, চুক্তি প্রথা এবং আউট সোর্সিং-এ কর্মী নিয়োগ বন্ধ করা, রাজ্যের চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের পুনরায় চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের ১০টি দাবিতে এদিন তিন ঘন্টা ধরে গণ-অবস্থান চলে শহরের

### চোরের স্বর্গরাজ্য

# বিশালগড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ ডিসেম্বর।। নিশিকুটুম্বদের বাড়বাড়স্ত দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আবারো চুরির ঘটনা ঘটলো কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট নিউমার্কেটস্থিত একটি মবিলের দোকানে। শনিবার রাতে দোকান মালিক গোপাল দাস তার দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে



যান। তারপরেই গভীর রাতে চোরের দল গোপাল দাসের মবিলের দোকানের তালা ভেঙে দোকানের দামি মবিল-সহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে দোকান মালিক গোপাল দাস দোকান খুলতে এসে দেখেন তার দোকানের তালা ভেঙে দোকানের মূল্যবান সমস্ত জিনিসপত্র চোরের দল চুরি করে নিয়ে গেছে। দোকান মালিক গোপাল দাস এই ঘটনা দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে পার্শ্ববর্তী দোকানদারেরা ছুটে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। দোকানের মালিক গোপাল দাস জানিয়েছেন, চোরের দল দোকানের লক্ষাধিক টাকার মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার সরেজমিনে তদস্ত করে গেলেও চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। জানা গেছে, কিছুদিন পর পরই সেকেরকোট চা বাগানস্থিত বেশ কিছু দোকানে এবং সেকেরকোট বাজারেও চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। দোকান মালিক গোপাল দাস এবং বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, রাতের বেলা বাজারে প্রহরী না থাকার কারণেই কিছুদিন পর পর এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে। এদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্ৰস্ত হলেন একজন অসহায় কৃষক। কে বা কারা তার ধান আগুনে পুড়িয়ে দেয়। শনিবার গভীর রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের সাড়াসীমা এলাকার লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন রাস্তায় এই ঘটনা। আগুনে ধান পুড়তে দেখে এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে ভঙ্মীভূত হয়ে গেছে ১ কানি জমির ধান। জানা গেছে,

নাশকতার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক

আসার সময় আগুন দেখতে পায়। তখনই এলাকায় হইচই পড়ে। রতন সরকারের উৎপাদিত ধান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা এখনও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি। এই ঘটনায় রতন সরকারের ২৫ হাজার

টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক দাবি জানিয়েছেন, পুলিশ প্রশাসন যাতে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ লুকিয়ে আছে কিনা তা এখনও স্পষ্টভাবে

লাকড়ি

বিক্রেতাকে

মারধর

### কুখ্যাত বাইক চোরকে গণখোলাই

পোড়া আগুনে ধানের মালিক রতন

সরকার। তিনি জানান, শনিবার রাত

পর্যন্ত যতটুকু ধান সংগ্রহ করতে

পেরেছিলেন তা রাস্তায় ছড়িয়ে

দিয়েছিলেন। কিন্তু রাতেই কে বা

কারা রাস্তায় ছড়িয়ে রাখা ধানে

আগুন লাগিয়ে দেয়। রাতে একটি

বড়যাত্রীর গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর/বিশালগড়, ১৯ ডিসেম্বর।। পূলিশ এর আগেও অভিযুক্ত বাইক চোরকে একাধিকবার গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় এখনও ওয়ারেন্ট আছে। সেই কুখ্যাত বাইক চোরের নাম অলক দাস। রবিবার রাত ৭টা নাগাদ মধুপুর থানাধীন লেম্বুতলি



এলাকার যুবকরা সন্দেহমূলকভাবে একটি বাইক-সহ অলক দাসকে আটক করে। স্থানীয়রা তাকে গণধোলাই দেয়। তখনই অলক দাস স্বীকার করে, সে চুরির বাইক মধুপুর হয়ে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করছে। লেম্বুতলি এলাকার কয়েকজন যুবক তার সাথে জড়িত বলেও জানায়। সমীর দেববর্মা নামে একজনের নাম জানিয়েছেন কুখ্যাত বাইক চোর অলক। তার কাছ থেকে যে বাইকটি উদ্ধার হয়েছে তার মালিককেও খুঁজে পাওয়া গেছে। টিআর০৪-৭৬০৫ নম্বরের ওই বাইকটি সেকেরকোট থেকে চুরি করা হয়েছিল বলে সে নিজেই জানায়। অভিযুক্ত বাইক চোরের বাড়ি বিলোনিয়ায়। যদিও গত কয়েক মাস ধরে সে অশ্বিনী মার্কেট এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকছে। মধুপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে পরবর্তী সময় বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেখান থেকে আমতলি থানার পুলিশ এসে অলক দাসকে ধরে নিয়ে যায়। কারণ, সেকেরকোটের বাইক চুরিকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে। এর আগেও তার বরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। পুালশের ধারণা, অলক দাসকে জেরা করে আরও অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। বিশালগড থানাতে জেরাকালীন সময়ে অভিযক্ত জানায়, কিছদিন আগে সিপাহিজলা নৌকাঘাট থেকেও একটি বাইক চুরি করেছিল। অলকের সাথে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত আছে বলে পুলিশ প্রমাণ পেয়েছে। এখন বাকিদেরও জালে তোলা হয় কিনা তা সময়ই বলবে।

রাজ্যভিত্তিক সভ

# প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। অসহায় এক লাকড়ি বিক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠল তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা শনিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া গামাইবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, পশুরাম মালাকার নামে এক লাকড়ি বিক্রেতা প্রতিদিনের মতোই সাতমাইল এলাকা থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল গামাইবাড়ি বাজারে। পরবর্তীতে লাকড়ি বিক্রি না হওয়াতে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে স্থানীয় তিন উচ্ছুঙ্খল যুবক



তাকে পথ আটকিয়ে টাকা দেওয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু আচমকা টাকা চাওয়াতে সে ভয় পেয়ে যায়। পরে কিসের জন্য টাকা দিতে হবে জিজ্ঞাসা করতেই তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ করে লাকডি বিক্রেতা। এমনকী তাকে প্রাণে মারারও হুমকি দেয়। এই তিন যুবক নাকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। এরপর রাতেই তেলিয়ামুড়া থানায় লাকড়ি বিক্রেতা পশুরাম মালাকার তিন যুবকের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ জানায়। পুলিশ তার অভিযোগের ভিত্তিতে গভীর রাতে ব্রহ্মছড়া এলাকা থেকে প্রসেনজিৎ সরকার (১৮) নামে এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। আর বাকি দুই যুবকের ভালোভাবে পরিচয় দিতে না পারায় তাঁদেরকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুলিশ ওই দুই যুবকের খোঁজ চালাচ্ছে।



#### সঙ্গীদের তাণ্ডব রুখতে ব্যর্থ মধু ও মতিলাল আহত অটো চালক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আমবাসা, ১৯ ডিসেম্বর।।** রবিবার



রাতে অটো রিকশা দুর্ঘটনাগ্রস্ত

হওয়ায় আহত হন চাকল গছারাম

রিয়াং। তিনি একজন চাকরিচ্যুত

হওয়ার পর সংসার প্রতিপালনের জন্য অটো রিকশা চালান। এদিন রাতে টিআর০৪এ৩১৪৩ নম্বরের অটো রিকশা নিয়ে তিনি আমবাসা থেকে জগন্নাথপুরের উদ্দেশে আসছিলেন। মাঝপথে অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। এতে চালক গছারাম রিয়াং আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহত চালককে উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে জেলা হাসপাতালেই তিনি চিকিৎসাধীন।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। বন্য হাতির তাগুবে অতিষ্ঠ তেলিয়ামুড়ার গ্রামীণ এলাকার জনগণ। হাতির আক্রমণ রুখতে বন দফতর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাতে কোনো স্থায়ী সমাধান সূত্র বের হচ্ছে না।এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় নাগরিকরা। তবে বন দফতর মধু এবং মতিলালকে সিপাহিজলা থেকে এনেও বন্য হাতির আক্রমণ রুখতে পারেনি।তাদের প্রক্রিয়া এক প্রকারে ভেস্তে গেলো বলা যায়। এই আক্রমণ কোনোভাবেই রুখতে বন্য হাতির তাণ্ডব রুখতে মধু এবং পারেনি মধু এবং মতিলাল।শনিবার কারণে ধরে নেওয়া হচ্ছে পোষা মতিলাল নামে দুই পোষা হাতিকে রাতভর-সহ রবিবার সকাল পর্যস্ত হাতিকে এনে কাজেই লাগাতে মুঙ্গিয়াকামী নিয়ে আসা হয়েছিল। বন্য হাতির উন্মক্ত তাণ্ডব চলে পারেনি বন দফতর। আর এটা সেখানে জাতীয় সড়কের পাশে গোটা উত্তর কৃঞ্চপুর এলাকায়। এই কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলেই

তোলা হয়েছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সেই ক্যাম্প তৈরি করেছে বন দফতর। সিপাহিজলা অভয়ারণ্য থেকে মধু এবং মতিলালকে আনা হলেও তাদের সেই প্রচেষ্টা প্রথম দফাতেই বিফল হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বন দফতরের উদ্দেশ্য ছিল পোষা হাতিদের নিয়ে আসলে হয়তো বন্য হাতিদের তাণ্ডব রোখা যাবে। কিন্তু দুটি হাতিকে মুঙ্গিয়াকামীতে আনার দু'দিনের মাথায় ফের বন্য হাতির দল আক্রমণ চালায় লোকালয়ে। বিশাল আকারে হাতির ক্যাম্প গড়ে তাগুবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ মনে করছেন সাধারণ নাগরিকরা।

কয়েকটি পরিবারের বাড়িঘর। হাতির দল তছনছ করে দেয় ঘরের আসবাবপত্র। সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। বন্য হাতির দল শনিবার রাতে হঠাৎ উত্তর কৃষ্ণপুরের বিভিন্ন এলাকায় ঢ়কে পড়ে। এমনকী ঘরে তোলা গৃহস্থের ধান এবং চালের বস্তা টেনে জঙ্গলে নিয়ে যায়। নষ্ট করে দেয়ে বেশ কয়েকটি ক্ষেতের ফসলও। শনিবার রাতের এই র বিবার এলাকাবাসীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ কায়েম ছিল। সেই

# বাংলাদেশ যেভাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লাইটনিং

# লোকেশন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হলো

যন্ত্রপাতির শিপমেন্ট হয় না। রাখবার জন্য আমি দুঃখিত।" ইতোমধ্যে ফর্মাল প্রফেসর রবার্ট মন মুমুর্যু হয়, তবু আশা কভু মরে হোলজওয়ার্থ আমার কাছে না। আগস্ট মাস আমার জীবনে ইনফরমাল ববে পরিণত হয়েছে। সূতরাং আমি তাঁকে বব নামে পিতৃবিয়োগের গাঢ় বেদনার সম্বোধন করেই স্মরণিকা প্রেরণ আমরা কিছুটা দেরি করে ফেলেছি, এ মাসের শেষ নাগাদ আমি জীবনের গতি প্রবাহ এগিয়ে যায়। বিলম্বের কারণগুলো আমি আমি আবারও ববকে লিখবার জন্য তোমাকে লিখে জানাতে পারি। কিন্তু সেগুলো বিরক্তিকর। কিছু এমপ্লয়িদের মেডিক্যাল ইস্যু আর কোভিড ইস্যু তো আছেই।"

মার্চ চলে যায়, চলে যায় টি এস আমার তালিকায় পরবর্তী জনই এলিয়টের ক্রুয়েলেস্ট মাসও, মে তুমি। আশা করি আগামী সপ্তাহেই। মাসে যখন ওদের ওখানে ফুলের সমারোহ, তখন পুনরায় লিখি, "প্রিয় বব, তুমি আমার আগের ইমেইলের সূত্রগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নাও। তোমাকে একটি মৃদু স্মরণিকা দিলাম।" এবারের উত্তরও তোমাকে সরঞ্জামাদির একটি পূর্ণ তাৎক্ষণিক। ''প্রিয় মোস্তফা, আমাদের এখানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তোমার অনুরোধ রাখার জন্য আমাকে আরো কিছুদিন সময় দিতে হবে। আমাদের বর্তমান নেটওয়ার্কের বেশ কিছু স্টেশন চালু রাখার জন্য যন্ত্রপাতি রিপ্লেসমেন্ট করতে হচ্ছে। সুতরাং নতুন ব্যাচের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়ে আসা অবধি আগামী আগস্ট মাসের আগ পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করে যেতে হবে। প্যাকেজ ঢাকা কাস্টমস-এ চলে পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকার যোগাযোগ চালিয়ে যেতে পার।

নিদারুণ বেদনার নদী বইয়ে দেয়। নিদারুণ ভার আমার বুকের গভীরে করার সুযোগ নিই। স্মরণিকার উত্তর শীতল আগুনের চিরস্থায়ী তীব্র আসে চটজলদি, ''প্রিয় মোস্তফা, হাাঁ জ্বালাময়ী ক্ষত তৈরি করে দেয়। কিন্তু তবুও মৃত্যুর উপত্যকা পেরিয়ে তোমাকে যন্ত্রপাতিগুলো পাঠাচ্ছি। সেপ্টেম্বর আসে, মাসের শুরুতে কালো কিবোর্ডের ওপর আঙ্বল রাখি। এবারও তাৎক্ষণিক উত্তর, ''প্রিয় মোস্তফা, আমি ক্রমাগত বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। ফেডএক্সের জন্য তোমার ঠিকানাটা আবার জানাও। সেই সঙ্গে তোমার স্থানীয় ফোন নম্বর আর কাস্টমস খালাসের জন্য যা যা কাগজপত্র লাগবে। প্যাকেজের সঙ্গে আমরা তালিকা পাঠাব, আইটেমাইজড। এই প্যাকেজের কোনো বাণিজ্যিক মূল্য নেই। আমরা এসব সরঞ্জামাদি তোমার ইনস্টিটিউটকে আমাদের নেটওয়ার্কে যুক্ত হবার জন্য দান করছি।" সঙ্গে সঙ্গেই ঠিকানা ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিই। পরদিনই ফেডএক্স থেকে ট্র্যাকিং নোট আসে। আমার প্যাকেজ পিক আপ করেছে তারা।

এলো। এখন খালাস করার পালা। জন্য তুমি আমার সঙ্গে নিয়মিত কখনো কখনো একেবারেই অচিন্তনীয় ও অপ্রত্যাশিত জায়গা

হয়। এগিয়ে আসেন ঢাকা কিলোহার্টজ) তরক্ষের নাম কাস্টমসের এডিশনাল কমিশনার মি. মাহবব। তিনি প্রফেশনাল দায়িত্বে অটল থেকেই মাল খালাসের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে তুইসেলারও বলেন। বব এই তরঙ্গ নেন। অনুজ ও স্নেহভাজন মাহবুব ধরার জন্য পাঠিয়েছে একটি ভেরি ও আমি উভয়েই বয়েটের ছাত্র ছিলাম।"মোস্তফা ভাই, খালাস হয়ে আপনার প্যাকেজ এখন আমার অফিসে। আজই চা পানের নেমন্তর নিন।" চটজলদি বিভাগীয় প্রধানকে জানালাম। তিনি সঙ্গে পাইক-পেয়াদা দিয়ে দিলেন। প্রশাসনিক পরিচালক জানামাত্র গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এবারে ''ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল"। কাস্টমস থেকে প্যাকেজ বুঝে পেয়ে, খোশমেজাজে সরাসরি ল্যাবে ফিরে এলাম। পথিমধ্যে এন্টেনা ফিট করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আর্থিং-এর জন্য তামার তার কিনে নিলাম। কিনলাম মানসম্মত মাল্টিপ্লাগ ও সকেট। একটা অনলাইন ইউপিএস আগেই কিনে রেখেছিলাম, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে। লোড শেডিং কিংবা অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়টুকুতে আমি ডাটা হারিয়ে যেতে দিতে চাই না। সবকিছু গুছিয়ে রেখে সম্ভুষ্টচিত্তে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আকাশপানে চোখ রাখলাম। কখন যে সূর্য গোধূলির আকাশে গোলাপি বরণ আভা ছড়াতে লেগেছে, দেখার জন্য একটি মনিটর। বুঝতেই পারিনি।

পরদিন থেকে শুরু হলো সরঞ্জামাণ্ডলো সেটআপ করার কাজ। লাইটনিং থেকে নিৰ্গত অতি

স্ফেরিকস বা রেডিও এট্মোস্ফিয়ারিকস।হুইসেলের মতো শব্দ করে ওঠে বলে অনেকে একে লো ফ্রিকোয়েন্সি (ভিএলএফ) এন্টেনা আর একটি ভিএলএফ রিসিভার। এন্টেনায় শব্দতরঙ্গ ধরা পড়বে আর রিসিভার তাকে আমন্ত্রণ করে ঘরে নিয়ে আসবে। কিন্তু অতি দুর্বল এই তরঙ্গকে শনাক্ত করা রিসিভারের জন্য খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই একে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় শক্তিশালী করে নেবার জন্য এন্টেনা ও রিসিভারের মাঝামাঝি স্থাপন করতে হয় একটি প্রি-এমপ্লিফায়ার। বব সেটিও পাঠিয়েছে। স্ফেরিক্সের তরঙ্গদৈর্ঘ্য শব্দতরঙ্গের সীমানার মধ্যেই। তাই সচরাচর ব্যবহৃত একটি সাউন্ড কার্ডই একে ক্যাপচার করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে সক্ষম। বব পাঠিয়েছে তেমনি একটি সাউন্ড কার্ড সম্বলিত একটি রাসবেরি পাই কম্পিউটার। একটি মাইক্রো এসডি কার্ডও আছে তাতে; কম্পিউটারের স্মৃতি। মোটা দাগে এই হলো সিস্টেম। নেটওয়ার্কে ডাটা পাঠাতে আমার প্রয়োজন একটি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ। রাসবেরী পাই-এ ইনপুট দেওয়ার জন্য একটি কিবোর্ড আর একটি ইঁদুর; আউটপুট আইসিটি পরিচালকের কাছে অনুরোধ রাখতেই মুহুতেই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সবকিছুর

ব্যবস্থা হলো। একেবারে

তোমাকে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থেকেও সাহায্যের হাত প্রসারিত ক্ষুদ্র কম্পাঙ্কের (৩ থেকে ৩০ বিদ্যুৎগতিতে; 'দ্রুত ও নিশ্চিত'। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগ দিয়ে আমি সিস্টেম দাঁড় করিয়ে ফেললাম। এবার যথোপযুক্ত জায়গায় এন্টেনা স্থাপনের পালা। যাতে করে স্ফেরিক্স বাবাজি ঘুলঘুলিতে বসা চডুইয়ের মতো নিরাপদে এন্টেনায় নেমে আসে। বব আগেই পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিল। সাউন্ড পোর্টে ভাল একটা হেডফোন লাগাবে। ডান কান বন্ধ রেখে বাম কানে শুনতে শুনতে ছাদে এন্টেনা নিয়ে হাঁটতে থাকবে। যেখানে হুইসেলের শব্দ সবচেয়ে স্পষ্ট শুনবে, সেটাই মোক্ষম স্থান। ছাদে এলাম। নির্দেশনা অনুযায়ী পায়চারি করছি। আড়ালে দাঁড়িয়ে অনেকেই দূর থেকে আমার কাণ্ড-কারখানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাছে বিচার ব্যবস্থাকে পৌছে **কৈলাসহর, ১৯ ডিসেম্বর।।** রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রবিবার কৈলাসহর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে এক দিবসীয় রাজ্যভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্বোধন করেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি সুভাশিস তলাপাত্র। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি সত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়-সহ প্রতিটি জেলা আদালতের বিচারকরা। এই প্রথম রাজ্যে এই ধরনের কোনো সভা ঊনকোটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন ঊনকোটি জেলার জেলা আদালতের বিচারক অরিন্দম পাল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি

দেওয়া যায় এবং বিগত দিনে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কি কি ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গেছে সেই সব বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, গত দুই বছরে করোনা মহামারির কারণে অনেক কাজ পিছিয়ে পড়েছে। তাই আগামী দিনে কিভাবে কাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই সম্পর্কে সবাই আলোচনা করেছেন। বিচারক অরিন্দম পাল আরও বলেন, গোটা রাজ্যেই নয় সারা দেশের মধ্যে লিগ্যাল সার্ভিসে ঊনকোটি জেলা এগিয়ে আছে।জীতায় স্তরে দেশের সবক'টি রাজ্যকে পেছনে ফেলে দু'বার পুরস্কার পেয়েছে ঊনকোটি জেলা। এরকম রাজ্যভিত্তিক সভা ঊনকোটি জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি এই জেলাকে ভাগ্যবান

আগরতলায় চিকিৎসার জন্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। ছেলের চোখের চিকিৎসার জন্য সরকার ও সহাদয় নাগরিকদের কাছে কাতর আবেদন জানালো অসহায় এক মা। পিতৃহারা বছর এগারোর রহিত খান জন্মের তিন বছর পর থেকেই চোখের সমস্যায় ভোগছে। গত দুই বছর ধরে আর্থিক অনটন থাকায় মা আনারকলি বেগম ছেলেকে চিকিৎসা করাতে পারিনি। মানুষের বাড়িতে কাজ করে ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছে মা। বর্তমানে সোনামুড়া তামসাবাড়িতে ঘর ভাড়া

করে ছেলেকে নিয়ে অসহায়ত্বের জীবন কাটাচ্ছে আনারকলি। জানা যায়, সোনামুড়া থানাধীন শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের

জানান, বিনা পয়সায় কিংবা কম

খরচে কিভাবে সাধারণ মানুষের

বাসিন্দা আনারকলি বেগম। এদিকে গত ৮ ডিসেম্বর রহিত স্কুলে যাওয়ার পর হঠাৎ চোখের সমস্যা বেডে যায়, স্কুলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে। তখন

বলেও মনে করছেন।



চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক বলে দেন রাজ্যের বাহিরে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে রোহিতকে তা না হলে সে ধীরে ধীরে চোখে আর দেখতে পারবে না। যদিও সে এখন চশমা ব্যবহার না করলে দেখতে পারে না। রোহিত মেধাবী ছাত্র। কিন্তু বহির্রাজ্যে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই মা আনারকলির। ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সরকার এবং স্বহৃদয় নাগরিকদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন অসহায় এই মা।

### জানা এজানা

### তথ্য লুকোনোর নিরাপদ উপায়

থেকে যত সাইফার এখন পর্যন্ত আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে. সবগুলোর ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ সমস্যা সব সময়ই থেকে গেছে। সেটা হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট। যত যাই করা হোক না কেন, সাইফারে এই দুর্বলতার কারণে ইনফরমেশন লিক হবেই, আর সেটা ধরে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকলে একটা সময় মূল বক্তব্য উদ্ধার করে ফেলা যাবে। কীভাবে একটা সাইফারের ফিঙ্গারপ্রিন্টকে প্রায় মছে ফেলা যায় ? ধরা যাক, চিঠিটাতে নীতু ইয়া বড় একটা শিফটিং ব্যবহার করেছে আর সেটা পুরোপুরি নিরপেক্ষ। আপনার মনে হতে পারে, এটা কী রকম ? নীতু কি তাহলে ইচ্ছামতো যা খুশি সংখ্যা ধরে নেবে? ধরলাম, নীতু ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে নিজের ইচ্ছামতো একটার পর একটা সংখ্যা লিখে গেল, পর পর প্রায় ১০০টি সংখ্যা। এবার এই বিশাল সংখ্যার তালিকা ধরে সে যদি তার চিঠিতে এনক্রিপ্ট করে, তাহলে দেখা যাবে, মূল চিঠি উদ্ধার করা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে এই কাজটা আরও ভালো করে করা যাবে, যদি

মোটামুটি সেই প্রাচীনকাল

নিজে এই কাজটি না করে অন্য কোনো উপায়ে তার শিফটিংয়ের সংখ্যাগুলো পেয়ে যায়, যেটা আরও বেশি নিরপেক্ষ। আমাদের কেউই কিন্তু পুরোপুরি নিরপেক্ষ চিন্তা করি না। আপনাকে যদি একটা সংখ্যা চিন্তা করতে বলা হয়, কত চিন্তা করবেন ? হয়তো ৭ বা ১১ ? অথবা ৯ ? যা-ই হোক না কেন, আপনার মনের চিস্তাটা যেহেতু প্রভাবিত, যদি পর পর ১০০ বা আরও বেশি সংখ্যা লিখতে বলা হয় আপনাকে, সেগুলো প্রত্যেকেই ১ থেকে ২৬-এর মধ্যে আছে. দেখা যাবে কিছু বিশেষ সংখ্যার অনেক বেশিবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। আমাদের চিন্তাভাবনা যেহেতু পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়, কাজেই আমাদের শিফটিং স্ট্রিং সুষম হবে না, এটা ধরেই নেওয়া যায়। এই ঝামেলা থেকে মুক্তির উপায় কী? খুব সহজ, নিরপেক্ষ কোনো কিছু থেকে এই সংখ্যাগুলো বাছাই করা। আমরা সবাই কমবেশি লুডু তো খেলেছি। একটা লুডু খেলায় ছক্কাটি নিরপেক্ষভাবে ঠিকঠাক মতো বানানো হলে দেখা যাবে সিজার সাইফারে মূলত শিফটিং অনেক বেশি সংখ্যকবার ছক্কা করা হতো প্রতিটি অক্ষরকেই নিক্ষেপ করলে প্রতিটি ফলাফল একই সংখ্যা দ্বারা, সবগুলো মোটামুটি সমান সংখ্যকবার অক্ষর নির্দিষ্ট দুরত্বে শিফট এসেছে। এটি একদমই সাধারণ সম্ভাব্যতার বিষয়। আরও মজার করে। মূল মেসেজ উদ্ধার করতে হলে আমাদের সর্বোচ্চ ব্যাপার হলো, লুডু খেলার সময় ২৬ বার চেষ্টা করলেই যথেষ্ট। ছক্কা নিক্ষেপ করলে কোন্ বার আর কপাল ভালো হলে এর কী আসবে, তা কোনোভাবেই আগেই মূল অর্থ উদ্ধার হয়ে অনুমান করা সম্ভব নয়। ছক্কা নিক্ষেপের ফলাফল অন্য যেতে পারে। কিন্তু ওয়ান টাইম প্যাডের শিফটিং প্রতিটি যেকোনো কিছুর থেকে অক্ষরভেদে ভিন্ন। ধরা যাক, পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত! আমরা এর এনক্রিপশন করতে তাহলে চিন্তা করুন, ছক্কাতে চাই। এ ক্ষেত্রে মোট বর্ণ ১০টি। তো মাত্র ছয়টা সংখ্যা লেখা প্রতিটি অক্ষরের জন্য শিফটিং থাকে ছয় পাশে। আমাদের ১-২৬-এর মাঝে যেকোনো হাতে যদি এমন একটা ছক্কা

থাকত, যেটির মোট ২৬টি তল

পর্যন্ত সব সংখ্যা লেখা। তাহলে

ফল পেতাম এবং এই ফলগুলো

হতো পুরোপুরি নিরপেক্ষ। কার

পর কে আসবে বা ফলাফল কী

হতে পারে, কোনোভাবেই

অনুমান করা সম্ভব নয়। এ

১০০ বার নিক্ষেপ করা হয়,

রকম একটা ছক্কা যদি পর পর

তাহলে বিশাল একটা সংখ্যার

স্ট্রিং পাওয়া যাবে। এটা আমরা

আমরা ২৬ রকমের ভিন্ন ভিন্ন

রয়েছে, তাতে ১ থেকে ২৬

কিছুই হতে পারে। কাজেই

আমরা যদি মোট সম্ভাব্য

সমাবেশের ধারণা ব্যবহার করে

ফলাফল হিসাব করি, সংখ্যাটি

দাঁডাবে ২৬১০ বা ১.৪অ১০১৪

এর চেয়েও বেশি। এই সংখ্যাটা

কত বড ধারণা করতে পারেন?

চেষ্টা করি, আপনি যদি সাধারণ

এ-ফোর কাগজে করে সবগুলো

করেন, একটি কাগজে একটি

এরপর দুইয়ের পাতায়

আমি একটু ধারণা দেওয়ার

সম্ভাব্য অপশন লেখা শুরু

শিফটিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি। কীভাবে? খব সোজা, প্রথমত এই শিফটিং স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য যত খুশি বড় করা যাবে, যত খুশি ছোট করা যাবে নিজের মতো করে। এরপর যেহেতু এটির ফলাফল কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, কাজেই কোনোভাবেই এটার ফলাফল অনুমান করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া যেহেত সবগুলো ফলাফলই নিরপেক্ষ, এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত শিফটিং স্ট্রিংয়ের ফলে মেসেজের এনক্রিপশন করা হলে দেখা যাবে, এতে প্রায় সবগুলো অক্ষরই সমানভাবে পুনরাবৃত্তি করবে। অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইসিস করেও কোনো লাভ হবে না এই মেসেজে। সবগুলো বর্ণই ব্যবহৃত হয়েছে শিফটে এবং নিরপেক্ষভাবে। কাজেই এনক্রিপ্ট করা হলে দেখা যাবে, এনক্রিপ্টেড চিঠির অক্ষরগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি প্রায় স্ব্য ও এ থেকে তথ্য পাচারের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে। অর্থাৎ সবগুলো অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি সমান থাকবে। তবে একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে, শিফটিংয়ের জন্য যে স্ট্রিং আমরা ব্যবহার করি, সেটা যাতে নিরপেক্ষ

ও সুষম থাকে।

তাহলে এই

লাগানো শিখ পতাকা খুলে নেওয়ার অভিযোগে আরও এক যুবককে পিটিয়ে মারলেন গ্রামবাসীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গুরুদ্বারের শিখ পতাকা খুলে ধর্মকে অবমাননা করার অভিযোগে এক যুবককে পেটানো হচ্ছে বলে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। এর পরই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, গ্রামবাসীদের সামনেই ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে পদ্ধতিতে এনক্রিপশনের মধ্যে বচসা চলাকালীনই তাঁকে গণপিটুনি আমার না থাকছে পুনরাবৃত্তিক দিয়ে মেরে ফেলেন ক্ষুব্ধগ্রামবাসীরা। শিফটিং অর্থাৎ কোনোভাবেই ফেসবুকে একটি লাইভ ভিডিওতে পরবর্তী শিফটিংয়ের প্রকতি ওই গুরুদ্বারের কেয়ারটেকার অনুমান করা সম্ভব নয়। অমরজিৎ সিংহ জানান, ভোর ৪টের বিশালসংখ্যক উপাত্ত নিলে সময় প্রার্থনা সেরে গুরুদ্বার থেকে দেখা যাবে এনক্রিপ্টেড বেরনোর সময় তিনি দেখেন, মেসেজের সব অক্ষরের গুরুদ্বারের নিশান সাহিব (শিখ ফ্রিকোয়েন্সি হবে সমান পতাকা) খোলার চেষ্টা করছেন এক এতক্ষণ আমরা যে তথ্য যুবক। যুবককে ধরারও চেস্টা পাচারের কথা বলে যাচ্ছি, যে করেছিলেন তিনি। কিন্তু পারেননি। সমস্যা আমাদের সব ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই এনক্রিপশনকে দুর্বল করে গ্রামবাসীদের হাতে ওই যুবক ধরা ফেলছিল, আমাদের সেই পড়েন। শনিবার সন্ধ্যায় স্বর্ণমন্দিরে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। প্রার্থনা চলাকালীন আচমকাই এক এই যে একাধিক স্ট্রিংয়ের ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ব্যবহারের মাধ্যমে এনক্রিপশন, 'গ্রন্থ সাহিব'-এর সামনে রাখা এই পদ্ধতিকে বলা হয় ওয়ান তরোয়াল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা টাইম প্যাড পদ্ধতি। করায় তাঁকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে মোটামটিভাবে আমরা যত ফেলেন উত্তেজিত জনতা। ওই রকমের এনক্রিপশন দেখি, ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ব্যবহার করি, তার মধ্যে এটি একই ঘটনা ঘটলো পাঞ্জাবে। সবচেয়ে শক্তিশালী। এই স্বর্ণমন্দিরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ধারণার প্রথম প্রায়োগিক একটি বিশেষ তদস্তকারী দল গঠন ফলাফল দেখা যায় ঊনবিংশ করেছে পাঞ্জাব সরকার। ওই শতাব্দীর শেষ ভাগে। কেন এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন এনক্রিপশন এত শক্তিশালী? বা ডি সি পি অমৃতসরের এটা ভাঙা কেন অনেক বেশি আইন-শৃঙালা। রবিবার বিকেল কঠিন ? আসুন, আমরা এর ৪টে নাগাদ স্বর্ণমন্দিরে যাচেছন পেছনের গাণিতিক ব্যাখ্যাটা মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চন্নী। একটু দেখে নিই।

# ৪০ হাজার বছর ধরে সব ভারতীয়'র ডিএনএ এক, দাবি মোহন ভাগবতের

সিমলা, ১৯ ডিসেম্বর।। এর আগে তিনি বলেছিলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকই আসলে হিন্দ, কেননা তাদের পূর্বপুরুষ এক। এবারও ঘুরিয়ে একই কথা বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত।বললেন, ৪০ হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ভারতীয়র শরীরে রয়েছে একই ডিএনএ। শনিবার ধরমশালায় প্রাক্তন ভারতীয় সেনাদের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংঘ প্রধান ভাগবত। সেখানেই বলেন, "গত ৪০ হাজার বছরে ভারতীয়দের ডিএনএ-তে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমাদের পর্বপর্যরা অভিন। ওই পূর্বপুরুষদের কারণেই আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের ও আজকের ভারতীয়দের মধ্যে কোনও তফাত নেই।" এদিন প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের সমাবেশে বিপিন রাওয়াত-সহ তামিলনাড়ুর কুন্নুরের চপার

চন্ডীগড়, ১৯ ডিসেম্বর।।

স্বর্ণমন্দির কে 'অপবিত্র' করার

অভিযোগে শনিবারই এক ব্যক্তিকে

পিটিয়ে মারার ঘটনায় উত্তেজনা

ছড়িয়েছিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে।

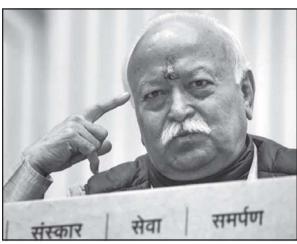
রবিবার ভোর রাতে হুবহু এক ই

ঘটনা ঘটলো ওই রাজ্যের

কাপূরথালা জেলায়। কাপূরথালার

নিজামপুর গ্রামে একটি গুরুদ্বারে

দর্ঘটনায় মত ১৪ জনের প্রতি শোকপ্রকাশ করে ভাগবত দাবি করেন, বিজেপি ও আরএসএস পৃথক বিষয়। এও বলেন যে, বিজেপি সরকারকে আরএসএস নিয়ন্ত্রণ করে না। এই ধরনের বক্তব্য আসলে মিডিয়ার প্রচার। মোহন ভাগবত বলেন, "তাদের (বিজেপি) রাজনীতি আলাদা, কাজের ধরনও অন্যরকম। তবে সংঘের চেতনা ও সংস্কৃতির একটা কার্যকারিতা রয়েছে। ওখানে (সরকারে) যাঁরা আছেন, তাঁদের কারও কারও সঙ্গে সংঘের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এর বেশি কিছু না। সংবাদ মাধ্যম যেভাবে লেখে, সংঘের হাতেই রয়েছে বিজেপি সরকারের রিমোট কন্ট্রোল ইত্যাদি, আদতে তেমন কিছ নয়।" ভাগবতের আরও দাবি, "সরকার সবসময় আমাদের (আরএসএস) বিরুদ্ধেই অবস্থান করে, গত ৯৬ বছর ধরে হাজার বাধা ডিঙিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন সংঘের সদস্যরা।



সমাজের যখনই প্রয়োজন হয়. তখনই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করেন। স্বয়ংসেবকরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন যে সংসদ ভবনের আসন দখল তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা মানুষের পাশে থাকেন, স্বাধীনভাবে কাজ করেন তাঁরা।" প্রসঙ্গত, এর আগেও ভাগবত দাবি

করেছিলেন, ভারত ও হিন্দুত্বকে পরস্পরের থেকে আলাদা করা যায় না। সেবার সংঘ প্রধান বলেন, "হিন্দু ছাড়া ভারত হতে পারে না। আবার ভারত ছাড়াও হিন্দু হতে পারে না। এটাই হিন্দুত্বের মূল কথা। আর সেই কারণেই ভারত হিন্দুদের দেশ।"

### তালাকের অধিকার মুসলিম মহিলারও

**তিরুঅনন্তপুরম, ১৯ ডিসেম্বর।।** স্বামী যদি পুনর্বিবাহ করেন তবে একজন মুসলিম মহিলারও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকা উচিত। যদিও তাঁদের সমানভাবে বিবেচনা করা হয় না, একই রকম স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগও দেওয়া হয় না। অথচ কোরানে স্ত্রীর সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের একটি মামলায় শনিবার একথা বললো কেরল হাইকোর্ট। সম্প্রতি কেরলের থালাসসারি অঞ্চলের এক মহিলা কেরল হাইকোর্টে বিবাহ বিচেছদের দাবিতে মামলা করেন। বিচেছদের দাবি করে বিচারপতিদের ওই মহিলা জানান, তাঁর স্বামী পুনর্বিবাহ করেছেন এবং বর্তমানে আলাদা সংসারও পেতে ফেলেছেন। যদিও ওই মহিলার পরিবার তাঁকে আদালতে বিচ্ছেদের মামলা করা থেকে বিরত থাকতে বলেছিল। সেই কথায় কান না দিয়ে অধিকার আদায়ে মামলা করেছেন তিনি। শনিবার এই মামলার দুই বিচারপতি এ মহম্মদ মুস্তাক এবং সোফি থমাস বলেন, মুসলিম ডিভোর্স অ্যাক্ট সেকশন ২(৮) (এফ)-এ বলা আছে, স্বামী যদি স্ত্রীকে অবহেলা করেন ও পুনর্বিবাহ করেন তবে স্ত্রীও বিচ্ছেদের অনুমতি পাবেন। এক্ষেত্রে গত দুই বছর ধরে স্ত্রীর দেখভাল করেননি স্বামী। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে আলাদা সংসার করছেন স্বামী। এরপর ২০১৯ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করে কেরল হাইকোর্টে মামলা করেন মহিলা। যদিও স্বামীটির দাবি, আলাদা থাকলেও প্রথম স্ত্রীকে সবরকম ভাবে সাহায্য করে আসছেন তিনি। তবে কেরল হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে দীর্ঘদিন ধরে আলাদা রয়েছেন স্বামী, এর থেকেই প্রমাণ হয় স্ত্রীকে যোগ্য সম্মান দেননি তিনি। তাছাড়া ২০১৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করার কোনও ইচ্ছেও দেখা যায়নি তার মধ্যে। অর্থাৎ নিজের কর্তব্য পালন করেননি স্বামী, যা কোরানের বক্তব্যকে খণ্ডন করারই শামিল। ফলে আদালত প্রথম স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের আইনত অনুমতি দিচ্ছে।

#### স্বর্ণমন্দিরের পর খুন এসডিপিআই ও আরও এক জনকে নেতা, জারি ১৪৪ ধারা পিটিয়ে খন পাঞ্জাবে

তিরুঅনন্তপুরম, ১৯ ডিসেম্বর।। ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে কেরলে দুই রাজনৈতিক নেতার খুন ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক নেতার হত্যার পরে রবিবার ভোরে বিজেপি নেতা ও দলের ওবিসি মোর্চার রাজ্য সচিব রণজিৎ শ্রীনিবাসনকে তাঁর বাড়ি ঢুকে খুন করল দুষ্কৃতিরা। যার জেরে রাজ্যের আলাগ্লুজা জেলায় জারি ১৪৪ ধারা। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে রোজকার মতোই প্রাতর্ভ্রমণে বেরোচ্ছিলেন ওই জনপ্রিয় বিজেপি নেতা। ঠিক তখনই তাঁর বাড়ি চড়াও হয় দুষ্কৃতিরা। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও মা। তাঁদের সামনেই তাঁকে মারধর করতে থাকে আততায়ীরা। এরপর তাঁর গলা কেটে দেয় তারা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই নেতার। সকালেই ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর আগে শনিবারই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া তথা এসডিপিআই নেতা ও দলের রাজ্য সচিব কে এস খানকেও খুন করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা। বাড়ি ফেরার পথে তাঁর উপরে চড়াও হয় তারা। ওই খুনে বিজেপি-আরএসএস জোটের দিকে আঙুল তুলেছেন দলের রাজ্য সভাপতি মুভাত্তপুজা আশরফ মৌলবি। সংবাদমাধ্যমের সামনে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, যদি আরএসএস ও বিজেপি এই ধরনের হামলা থেকে নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের কড়া জবাব দেওয়া হবে। দুই হত্যারই তীব্র নিন্দা করেছেন রাজ্যের সিনিয়র কংগ্রেস নেতা ও কেরলের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা। তিনি বলেন, ''বিজেপি ও এসডিপিআইয়ের উচিত এই ধরনের খুনোখুনির প্রতিশোধে মেতে না উঠতে। এটা রাজনীতি নয়।" তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন রাজ্যের শাসক দল ও পুলিশের উপরে। তাঁর মতে, রাজ্যে এভাবে প্রতিহিংসার ঘটনা ঘটছে অথচ প্রলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

### সকল বাতানুকূল দ্ৰেনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর।। দুরপাল্লার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব ট্রেনের সংরক্ষিত বগিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকেই। এবার সেই সুবিধা আরও বাডালো রেল। এবার থেকে রাজধানী, দুরস্ত-সহ সমস্ত সম্পূর্ণ বাতানুকূল এক্সপ্রেস ট্রেনেও থাকবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্দিষ্ট আসন। এছাড়াও দূরপাল্লার ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষার দিকটি নিয়েও একাধিক পরিকল্পনা করছে রেল।শনিবার তা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈশ্বো। এতদিন সাধারণ স্লিপার বগিতে ছ'টি করে বার্থ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। গরিব রথ এক্সপ্রেসের বাতানুকূল থ্রি-টিয়ার বগিতেও একই সুবিধা পেতেন মহিলা যাত্রীরা। সেই সুবিধা এবার রাজধানী, দুরস্তর মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনেও পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ভারতীয় রেলের তরফে। ট্রেন যাত্রায় মহিলাদের

দিচ্ছে ভারতীয় রেল। এদিন এই দাবি করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈশ্বো। তিনি জানিয়েছেন, সংরক্ষিত আসনগুলির সুবিধা নিতে পারবেন যেকোনও বয়সের মহিলা। তবে রেলমন্ত্রী এও জানিয়েছেন যে, মেয়েরা একা বা দলবদ্ধভাবে সফরের সময়েই এই সবিধা নিতে পারবেন। প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবরে চালু হয়েছে ট্রেনে সফরকারী মহিলাদের সুরক্ষা প্রকল্প 'মেরি সহেলা'। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের সুরক্ষার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা নিয়েও ভাবছে রেল। এই বিষয়ে আরপিএফ ও জিআরপি-কে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চায় রেল মন্ত্রক। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই বিষয়ে জেলা পুলিশকেও অবগত করা হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

এরপর দুইয়ের পাতায়

### নাবালিকা গণধর্ষণে কঠোর সাজা ১৩ জনের ২০ বছরের কারাদণ্ড

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। চলতি বছরের শুরুর দিকে জরিমানা করা হয়ছে, আরও এক মহিলাকে ৪ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় রাজস্থানে। ১৫ বছরের ওই নাবালিকাকে টানা ন' দিন ধরে ধর্ষণ করে একাধিক ব্যক্তি। ঘটনায় অভিযুক্ত ১৩ জনকে কঠোর সাজা দিল রাজস্থানের কোটা শহরের একটি আদালত। ১৩ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। আরও ২ জনকে ৪ বছর করে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে অ্যাডিশনাল সেশন জজ অশোক চৌধুরী পকসো আইনে একটি বিশেষ আদালত গঠন করেন। এবার নয় মাসের মধ্যে দোষীদের শাস্তি দিল সেই আদালত। শনিবার নাবালিকার গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ১৬ জনের বিরুদ্ধে সাজার নির্দেশ দিল আশোক চৌধুরীর আদালত। ১৩ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে, ২ জনকে ৪

কঠোর কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়েছে শনিবার। নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ ছিল এই মহিলার বিরুদ্ধে। ঝলওয়ারের একাধিক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে সেই মহিলা। ওই ব্যক্তিরাই নাবালিকাকে নয় দিন ধরে ধর্ষণ করে। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত অন্য ১২ জনকে নিদেষি ঘোষণা করেছে কোটার আদালত। এদিকে নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগ রয়েছে আরও ৪ নাবালকের বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে জ্রভেনাইল আদালতে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৬ মার্চ সুকেতনগর পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযোগ করে ধর্ষিতা নাবালিকা। সে জানায়, বাড়ি থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে কোটায় আনে বুলবুল ওরফে পূজা জৈন নামের এক মহিলা। এরপর পূজা তাকে একাধিক পুরুষের কাছে বিক্রি করে ভোগ করার জন্যে। বছর করে কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৭ হাজার টাকা করে এভাবেই তাকে একটানা নয়দিন ধরে ধর্ষণ করা হয়।

### পুরভোটে উত্তেজনার আবহাওয়া



পুলিশের হাতে পাকড়াও ছাপ্পা ভোটার।

শরীর থাকবে গরম, বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর।। দিনভর উত্তেজনার আবহেই শেষ হল কলকাতার পুরভোট। শহরের নানা প্রান্তে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। দু'জায়গায় বোমাবাজি হয়েছে। রক্তও ঝরেছে দু'-একজনের। বিরোধীদের অভিযোগ, সকাল থেকেই বুথ দখল করে, সন্ত্রাস ছডিয়ে 'ভোট করিয়েছে' শাসকদল। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে. নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতেই সব জায়গায় প্রার্থীই দিতে না পারা বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ ভোটকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে দিনভর।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতা পুলিশের মতে, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ। বুথ দখলের কোনও ঘটনা হয়নি বলেও জানিয়েছে কমিশন। রবিবাসরীয় পুরভোটের'সৌজন্যে' নজিরবিহীন বিরোধী ঐক্যেরও সাক্ষী হয়েছে শহর। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে উত্তর কলকাতার বডতলা থানার সামনে মিলিতভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করেছে রাজ্যের তিন বিরোধী দল বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস। তিন দলই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পৃথকভাবে অশান্তি

প্রার্থী এবং কর্মীদের মারধর, পোলিং এজেন্টকে হেনস্থা, বিরোধীদের বুথ ক্যাম্পে হামলার অভিযোগ উঠেছে। প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও ঝরেছে রক্ত ! শিয়ালদহের টাকি স্কুলের সামনে বোমায় জখম হয়েছেন এক জন। বেলেঘাটার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডেও শাসকদলের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। যদিও শিয়ালদহে বোমাবাজিতে আহত হওয়ার কথা স্বীকার করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সিআইটি পার্ক পোলিং স্টেশনে ভাঙচুর করা হয়েছে ইভিএম। ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিতের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝাও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। খিদিরপুরে হামলা হয়েছে সিপিএম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খানের উপর। ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী আশিস মণ্ডল সিরিটির একটি বুথে ঢুকতে গিয়ে নিগ্রহের শিকার হন। ৪৫ নম্বর এরপর দুইয়ের পাতায়

এবং অনিয়মের অভিযোগ

জানিয়েছে। বড় কোনও অশান্তি না

ঘটলেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিরোধী

### স্টাইল

# ীতে খান এই ৪টি আটার রুটি



শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই মরসুমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

নানান সবজি ও ফল খেয়ে থাকি আমরা। কিন্তু গম ছাড়া অন্যান্য শস্যের আটার রুটিও শীতকালে রোগ প্রতিরোধ

ক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং শরীর গরম রাখতে সাহায্য শীতকালে গম ছাড়াও অন্যান্য নানান শস্যের আটা পাওয়া যায়। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এর সাহায্যে শরীরকে ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এই আটার রুটি খেতে যেমন সুস্বাদু খেতে, তেমনই শীতকালে শরীরও গরম রাখে। এখানে কয়েকটি আটার উল্লেখ করা হল, যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যোপযোগী।

বাজরার আটা- বাজরার আটা

গ্লুটেন মুক্ত হয়। তাই কারও

বাজরার আটা খেতে পারেন। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, আয়রন, ফাইবার ও পটাশিয়ামে সমৃদ্ধ এই আটা। শীতকালে বাজরার আটার রুটি অধিক স্বাস্থ্যোপযোগী। এটি শরীর গরম রাখে। জোয়ারের আটা- আইএফটি অনুযায়ী জোয়ার একটি প্রাচীন শস্য। সাধারণত হলুদ বা সাদা রঙের হয়ে থাকে এই আটাটি। তবে কোনও কোনও প্রজাতির জোয়ার লাল, বাদামী, কালো

বা বেগুনী রঙ্কেও হয়।

জোয়ারও গ্লুটেন মুক্ত আটা।

গমের আটায় অ্যালার্জি থাকলে

পাচন তম্ত্রের জন্য অধিক উপকারী এই আটা। পাশাপাশি আমাদের শরীর গরম রাখতেও সাহায্য করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে উপযোগী জোয়ারের আটা। রাগীর আটা- গমের আটার উৎকৃষ্ট বিকল্প হল রাগীর আটা। বাদামী রঙের এই আটাটি খুব তাড়াতাড়ি রান্না করা সম্ভব। ওজন কম করতে সহায়ক হয় রাগীর রুটি। ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ রাগীকে অধিকাংশ সময় মাল্টিগ্রেন আটার সঙ্গে মেশানো হয়।

কুটুর আটা- সব মরসুমেই কুটুর আটা পাওয়া যায়। তবে শীতকালে এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক উপকারী। এতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন বি২, রাইবোফ্লোবিন ও নিয়াসিন থাকে। কুটুর আটাকে শুদ্ধ মনে করা হয়। তাই উপবাসে এটি খেয়ে থাকেন অনেকে। এই আটার রুটি প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বস, ফাইবার, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম ও আয়রনের উল্লেখযোগ্য উৎস। শীতকালে এই আটা শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে।

### জানুয়ারি মাসে

উন্মুক্ত হ্যান্ডবল প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যব্যাপী খেলাধুলা বন্ধ। এই অবস্থায় ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন আগামী জানুয়ারি মাসে উন্মুক্ত হ্যান্ডবল করার উদ্যোগ নিয়েছে। ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি হবে এই প্রতিযোগিতা। এন্ট্রি ফি ৫০০ টাকা। ১৫ জানুয়ারির মধ্যে এন্ট্রি নিতে হবে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল পাবে ৫ হাজার টাকা। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল ৫ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল পাবে ৩ হাজার টাকা। একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার চেয়ারম্যান

#### লিটন রায় ও অপু রায়। যুব উৎসব নিয়ে বৈঠক

সূর্যকান্ত পাল এবং দুই যুগাসচিব

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ আগামীকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আসন্ন জেলা ও রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার-র উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এই বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে আগামীকাল দুপুর ১টায় বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের তরফে উপ-অধিকর্তা শিমল দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

### প্রীতম-র জোড়া গোলে জয়ী মৌচাক



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ প্রীতম সরকার-র জোড়া গোলের সৌজন্যে জয় পেলো মৌচাক। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে তারা ২-১ গোলে পরাস্ত করলো সবুজ সংঘ-কে। এই জয়ের সুবাদে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান বজায় রাখলো তারা।চার ম্যাচের পর তাদের পয়েন্ট ১০। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ত্রিপুরা স্পোর্টস

নবোদয় সংঘও দৌড়ে আছে। এই বছর দ্বিতীয় ডিভিশনে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ব্যবধান খব কম। তাই প্রতিটি ম্যাচেই লড়াই হচ্ছে। আরও একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এক বা দুই গোলের ব্যবধানে ম্যাচের ফয়সালা হচ্ছে। এই তথ্যই প্ৰমাণ

হয়ে ঝাঁপায় মৌচাক। তারই ফল হিসাবে ১৫ এবং ২০ মিনিটে ২টি গোল করে প্রীতম। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা সবজ সংঘ দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণাত্মক খেলার চেস্টা করে। ৪ মিনিটে বয়াস দেববর্মা সবুজ সংঘের হয়ে ব্যবধান কমায়। এরপরও তারা চেষ্টা করে দলগুলির শক্তি প্রায় সমান। করেছিল। তবে ডিফেন্স মজবুত এদিন হারলেও সবুজ সংঘ কিন্তু রেখে তাদের আক্রমণ প্রতিহত প্রশংসনীয় লড়াই করলো। করতে সফল মৌচাক।ফলে ২-১ রক্ষণাত্মক নয়, প্রতি-আক্রমণ গোলে ম্যাচ জিতে খেতাবি স্কুলের পয়েন্ট ৯। চ্যাম্পিয়ন কে নির্ভর ফুটবল খেললো তারা। দৌড়ে এগিয়ে গেলো তারা। হবে সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। বস্তুতঃ দুই দলের ফারাক গড়ে বেফারি সত্যজিৎ দেববায় মৌচাক এবং স্পোর্টস স্কুলের দিলো প্রীতম সরকার। শুরু মৌচাক-র সুরজিৎ বিশ্বাস-কে পাশা পাশি ফ্রেণ্ডস ইউ নিয়ন, থেকেই গোল করার জন্য মরিয়া হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

### সিনিয়র খো খো-তে রাজ্য দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বরঃ আগামী ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর এমএলবি খেল পরিষদে ৫৪-তম সিনিয়র জাতীয় খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আসরে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরা।আগামী ২৩ ডিসেম্বর

নিৰ্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—অমৃত ঘোষ, সামিম আলি, দীপক দাস, পাপ্পু রুদ্রপাল, বাপী গোপ, সৌরভ দাস, দীপঙ্কর দাস, বাঁশীরাই দেববর্মা, তপন দে, রাহুল দেবনাথ, আয়নাল হোসেন, অনুরাগ বিন। দলের কোচ রাজু ভৌমিক এবং ম্যানেজার জীবন সড়কপথে রাজ্য দল জব্বলপুর নমঃ। মহিলা বিভাগে নির্বাচিত

রওয়ানা হবে। পুরুষ বিভাগে খেলোয়াড়রা হলো---লক্ষ্মী দেবনাথ, রূপা বর্মণ, অরজিতা দেবনাথ, প্রিয়াক্ষা বর্মণ, পূজা দাস, মৌ দেবনাথ, ধুমালি ত্রিপুরা, কবিতা বর্মণ, পূজা দত্ত, কাকলী নট্ট, লক্ষ্মী ঘোষ, দীপ্তি দাস। দলের কোচ স্বপ্না দেববর্মা এবং ম্যানেজার স্বপন দাস। ত্রিপুরা খো খো অ্যাসোসিয়েশনের সচিব শ্যামল ঘোষ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

### যোগাসন স্পোটসে ফের সাফল্য পেলো ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ গুজরাটের আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপ সমাপ্ত হলো রবিবার। গত শুক্রবার থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।রাজ্যের ১৪ জন খেলোয়াড় এতে অংশগ্ৰহণ করে। সিনিয়র বিভাগে নন্দিতা সেন ট্র্যাডিশনালে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। এছাড়া জুনিয়র ট্র্যাডিশনালে পূজা সাহা দ্বিতীয়, সৌরভ ঘোষ তৃতীয় স্থান পেয়েছে। সাব-জুনিয়র বিভাগে রত্নদীপ ভট্টাচার্য পেয়েছে চতুর্থ স্থান। এছাড়া আরও বেশ কয়েক জন খেলোয়াড় পঞ্চম থেকে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

## কল্যাণ সমিতি-কে হারিয়ে খেতাবি দৌড়ে স্পোর্টস স্কুল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, খেলেও জয় তুলে নিচ্ছে স্পোর্টস ঝাঁপায় কল্যাণ সমিতি। ২৭ মিনিটে আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ স্কুল। এদিন উমাকান্ত মিনি এ হালাম কল্যাণ সমিতি-কে মৌচাক-র কাছে হেরে দ্বিতীয় স্টেডিয়ামে কল্যাণ সমিতি-কে সমতায় নিয়ে আসে। দ্বিতীয়ার্ধে ডিভিশন শুরু করেছিল স্পোর্টস ২-১ গোলে হারাতে বেশ বেগ স্কুল। এরপর থেকে খুব ভালো পেতে হলো তাদের।মূলতঃ আসাম ম্যাচের ৬২ মিনিটে রেফারি পল্লব ফুটবল না খেললেও টানা তিনটি রাইফেলস স্কুলের এক ঝাঁক চক্রবর্তী কল্যাণ সমিতির এ ম্যাচে জয় তুলে নিলো। এটা ঘটনা টিনএজার ফুটবলারদের নিয়ে দল দেববর্মা-কে লাল কার্ড দেখায়। যে, স্পোর্টস স্কলের অতীতের রমরমা আর নেই। সিংহভাগই সাধারণ মানের ফুটবলার। স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলার মানেই যে একটা অসাধারণ বিষয় ছিল সেটা এখন আর বোঝা যায় না। ব্যতিক্রমী ফুটবলার অবশ্যই আছে। মূলতঃ এগিয়ে যায় স্পোর্টস স্কুল। এরপর

গড়েছে কল্যাণ সমিতি। তাদের লড়াই কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্পোর্টস স্কুলের মতো দলের বিরুদ্ধেও এদিন বেশ ভালো লড়াই করলো। প্রথমার্ধের ২০ মিনিটে এল ডার্লং-র গোলে তাদের সৌজন্যেই খুব ভালো না গোল শোধের জন্য আক্রমণে নেয় স্পোর্টস স্কুল।

কিছুটা বিরক্তিকর ফুটবল হলো। মূলতঃ দুইটি হলুদ কার্ড দেখার কারণেই তাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপরই ম্যাচ শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগে স্পোর্টস স্কলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে এস জমাতিয়া। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে

ব্যর্থতার পর গোটা ব্যাটিং

লাইনআপ চাপে পড়ে যায়। এই

সুযোগটাই নিলো বিদর্ভ। টসে

জিতে ত্রিপুরা এদিন বিদর্ভ-কে ব্যাট

করার আমন্ত্রণ জানায়। ওপেনার

ফজল শুন্য রানেই ফিরে যায়।

এরপর অথর্ব টাইডে এবং গণেশ

সতীশ ইনিংসের হাল ধরে। তবে

ত্রিপুরার বোলাররা কিন্তু আগাগোড়া

নিখুঁত লাইন, লেংথ বজায় রেখে

বল করে গিয়েছে। মণিশংকর, রানা,

অমিত আলি-রা এককথায় দুর্দান্ত।

তুলনায় কিছুটা নিপ্পভ ছিল অজয়

সরকার। আরসিবি-র নেট বোলার

হিসাবে সুযোগ পেয়েছিল এই

অজয়। বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের

অনুশীলন করার পর নিজেকে যতটা

করে হারলো

পরিচয় দিলো পবন। তার এই সম্ভবত সেই সুযোগটা নিতে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলো ত্রিপুরা। প্লেট গ্রুপের সবকয়টি ম্যাচ জিতে নক্ আউ টে উ ঠার পর ক্রিকেটপ্রেমীরা বেশ আশান্বিত হয়েছিল। রবিবার জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে ক্রিকেটাররা আপ্রাণ লড়াই করলো। তবে শেষ পর্যন্ত বিদর্ভ-র কাছে ৩৪ রানে হেরে যেতে হলো। তবে এক পেশে ম্যাচ হয়নি। ম্যাচে বেশ কয়েক বার দাপট দেখানোর জায়গায় ছিল ত্রিপুরা। কিন্তু পেশাদারি ভঙ্গীতে খেলে প্রতিবারই ত্রিপুরার হাত থেকে ম্যাচের দখল ছিনিয়ে নিতে সফল বিদৰ্ভ। শেষ পৰ্যন্ত ম্যাচটি জিতে নিলো তারা। ২০১৭ এবং ২০১৮ পর পর দুই বছর রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বিদর্ভ। সুতরাং এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট যে, দুই দলের মধ্যে কতটা ফারাক। এদিন কিন্তু সেই ফারাক ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি।শুরু থেকেই ক্রিকেটপ্রেমীরা বলে আসছে যে, এবারের পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে যাদের বাছাই করা হয়েছে তারা মোটেই আহামরি নয়। পবন, রাহিল-রা এক সময় হয়তো ভালো ক্রিকেটার ছিল। কিন্তু অবসরে চলে যাওয়া এই দুই ক্রিকেটারকে রাজ্য দলে নেওয়া কতটা ভুল ছিল সেটা শক্তিশালী বিদর্ভ-র বিরুদ্ধে হাডে হাডে টের পাওয়া গিয়েছে।বলতেই

হবে স্থানীয় ক্রিকেটাররা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। টিম ম্যানেজমেন্ট যদি পেশাদারদের অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে স্থানীয়দের নিয়ে চেষ্টা করতো তবে এদিনের ম্যাচটি জেতা অসম্ভব কিছু ছিল না। খেয়েছে ত্রিপুরা। শোচনীয় ব্যর্থতার ধারালো করে নেওয়ার সুযোগ ছিল

অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্টও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ত্রিপুরার দুই ওপেনার দারুণভাবে শুরু করেছিল। ওয়ানডাউনে নেমে সমিতও চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চার নম্বরে মণিশংকর-কে নামানো উচিত ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু চার নম্বর জায়গাটা সম্ভবত পেশাদার ক্রিকেটার কেবি পবন-র চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে। এখানেই মার

### অন্ধ্রের বিরুদ্ধোনামছে অনুর্ধ্ব ১৯

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আগামীকাল থেকে কোচবিহার ট্রফির চতুর্থ ম্যাচে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে অনুধর্ব ১৯ দল। দিল্লির পালামের এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে এই ম্যাচটি হবে। ইতিমধ্যে ৩ ম্যাচ খেলে একটিতে জয় পেয়েছে। বাকি দুই ম্যাচে হায়দরাবাদ এবং বাংলার বিরুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছে রাজ্য দল। শুরু থেকেই বোলিং নিয়ে বিশাল সমস্যায় ত্রিপুরা। তিন ম্যাচে ছয়টি ইনিংসে একবারের জন্যও ২০০ রানের গন্ডি পেরোতে পারেনি রাজ্য দল। তুলনায় বোলিং বিভাগ অনেক ধারাবাহিক। অন্ধ্রের বিরুদ্ধেও বোলারদের নিয়ে চিস্তা নেই। তবে ম্যাচের ফলাফল নির্ভরশীল ব্যাটসম্যানদের উপর। রবিবার অনুশীলনেও বোলিং এর উপর জোর দেওয়া হয়। সমস্যা হলো অধিকাংশ ব্যাটসম্যান ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলেও অসহায় টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ বিকল্প নেই। আনন্দ, দুর্লভ, অরিন্দমই বোলিং-এ কিছুটা ভরসা দিয়েছে। আগামীকাল তাই বেশ চিন্তা নিয়েই মাঠে নামবে রাজ্য দল।

অজয় পারফরম্যান্সে ক্রিকেটপ্রেমীরা। আশা করা যাক, দাস-কে নামানো হয়। বিশাল এবং

ট্রফি পর্যন্ত একটিও ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্স করতে পারেনি। দলের অন্যতম স্ট্রাইক বোলার হিসাবে তাকে দেখা যাবে এমন আশা ছিল। তবে বলা যায়, এখনও সরকার -র রঞ্জি ট্রফিতে পুরোনো অজয়-কে দেখা মিলবে। দ্বিতীয় উইকেটে অথর্ব এবং গণেশ-র দুর্দান্ত জুটির পর আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জুটি তৈরি করে বিদর্ভ। প্রথম সারির প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই কম-বেশি রান পেয়েছে।ফলে নির্ধারিত ৫০.৭ উইকেটে ২৫৮ রান করতে সক্ষম হয় বিদর্ভ। অথর্ব ৫১, ভি রাঠোর ৫৭, ভি ওয়াদকর ৪১, গণেশ সতীশ ৪০, ভি ওয়াংখেড়ে ২৬, এ সারবাতে ২৫ রান করে। ত্রিপুরার হয়ে মণিশংকর ১০ ওভারে ৪১ রানে ২টি, অমিত ১০ ওভারে ৪২ রানে ১টি এবং রানা ১০ ওভারে ৪৭ রানে ২টি উইকেট নেয়। অজয় সরকার এবং রাহিল শাহ ১টি করে উইকেট পেলেও অনেক বেশি রান দিয়েছে। ২৫৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার শুরুটা দুর্দান্ত হয়। প্লেট গ্রুপে টানা ব্যর্থতার পর অবশেষে এদিন ওপেনার সম্রাট সিনহা-র বদলে বিক্রম কুমার

পারেনি অজয়। সৈয়দ মুস্তাক আলি

ট্রফি থেকে শুরু করে বিজয় হাজারে

#### বড় ব্যবধানে জয়ী জোলাইবাড়ি স্কুল

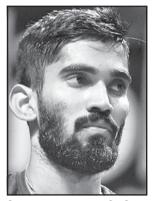
প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে বড় ব্যবধানে জয় পেলো জোলাইবাডি স্কল। এনসিপি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ২২২ রানে বিধ্বস্ত করলো বাইখোড়া স্কুলকে। ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিভাগে একচ্ছত্র দাপট দেখিয়ে জয় তুলে নিলো জোলাইবাড়ি স্কুল। টসে জিতে বাইখোড়া প্রথমে জোলাইবাড়িকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ৪৪ ওভারে ২৫২ রান করতে সক্ষম হয় জোলাইবাড়ি। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৭ রান করে রাজীব দেবনাথ। এছাড়া ৫৯ রান করে রিতম সরকার। বাইখোড়ার হয়ে সৌম্যদীপ পাল এবং হারাধন ত্রিপুরা ৩টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাইখোড়ার ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৩০ রানে। বিজয়ী দলের হয়ে আয়ুষ দেববর্মা ৪টি, রিতম সরকার ৩টি উইকেট নেয়। দিনের অপর ম্যাচে জয় পেয়েছে উত্তর তইখমা স্কুল। তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টারকে। টসে জিতে জগন্নাথপাড়া প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩.৫ ওভারে তারা ৭৮ রান করে। সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে প্রীতম পাল। উত্তর তইখমা-র হয়ে রমেন দেববর্মা তুলে নেয় ৪টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তর তইখমা ১৩.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায়। শিবা নোয়াতিয়া ২২ রান করে। জগন্ধাথপাড়ার হয়ে ২টি উইকেট নেয় প্রীতম পাল।

প্ৰতিনিধি, আগরতলা, ১৯ **ডিসেম্বর ঃ** সমরাংশু পাল-র দূরন্ত অলরাউভ পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জয় দিয়ে শুরু করলো জিবি পিসি। রবিবার সদরভিত্তিক অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৩৯ রানে হারিয়ে দিলো জুটমিল-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৮.৫ ওভারে জিবি করে ১৬৭ রান। ৫৫ বলে ৭৯ রান কিবরে উজ্জয়ন বর্মণ। ১২টি বাউভারি এবং ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে এই রান করে উজ্জয়ন। এছাড়া সমরাংশু করে ২৬ রান। জুটমিল-র হয়ে জয়দীপ সরকার, অয়ন সরকার তুলে নেয় ৩টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু

জুটমিল। এই অবস্থায় রুংখে হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় দাঁড়ায় নীতিশ কুমার সাহানি। অনবদ্য খেলে ৮৭ রান করেও দলকে জেতাতে পারেনি নীতিশ। তার ইনিংসে ছিল ১৪টি বাউন্ডারি। ১২৮ রানে শেষ হয় দলের ইনিংস। বিজয়ী দলের হয়ে সমরাংশু ২৩ রানে তুলে নেয় ৫টি উইকেট। এদিকে, নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মডার্ন সিএ ৫ উইকেটে হারায় কর্ণেল সিসি-কে। উত্তেজক ম্যাচে শেষ হাসি হাসলো মডার্ন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৫ রান করে কর্ণেল সিসি। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করে সায়ন সরকার। মডার্ন-র হয়ে অঙ্কুর দাস নেয় ২৩ রানে ৩টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে

মডার্ন। বিজয়ী দলের হয়ে দীপ দে ৪৭ এবং শ্রীপর্ণ রানা ৩৪ রান করে। কর্ণেল সিসি-র হয়ে ২টি উইকেট তুলে নেয় সায়ন। এই বছর অনধর্ব ১৩-র বদলে অনধর্ব ১৪ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বয়স নিয়ে টিসিএ-র অবশ্যই কঠোর হওয়া উচিত। বয়স নির্বপণের মাপকাঠি কি এটা জানতে চায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ বিগত বছরগুলিতে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল প্রহসনাত্মক। অতীত থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বছর শুরুতেই বয়স নিয়ে টিসিএ-র কঠোর হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ শেষ রক্ষা হল না। প্রথম ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠলেও সোনার পদক জিততে পারলেন না কিদম্বি শ্রীকান্ত। হেরে গেলেন সিঙ্গাপুরের লোহ কিয়ান ইয়ুর কাছে। ফল শ্রীকান্তের বিপক্ষে ১৫-২১, ২০-২২। প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে সোনা জেতার সুযোগ ছিল শ্রীকান্তের সামনে। ম্যাচের শুরুটাও তিনি করেছিলেন সে ভাবেই। প্রথম থেকেই আগ্রাসী ভঙ্গিতে খেলতে থাকেন শ্রীকান্ত। এক সময় ৯-৩ গেমে এগিয়ে



ছিলেন। প্রথম গেমের বিরতিতে এগিয়ে ছিলেন ১১-৭ পয়েন্ট। সেখান থেকেই দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন লোহ। টানা আটটি পয়েন্ট

জেতেন তিনি। শ্রীকান্ত পিছিয়ে পড়েন ১১-১৫ পয়েন্ট। সেখান থেকে খেলা ঘোরাতে পারেননি তিনি। হেরে যান ১৫-২১ গেমে। দ্বিতীয় গেমেও প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে মাঝে মাঝেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীকাস্ত। তবে বিরতিতে পিছিয়ে ছিলেন ৯-১১ পয়েন্টে। কিন্তু প্রথম গেমের তুলনায় এই গেমে অনেক বেশি লড়াই দিয়েছেন শ্রীকান্ত। কখনও তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কখনও প্রতিপক্ষ। একটি ম্যাচ পয়েন্টও বাঁচিয়েছিলেন শ্রীকান্ত। কিন্তু প্রতিপক্ষের বৃদ্ধির কাছে পরাজিত হন তিনি। হেরে

### ক্রীড়া দফতরের সালিশি সভায়

# মহিলা সংক্ৰান্ত ঘটনায় মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেলেন গুণধর পিআই

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,** একটি স্কুলে কর্মরত। তিনি আবার এক জন মহিলা পিআই-র স্বামী ক্রীড়া দফতরের সালিশি সভায় ওই আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ একে চরম চারিত্রিক অধঃপতন ছাডা কি আর বলবেন। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের এক জনিয়র পিআই-র চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে দফতরের মহিলা কর্মীদের এখন ঘর-সংসার এমনকি সরকারি কাজ | করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও ওই জুনিয়র পিআই-র বিরুদ্ধে দফতরে অভিযোগ জমা পডলে থানা-পুলিশ হয়ে শেষ পর্যন্ত দফতরের সালিশি সভায় মুচলেকা দিয়ে আপাতত নিস্তার পেয়েছেন ওই গুণধর জুনিয়র পিআই। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের এক জুনিয়র পিআই-র বিরুদ্ধে সম্প্রতি দফতরে মহিলা কর্মীদের নানাভাবে উত্যক্ত করার অভিযোগ জমা পডে। গুণধর ওই

জনিয়র পিআই প্রতাপগড এলাকার

ঘিরে ব্যাপক সাড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯

আগরতলায় শুরু হলো কোন

এনএসআরসিসি-তে পশ্চিম

জেলাভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা

শুরু হয়। অনুধর্ব ১১, ১৩, ১৫,

১৭, ১৯ এবং সিনিয়র বিভাগ

ছাড়াও মাস্টার্স প্রতিযোগিতা

আসরের সমাপ্তি। এদিন সিনিয়র

শুরু হয়েছে। আগামীকাল

পুরুষদের বিভাগে ঋতুরাজ

উঠেছে। এছাড়া কোয়ার্টার

ফাইনালে উঠেছে সৌম্যদীপ

উঠেছে রণবিজয় সিনহা। অনুধর্ব

১১-র বালিকা বিভাগে অদ্রিজা

দে, ইন্সিতা চক্রবর্তী, অনুধর্ব ১৩

বালিকা বিভাগে দীপশিখা দাস,

উঠেছে। অনুধর্ব ১৩ বালক বিভাগে

সেমিফাইনালে উঠেছে প্রতীক দাস।

সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে

দেববর্মা। এছাড়া অনূর্ধ্ব ১৯ বালিকা

পলাশ কুমার সরকার, অ্যালেক্স

অদ্রিজা দে সেমিফাইনালে

অনুধর্ব ১৫ বালক বিভাগে

বিভাগে সেমিফাইনালে

উঠেছে মৈথিলী পাল।

দেবনাথ সেমিফাইনালে

সাহা। অনূর্ধ্ব ১১ বালক

বিভাগের সেমিফাইনালে

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা।

শনিবার থেকে

**ডিসেম্বর ঃ** দুই বছর পর

ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স সংস্থায় বাধ্য হয়ে ওই জুনিয়র পিআই-র গুরুত্বপূর্ণ পদেও নাকি আছেন। বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে ক্রীড়া দফতরে একটা অভিযোগ জমা করেন। তিনি আবার ভলিবলের সাথেও যুক্ত। তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘটনা থানা-পুলিশেও যায়। পরে যে, তিনি দফতরের মহিলা কর্মীদের ঠিক হয় ক্রীড়া দফতরে বিষয়টি নিয়ে

নানাভাবে উত্যক্ত করেন। সম্প্রতি আলোচনা হবে। জানা গেছে. রেটিং দাবার উদ্বোধক দীপা

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর উপস্থাপনায় এবং মেট্রিক্স চেস অ্যাকাডেমির পরিচালনায় আয়োজিত অপর্ণা দত্ত স্মৃতি রেটিং দাবার উদ্বোধন করবেন পদ্মশ্রী প্রাপক জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। আগামী ২১ ডিসেম্বর দুপুর দুইটায় এনএসআরসিসি'র যোগা হলে আসরের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দ্রোণাচার্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি, সচিব। আসরের সমাপ্তি ২৬ ডিসেম্বর। ওইদিন উপস্থিত। থাকবেন দাবা ফেডারেশনের সচিব ভরত সিং চৌহান। ২৬৬ জন দাবাড় এই আসরে অংশগ্রহণ করবেন। এর মধ্যে ত্রিপুরার বাইরে থেকে আসছে ১৭৫ জন দাবাড়ু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়াপ্রেমীদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন মেট্রিক্স চেস অ্যাকাডেমির কর্ণধার প্রসেনজিৎ দত্ত।

গুণধর জুনিয়র পিআই তার যাবতীয় অপকর্ম স্বীকার করে নেন। যেহেতু এক্ষেত্রে মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে তাই শেষ পর্যন্ত ক্রীড়া দফতরের এক অফিসারের দয়ায় বেঁচে যান কুখ্যাত ওই জুনিয়র পিআই। ভবিষ্যতে আর কোন মহিলা কর্মীকে উত্যক্ত করবেন না লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই ছাড়া পান ওই গুণধর পিআই। জানা গেছে, যিনি অভিযোগ করেছিলেন তিনি নিজের স্ত্রী-র সম্মান রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত অভিযোগ তুলে নেন। তবে ঘটনা ঘিরে ক্রীড়া দফতরের অন্দরে রীতিমত ঝড় বইছে। অভিযোগ, এর আগে এক জন মহিলা কর্মী সদর দফতরে এক অফিসারের হাতে নিগৃহীত

●এরপর দুইয়ের পাতায়

#### ব্যাডমিন্টন টিসিএ-র বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় প্রতিযোগিতা

### মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে যেতে চান একাংশের ক্রিকেট অভিভাবক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, যেতে চাইছেন। ইতিমধ্যে নাকি ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য দলের আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর ঃ এবার কি রাজনৈতিকভাবেই রাজ্যের একাংশের সিনিয়র ক্রিকেটার এবং তাদের অভিভাবক মহল টিসিএ-র বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং নির্দিষ্ট কোন কর্তার প্রতিহিংসার রাজনীতির মোকাবেলায় পথে নামতে চলছেন? খবরে প্রকাশ, গত ১৩ মার্চ নির্বাচিত সচিবকে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কথা বলে ক্ষমতাচ্যুত করার পরই (বর্তমানে যা আদালতে বিচারাধীন) নাকি টিসিএ-তে এখন এক হাফ ক্রিকেটার কর্তার তালিবানি শাসন কায়েম হয়েছে। নিজেকে তালিবান সর্দারের ভূমিকায় নিয়ে যাওয়া ওই হাফ ক্রিকেটার কর্তার বিরুদ্ধে টিসিএ-র সভাপতির কাছে বার বার বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ জানানো হলেও সভাপতি নাকি ঠান্ডা। পরবর্তী সময়ে ক্লাব ফোরামেও বলা হয়। কিন্তু সেখানেও চুপচাপ। জানা গেছে, এবার ক্রিকেট মহলের পরামশে কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটার এবং তাদের

অভিভাবকরা খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

শাসক দলের অন্য কয়েক জন রাজ্য নেতাকে টিসিএ নিয়ে ওই হাফ ক্রিকেটার কর্তার যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি জুনিয়র এক মহিলা ক্রিকেটার সংক্রান্ত ঘটনাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। গোটা ঘটনায় টিসিএ-র কারও কারও নামও উঠে আসছে। জানা গেছে, শাসক দলীয় সিনিয়র ক্রিকেটাররা এবার তাদের অভিভাবকদের নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেতে পারে। কেউ কেউ অবশ্য ইতিমধ্যে অন্য নেতাদের কাছে টিসিএ নিয়ে তাদের কথা জানিয়েছে। অভিযোগ, খোদ শাসক দলের অন্দরেই নাকি টিসিএ নিয়ে ক্ষোভ চরমে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির কাজকর্ম শাসক দলের বিপক্ষে যাচ্ছে বলেও তাদের মতামত। এক্ষেত্রে ক্রিকেট মহলের দাবি, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে সমস্ত কিছু আনা উচিত। টিসিএ-র বৰ্তমান কমিটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ সভাপতি। সুতরাং

তরফে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। জানা গেছে, দলের কেউ কেউ চাইছেন সভাপতি সরে দাঁড়ান। কেননা টিসিএ-র জন্য টিসিএ-র দলের সমালোচনা হচ্ছে। জানা গেছে, কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটার এবং তাদের অভিভাবকরা চাইছেন, টিসিএ নিয়ে দল কোন কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। রাজ্যের বেশ কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটার এবং তাদের অভিভাবকরা নাকি মনে করছেন যে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ব্যর্থতায় রাজ্যের অনেক ক্রিকেটারের ক্রিকেট ক্যারিয়ার আজ শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। ষড়যন্ত্র করে নির্দিষ্ট কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটারকে মাঠের বাইরে রাখার কাজ চলছে। পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে দেখে এবার কয়েক জন অভিভাবক চাইছেন, টিসিএ নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কথা হউক। প্রয়োজনে তারা শাসক দলের অন্দরে এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এক্ষেত্রে দল এবং সরকারের টিসিএ নিয়ে কথা বলতে চাইছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় টোখুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা ২বাচ হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, তািধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা (থকে মুদ্রিত। **ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১** 

●এরপর দুইয়ের পাতায়

নাবালিকার

অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ১৯ ডিসেম্বর।। ১৬

বছরের লিপি দেববর্মার ঝুলস্ত

মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

ছডায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত

বাঁশতলি ভিলেজের জোটতলি

এলাকায়। লিপি দেববর্মার বাবার

নাম গোবিন্দ দেববর্মা। লিপি দশম

শ্রেণিতে পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর,

পরিবারের সদস্যদের অগোচরে

মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

বাড়ির কাছেই একটি গাছে তার

ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়

স্থানীয়রা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ঘটনাটি

আদৌ আত্মহত্যা কিনা? জানা

গেছে, এদিন বিকেল থেকেই

লিপিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার

পরিবারের সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত

সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তার ঝুলন্ত মৃতদেহ

উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ

থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে

আসে। নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার

করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশ্রামগঞ্জ

হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

পরিবারের লোকজন মেয়ের

মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে

পড়েন। তার মা-বাবার চিৎকারে

এলাকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে

উঠে। এদিন রাতে লিপি দেববর্মার

মৃতদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা

হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর

নাবালিকার মৃতদেহ তার পরিজনদের

হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন সবার

মধ্যেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, লিপি

দেববর্মার মৃত্যুর পেছনে কি কারণ

লুকিয়ে আছে।যদি সে আত্মহত্যা করে

থাকে তাহলে এর পেছনে কারোর

প্ররোচনা নেই তো? যদি পুলিশ

সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে

তবেই রহস্য উন্মোচিত হওয়া সম্ভব।

এখন সবটাই নির্ভর করছে পুলিশের

তদন্তের উপর। প্রাথমিকভাবে

অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে

তাগা'র নতুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।।

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন থেকে ত্রিপুরা

অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কার্যকরী

কমিটি গঠিত করেছে। ওয়ার্কিং

কমিটি নিয়ে আইনি ঝামেলাও

চলছে, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি আইনি

বিষয় সমাধান করতেও অনুরোধ

করেছে বাদীদের। নতুন কমিটিতে

সভাপতি হয়েছেন ড. রাজীব ঘোষ,

সাধারণ সচিব স্জিত দাস,

অর্থসচিব হয়েছেন রাজীব রায়

থ্যাজু য়ে ট

এথিকালচার

পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# শহরে গীতা মহাযজ্ঞ



আগরতলার পরমার্থ সাধক সংঘে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় গীতা মহাযজ্ঞ। ধর্মপ্রাণ মানুষ এদিন সকাল থেকে ভিড় জমান আশ্রমে। যজ্ঞানষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আশ্রমের পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের ভক্তরা এই ধর্মীয় কর্মসূচিতে শামিল হন। রবিবারের তোলা নিজস্ব ছবি।।

বিলোনিয়া. ১৯ ডিসেম্বর।। বিরুদ্ধে থানায় মামলাও দায়ের শাসকদলীয় নেতারা কথায় কথায় বলেন, এ রাজ্যে আইনের শাসন কায়েম হয়েছে। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থা কি ধরনের তা রবিবার একজন শাসকদলীয় প্রধানই স্পষ্ট করে দিলেন। বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মী চৌধুরীর অভিযোগ, তার স্বামীকে প্রকাশ্যে মারধর করা হলেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না। তার মতে, পুলিশের কোনো ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না। তাই তিনি পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। একজন জনপ্রতিনিধি যখন প্রকাশ্যে পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলার কথা বলেন, সাধারণ নাগরিকদের কাছে কি বার্তা যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই বলছেন, এতদিন বিরোধীরা যে অভিযোগ করে আসছিলেন এখন একই ধরনের অভিযোগ শাসকদলীয়দের গলাতে শোনা যাচ্ছে। এর থেকেই স্পষ্ট রাজ্যে কতটা আইনের শাসন কায়েম হয়েছে। নিগো বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে স্বদলীয় কর্মীর হাতে

আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রধানের স্বামী

কলম প্রতিনিধি,

আমবাসা, ১৯ ডিসেম্বর।। পথভ্রস্ট

এক দামাল হাতির উন্মত্ত তাগুবে

রবিবাসরীয় কাকভোর থেকে তীব্র

আতঙ্ক দেখা দিল আমবাসা শহর

সংলগ্ন ডলুবাড়ী ও কমলাছড়ার

পেছনের অংশ সহ কেকমাছড়া

গ্রামের জনসাধারণ্যে। জানা যায়,

এদিন ভোরের আলো ঠিকঠাক

প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই এলাকায়

উদয় হয় গজ মহারাজ। শুরু করে

তাগুব ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে

পাগলা বাজারের বেশ কয়েকটি

বাঁশের ঘর ভূপাতিত করে অগ্রসর

হয় কেকমাছড়ার ঘনবসতির

দিকে। আর এতেই ছড়িয়ে পড়ে

আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ দৌড়ঝাঁপ

শুরু করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা

করা হয় যে, এটি একটি দলছুট

জংলি হাতি। তৎক্ষণাৎ খবর

দেওয়া হয় আমবাসা বন দফতরে।

ঢাল তরোয়াল বিহীন নিধিরাম

সর্দারের ন্যায় বনকর্মীরা সেখানে

উপস্থিত হওয়ার আগেই গজ

মহারাজ পিছনের জঙ্গলে গা-ঢাকা

**© 9436940366** 

গজরাজের উন্মত্ততায়

আতঞ্কিত নাগরিকর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সঞ্জিত চৌধুরী। আক্রমণকারীদের ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছে। এমনকী হয়েছিল। সঞ্জিত চৌধুরীর অভিযোগ, রাজন দেবনাথ, দুর্যোধন

এফআইআর'র কপিও দেওয়া হয়নি প্রধানকে। এফআইআর'র কপি চাইতে প্রধান লক্ষ্মী চৌধুরী ছুটে



দে, সুমন দত্ত নামে তিন বিজেপি কার্যকর্তা গত ৪ ডিসেম্বর বিকেলে মনুরমুখ তবলা চৌমুহনি এলাকায় তার উপর হামলা চালায়। সঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রী তথা প্রধান লক্ষ্মী চৌধুরী বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করলেও অভিযুক্তদের থেফতার করা হয়নি। এমনকী মামলা লেখার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে বলে জানিয়ে দেয় পুলিশ। এদিন প্রধান এবং তার স্বামী সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, পুলিশ বিভিন্ন সময়

দেয়। বনকর্মীরা সহ এলাকাবাসী

যখন উন্মত্ত গজ মহারাজকে বাগে

আনার কৌশল খুঁজছে ঠিক

তখনই এক অপরিচিত যুবক

সেখানে উপস্থিত হয়ে জানায় গজ

মহারাজের আসল পরিচয়। ঐ

যুবক নিজেকে ঐ হাতিটির

মাহুত পরিচয় দিয়ে জানায়

কৈলাসহরের ইরানি এলাকার

বাসিন্দা বাকুই মিয়া। দুইজন

মাহুত শনিবার আগরতলা থেকে

কৈলাসহরের উদ্দেশ্যে হাতি

নিয়ে রওনা হয়। রাত দুইটা

নাগাদ এরা আঠারোমুড়ার

জিওলছড়া এবং চামলছড়ার

মাঝামাঝি স্থানে হাতিটিকে

একটি গাছের সাথে বেঁধে

বিশ্রামে যায়। আর তখনই সেটি

বাঁধন ছিঁড়ে প্রায় দশ কিমি পাহাড়ি

পথ পেরিয়ে ওই এলাকায়

পৌঁছায়। এবং বিপত্তি সৃষ্টি করে।

তবে যে সকল গৃহস্থের ক্ষয়ক্ষতি

হয়েছে হাতিটির মালিক তাদের

ক্ষতিপূরণ দেবে বলে জানিয়েছে।

মালিক

যান মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের

ভৰ্তি চলিতেছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় M.A/M.SC/M.COM (distance mood)

9330622287

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন আধিকারিক অনুপস্থিত। তাই শেষ পর্যন্ত এদিন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই পুলিশের বিরুদ্ধে নিজেদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ উগরে দেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, শাসকদলীয় জনপ্রতিনিধি যেখানে পুলিশের হাতে হয়রানির শিকার, সেই জায়গায় সাধারণ মানুষের কি হবে ?

#### বর্মণ, প্রচার সচিব হয়েছেন বিদ্যাজয় দেববর্মা এবং সম্পাদক ভর্তি চলিতেছে পদে আছেন শ্রীকান্ত নাথ। যোগাযোগ-তাছাডাও সতেরজনের কমিটিতে চারজন কার্যকরী সদস্য রয়েছেন। 9862523625 এই খবর জানিয়েছেন প্রচার সচিব।

# **URGENT**

বাবা আমিল সৃফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

### **VACANCY!** SARKAR SWIKRITA SANGSTHA

**BIBHINNO STHAI** PODE 48 JON JUBOK-JUBOTI AAVASHYAK! **AGE:** 18-30, **JOGGOTA:** MADHYAMIK-GRADUATE, **AAY:** RS.5,000 TO

**BIO-DATA SAHA** JOGAJOG: **UDAIPUR** 9862633549

35,000/- P.M.

### বিশেষ দ্রস্টব্য

উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

মোহনপুর, ১৯ ডিসেম্বর ।। নিখোঁজ চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃতদেহ মিললো জঙ্গলের কুয়োতে। চারদিন আগে বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পর আর খবর পাওয়া যায়নি এই শিক্ষকের।তাকে খুন করে কুয়োতে দেহ ফেলা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথের মহকুমায়। নিহত শিক্ষকের নাম অনুপ ওরাং (৩৬)। মোহনপুর মহকুমার মেঘলিবন বাগানের একটি পরিত্যক্ত কুয়োতে রবিবার সকালে অনুপের দেহটি পাওয়া যায়। দেহে পচন ধরে গিয়েছিল। পুলিশের অনুমান তিন বা চারদিন আগেই মারা গেছেন তিনি। অনুপ চা বাগানেই থাকেন। উত্তপ্ত এলাকাবাসীরা খুনের অভিযোগে একটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, চা বাগান এলাকারই বাসিন্দা সঞ্জয় ওরাং, তার ভাই প্রজেশ ওরাং, কার্তিক ওরাং এবং অঞ্জলি ওরাং এই পরিবারটি মিলে অনুপকে খুন করেছে। খুন করার পর দেহটি কুয়োতে ফেলে দেয়।গ্রামবাসীরা খুনের অভিযোগে এই পরিবারের তিনজনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তবে পালিয়ে যেতে সিক্ষম হয় সঞ্জয় ওরাং। পুলিশি গ্রেফতার করে নিয়ে যায় প্রজেশ, কার্তিক এবং অঞ্জলিকে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা সন্ধ্যায় কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেয় কার্তিক ওরাংয়ের ঘর।

যদিও সিধাই থানার ওসি বিজয় সেন সাংবাদিকদের জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবেন কিভাবে মারা গেছেন এই চাকরিচ্যুত শিক্ষক। যদিও থামবাসীরাই খুনের ঘটনায় নিজেরাই তদন্তে নেমে তিনজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সিধাই থানা এলাকায় এই



ধরনের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়ে আছে। গত ১৫ ডিসেম্বর সুন্দরটিলা ফাঁড়ি এলাকার একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন অনুপ। রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। নিখোঁজ অনুপের খোঁজে একটি ডায়েরিও করা হয়। কিন্তু লক্ষ্মীছড়ায় বিয়ে বাডি থেকে আর তার হদিশ মেলেনি। অনুপের এক নিকটাত্মীয় জানিয়েছেন তিনি বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিআরএস ছিলেন। পরে ১০৩২৩-এ চাকরি পান।

দমকল গিয়ে কুয়োর মধ্য থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। এলাকাবাসীরা চিনতে পারেন মৃত ব্যক্তিকে। এরপর থেকেই শুরু হয়ে যায় উত্তেজনা। এলাকাবাসীরাই সন্দেহের বশে কার্তিক ওরাং-সহ তাদের পরিবারের লোকজনদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। খোঁজখবর নিয়ে গ্রামবাসীরা জানতে পারেন অনুপকে খুন করেছে এই পরিবারের সদস্যরা মিলেই। এদিকে এরপর দুইয়ের পাতায়

পর থেকে চা বাগান এলাকাতেই কাজ করতেন। নিখোঁজের পর থেকে তার খোঁজে গোটা এলাকাতেই তল্লাশি করা হয়। শেষ পর্যন্ত এলাকারই একজন মোহনপুরের দালানবাডি এলাকাতে একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে দুর্গন্ধ পান। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকল অফিসে।



রায়াবাড়ি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, নাকি পরীক্ষার আয়োজনকারীদের? কারণ যাই হোক, সহপাঠীরা এদিনের পরীক্ষায় বসতে পারলেও মোহিনী রানি জমাতিয়া এবং হেয়ালি জমাতিয়াকে বিষন্ন মনোরথে বাড়ি ফিরতে হয়। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই দাবি পড়ুয়া

### হাসপাতালে চিকিৎসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। রবিবার রাতে আচমকা তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।কারণ হাসপাতালের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা। হাসপাতালের জরুরকালীন বিভাগে বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় বিপাকে পড়ে যান মুমূর্র রোগীরা। এদিন আনুমানিক সাড়ে ৭টা নাগাদ হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় ঘন্টাখানেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পরিষেবা স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে কোনো হেলদোল ছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। ফলে মোবাইল ফোনের আলোতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকার জন্য জরুরিকালীন বিভাগ থেকে চলে যান চিকিৎসকরা। তাই রোগীদেরও বিনা চিকিৎসায় বসে থাকতে হয় দীর্ঘ সময়। এ নিয়ে রোগীর আত্মীয় পরিজনরা সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ উগরে দেন। এখন যেখানে সব ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কার্যকর করার কথা বলা হচ্ছে সেই জায়গায় একটি মহকুমা হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই কারণে স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। সৌভাগ্যবশত এদিন তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকার সময়ে কোনো রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেনি। তবে এমনটা যদি হয়ে যেতো তাহলে এর দায়ভার কে নিতেন ? রোগীর পরিজনদের বক্তব্য, হাসপাতালে স্থায়ী কোনো জেনারেটর অপারেটর নেই কেন? হাসপাতাল সূত্রে খবর, জেনারেটর অপারেটর না থাকার কারণেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সবাইকে অন্ধকারে বসে থাকতে হয়েছে। প্রায়শই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রোগীরাও ভোগান্তির শিকার হতে হতে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তাই বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও সরাসরি কোনো আন্দোলন গড়ে উঠেনি। কারণ নাগরিকরা ধরে নিয়েছেন সরকারি হাসপাতালে আদৌ কোনো ধরনের উন্নতি সম্ভব নয়।

থেকে পাঠানোই হয়নি। যে কারণে

পরীক্ষাকেন্দ্র ভগনী নিবেদিতা

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই ছাত্রীকে

পরীক্ষায় বসতে দেননি। তারা

বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন

দফতর কর্তার সাথেও। কিন্তু

নথিপত্র ছাড়া ছাত্রীদের পরীক্ষায়

বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখন

প্রশ্ন উঠছে ছাত্রীদের পরীক্ষা বঞ্চিত

হওয়ার পেছনে কাদের ভুল ছিল?

বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা

জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ

শিবশক্তি কেরিং সেন্টার

8413987741

9051811933

**বিঃ দ্রঃ**- এখানে পুরাতন বিল্ডিং

ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়

পারন্তৌকিক প্রিয়া

স্বৰ্গীয় শচীন্দ্ৰ দেবনাথ

জন্মঃ ১২ই মে, ১৯৩৪ ইং

মৃত্যু ঃ ১০ই ডিসেম্বর, ২০২১ইং

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে

আমাদের পরম প্রিয় পিতা **স্বর্গীয় শচীন্দ্র** 

**দেবনাথ ১০**ই ডিসেম্বর, ২০২১ইং

(২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৪২৮বাং) শুক্রবার

ভোর ৩ টা ৩০মিনিটে শ্রীশ্রী কুলগুরুর

চরণে সজ্ঞানে মায়ার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন

করিয়া মর্ত্যধাম হইতে সাধনোচিত ধামে

গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিদেহী আত্মার

চিরশান্তি কামনার্থে আগামী ২০শে

ডিসেম্বর, ২০২১ইং (৪ঠা পৌষ, ১৪২৮

বাংলা)সোমবার পারলৌকিক ক্রিয়াদি নিজ

এতদুপলক্ষে আপনি/আপনারা আগামী

২১শে ডিসেম্বর ২০২১ইং (৫ই পৌষ

১৪২৮ বাংলা) মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া স্থিত

'**শ্রীশ্রী চৈতন্য আশ্রমে'** উপস্থিত থাকিয়া

শাকার ভোজন করনপূর্বক শাস্তি কামন

ভাগ্যহীন/ভাগ্যহীনা

হারাধন, প্রমোদ, অমল (পুত্রগণ)

আশা, ঝর্ণা, বেবী (পুত্রবধূগণ)

ছবি, রানী, পুষ্প (কন্যাগণ)

জামাতাগণ, নাতীনাতনিগণ ও আখ্রীয়পরিজন

বাসভবনে সম্পন্ন হইবে।

করতঃ চির বাধিত করিবেন।

চিপস্ বিক্রয় হয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষককে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। কারণ, শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই একজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী সমাজে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে শুধুমাত ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করলেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ছাত্র বা ছাত্রী যাতে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেই দিকেও তাদের নজর থাকা প্রয়োজন। কারণ, চলতি শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেউ যদি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় তাহলে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিষয়টি হয়তো বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষক ভুলে গেছেন। তাই তো সম্প্রতি এমন কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে যা দেখে প্ৰশ্ন তোলা হচ্ছে, আদৌ শিক্ষকরা কতটা দায়িত্বশীল ? পর্যদ পরীক্ষা থেকে শুরু করে অন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে পড়য়ারা যাতে সমস্যায় না পড়ে সেদিকে নজর দেওয়াটা খুবই জরুরি। কিন্তু এ বছরই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়

#### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৬,৬৫০ ভরি ঃ ৫৬,৭৫৮

#### লোক চাই

এগরোল কারিগর, টিফিন কারিগর ও Dishwasher চাই। পুরুষ-মহিলা উভয়েই আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ—

> 8413987241 9051811933

#### **SPOKEN ENGLISH**

ছোটদের (2021-2022), বড়দের (New Group) Spoken English এ ভর্তি চলছে, সঙ্গে Maths. English, School Subject-(VII to XII)

**SRI KRISHNA VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON** 

T.K. SIL 9856128934



এবং অভিভাবকদের। **VISION** Admission Point

> **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH

**NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** Call Us : 9560462263 / 9436470381



সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইকো সার্জারী







ः योगीयोगः 0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের

### Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur